পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 79 Wednesday, 18 February, 2026 ✻ ৩১ বর্ষ, ৭৯ সংখ্যা ✻ ৫ ফাল্গুন ১৪৩২, বুধবার, ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ✻ আজ ৮ পাতা ✻ মূল্য– ৩ টাকা

শুনানি শেষে নথি আপলোড করতে দেয়নি, অভিযোগ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে নতুন করে বিতর্ক দানা বেঁধেছে। নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরাসরি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তুললেন। তাঁর দাবি, নির্ধারিত শুনানি পর্ব শেষ হওয়ার পর বিপুল সংখ্যক ভোটারের নথি অনলাইনে তোলার সুযোগই দেওয়া হয়নি। ১৪ ফেব্রুয়ারি রাতেই এসআইআর শুনানির আনুষ্ঠানিক পর্ব শেষ হয়েছে। বর্তমানে চলছে 'ফাইনাল ডিসপোজাল' বা চূড়ান্ত নাম বাছাইয়ের কাজ। কিন্তু এই পর্যায়েই জটিলতা সামনে এসেছে। শেষ দিনের শুনানিতে উপস্থিত বহু ভোটারের নথি সিস্টেমে আপলোড করা যায়নি বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। সংখ্যাটা এক লক্ষেরও বেশি বলেই ইঙ্গিত। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ১৪ তারিখ পর্যন্ত শুনানি চলার কথা ছিল। কিন্তু সেদিনই বিকেল ৩টার সময় লগ-ইন প্রক্রিয়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাঁর অভিযোগ, সেখানে লক্ষাধিক মানুষের নাম ছিল, প্রসেস হয়ে গেছিল। কিন্তু তাঁদের লগ-ইন করতে না দিয়ে ডিসপোস করতে দেওয়া হয়নি। এই ঘটনার পর কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি বলেন, এ ধরনের পদক্ষেপের অর্থ তুঘলকি আচরণ। এদিকে, কমিশন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের দফতরের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে বলে জানা গিয়েছে। ঠিক কতজন ভোটারের নথি আপলোড হয়নি, তার নির্দিষ্ট হিসাব চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সময়সঙ্কট না প্রশাসনিক ত্রুটি- কোন কারণে এই সমস্যা তৈরি হয়েছে, তাও জানতে চাওয়া হয়েছে। সূত্রে আরও জানা যায়, সোমবার রাত থেকেই বারবার সিস্টেম ডাউন হচ্ছে। মঙ্গলবার সকালেও একই সমস্যা দেখা দেয়। এতে এসআইআর সংক্রান্ত কাজ ব্যাহত হয়েছে বলে অভিযোগ আধিকারিকদের একাংশের। নিয়ম অনুযায়ী, শুনানি শেষ হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট সমস্ত নথি অনলাইনে আপলোড করা বাধ্যতামূলক। কিন্তু শেষ দিনে জমা পড়া বহু কাগজ সিস্টেমে তোলা যায়নি বলেই সূত্রের দাবি। এই আবহে আরও একটি ইস্যু ঘিরে উত্তাপ বেড়েছে- সাতজন এএইআরও-র সাসপেনশন।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের পাশে দাঁড়িয়ে বলেন, আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়েই শাস্তিমূলক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। বিষয়টি পুনর্বিবেচনার দাবি জানান তিনি। এছাড়াও, কমিশনের তরফে ঘনঘন হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠানো নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ''সকাল থেকে রাত পর্যন্ত আলাদা আলাদা নির্দেশ পাঠানো হচ্ছে, ফলে আধিকারিকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে।'' সব মিলিয়ে, এসআইআর প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা ও প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশাসন ও কমিশনের অন্দরে টানাপড়েন স্পষ্ট। এদিকে রবিবার রাজ্যের সাত আধিকারিককে সাসপেন্ড করার কথা জানিয়ে নবান্নকে চিঠি পাঠিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। সেই চিঠিতে বলা হয়েছিল, অবিলম্বে কমিশনের নির্দেশ পালন করতে হবে। তার ২৪ ঘণ্টা কাটতে না-কাটতে সরাসরি সেই সাত আধিকারিককে সাসপেন্ড করে কমিশন। মঙ্গলবার ওই সাত আধিকারিকেরই পাশে দাঁড়ালেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, ''যাঁদের ডিমোশন করবে, তাঁদের প্রোমোশন করব''। শুধু তাই নয়, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায় এই ইঙ্গিতও পাওয়া গিয়েছে যে, এই সাতজনের বিরুদ্ধে এখনই পদক্ষেপ করার কথা ভাবছে না নবান্ন। যদিও পূর্বে যে চারজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল, তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর-এর পথে হেঁটেছে রাজ্য। ঘটনার প্রেক্ষাপট হল, ওই সাত জনই রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন-এ এইআরও হিসাবে কাজ করছিলেন। তবে এসআইআরের কাজে তাঁদের বিরুদ্ধে অসদাচরণ, কর্তব্যে গাফিলতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগ তোলে কমিশন। সেই বিষয় উল্লেখ করে ওই সাত আধিকারিককে সাসপেন্ড করার নির্দেশ দিয়ে মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে চিঠি পাঠায় কমিশন। বুধবার ওই সাত আধিকারিকের সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তোলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁদের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেওয়া হয়নি বলেও অভিযোগ তাঁর। পাশাপাশি, কমিশনের তরফে ঘনঘন হোয়াটসঅ্যাপ বার্তা পাঠানো নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে একের পর এক বার্তা পাঠানো হচ্ছে এবং প্রত্যেকটিতে আলাদা নির্দেশ থাকায় তৈরি হচ্ছে 'টোটাল' কনফিউশন', যা তাঁর মতে বেআইনি। এদিন শুধু যে আধিকারিকদের সাসপেনশন নিয়েই শুধু কথা বলেছেন তা নয়। সাংবাদিক বৈঠকের আগাগোড়া ঘোরাফেরা করেছে 'তুঘলকি' শব্দটি। নির্বাচন ঘিরে প্রশাসনিক তৎপরতা নতুন নয়। কিন্তু সেই তপরতাই যদি বিতর্কের কেন্দ্রে উঠে আসে, তবে প্রশ্ন উঠতেই পারে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে। এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তেমনই একগুচ্ছ অভিযোগ তুললেন এসআইআর প্রক্রিয়া এবং কমিশনের ভূমিকা নিয়ে। তাঁর কথায়, এসআইআর শুরুর পর থেকে তিনি আর নির্বাচন কমিশন বলতে রাজি নন- বরং 'সো-কল্ড টর্চার কমিশন', 'ক্যাপচার কমিশন' বলেই কটাক্ষ করলেন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কমিশন 'তুঘলকি' পদ্ধতিতে কাজ করছে এবং 'হিটলারি অত্যাচার' চালানো হচ্ছে। ভোটের আগে ভোট করানোর চেষ্টা চলছে বলেও দাবি তাঁর। তিনি বলেন, হরিয়ানা ও মহারাষ্ট্রেও নাকি একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। বিহারে 'এসআইআর চলাকালীন যে নথিগুলি গ্রহণযোগ্য ধরা হয়েছিল, বাংলায় সেগুলি কেন মানা হবে না- সেই প্রশ্নও তোলেন তিনি। তাঁর দাবি, বিহারে যেখানে ১১টি পয়েন্ট ছিল, বাংলায় সেখানে ১৩টি করা হয়েছে। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিজেপির এক নেত্রী, সীমা খান্না কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে ৫৮ লক্ষ নাম বাদ দিয়েছেন ভোটার তালিকা থেকে। তাঁর দাবি, বাদ পড়া নামের মধ্যে বহু বৈধ ভোটার রয়েছেন। বাংলায় 'জোচ্চুরি খেলার চচ্চড়ি' চলছে বলেও কটাক্ষ করেন তিনি। গোটা পরিস্থিতিকে তিনি 'গ্রেট কালচার'-এর উদাহরণ বলে উল্লেখ করেন। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, একটি রাজনৈতিক দলের স্বার্থে গোটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে 'বুলডোজ' করা হচ্ছে। তবে একই সঙ্গে তিনি বলেন, আইন মানার বিষয়ে তাঁদের কোনও আপত্তি নেই। তিনি বলেন, আইন আইনের পথে চলবে। তুঘলকি কমিশনের যেটুকু আইন মানার প্রয়োজন, সেটুকু নিশ্চয়ই মানব। তবে কমিশনকে সতর্ক করে মমতা বলেন, নির্দিষ্ট সীমার বাইরে গেলে 'ছক্কা খেতে হবে'।

ডেডলাইন দিয়েছিল কমিশন
অবশেষে চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ নির্বাচন কমিশনের চাপের মুখে অবশেষে চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে এফআইআর করল রাজ্য। দুই জেলার চার আধিকারিকের বিরুদ্ধে দায়ের করা হয়েছে এফআইআর। বারুইপুর পূর্ব ও ময়নার দুই ইআরও এবং দুই এইআরও-র বিরুদ্ধে এফআইআর

দায়ের হয়েছে। গত বছরের আগস্টে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর পূর্ব এবং পূর্ব মেদিনীপুরের ময়নার ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (ইআরও) ও অ্যাসিস্ট্যান্ট ইলেক্টোরাল রেজিস্ট্রেশন অফিসার (এইআরও)-কে সাসপেন্ড করা হলেও, তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের হচ্ছিল না। এই নিয়ে একাধিকবার নবান্নকে সতর্ক করেছিল কমিশন। তবু নির্দেশ কার্যকর না হওয়ায় ডেডলাইন দেওয়া হয়েছিল। রাজ্যের মুখ্যসচিব নন্দিনী চক্রবর্তীকে দিল্লিতে তলবও করেছিল কমিশন। স্পষ্ট বলা হয়েছিল, মঙ্গলবার বিকেল সাড়ে ৫টার মধ্যে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে তার কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট জমা দিতে হবে। দেখা গেল, ডেডলাইন শেষ হওয়ার মুহূর্তেই নবান্নর তরফে এফআইআর দায়ের করা হল। উল্লেখ্য, উত্তর ২৪ পরগনার বসিরহাট-২ ব্লকের বিডিও সুমিত্র প্রতীম প্রধানের বিরুদ্ধেও অভিযোগ উঠেছে। কমিশনের অনুমতি ছাড়াই 'এসআইআর' চলাকালীন তিনি ১১ জন অতিরিক্ত এইআরও নিয়োগ করেছিলেন বলে অভিযোগ। প্রাথমিক তদন্তের পর তাঁকে সাসপেন্ড করার সুপারিশ করা হলেও, সেই নির্দেশও এখনও কার্যকর হয়নি। কমিশন জানিয়েছে, এই সিদ্ধান্ত অবিলম্বে কার্যকর করতে হবে। ইতিমধ্যে আবার ৭ জন এইআরও-র সাসপেনশন ইস্যু ঘিরে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে উত্তাপ বাড়ছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক তথা সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন, ''লাগামছাড়া ক্ষমতা কাউকেই দেওয়া হয়নি। এইআরও-দের সাসপেন্ড করা হয়েছে আইন মেনেই। ২০০০ সালের সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী এটা করা হয়েছে। এতে সব রাজ্য ও নির্বাচন কমিশন চুক্তিবদ্ধ। যা হয়েছে, আইন মেনেই হয়েছে।'' তিনি জানান, যে ৭ জন এইআরও-কে সাসপেন্ড করা হয়েছে, তাঁরা এসআইআর গাইডলাইন লঙ্ঘন করেছেন। এছাড়া স্পষ্ট করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন-এর সঙ্গে পরামর্শ করেই একমাত্র রাজ্য সরকার এই ৭ জনের সাসপেনশন প্রত্যাহার করতে পারে। অন্য কোনও পদ্ধতি নেই।

ভাঙড়ে ভয়াবহ বিস্ফোরণ!

নিজস্ব প্রতিনিধি, ভাঙড়, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ রাস্তা তৈরির কাজে ব্যবহৃত রাসায়নিকভর্তি ড্রাম ফেটে ভয়াবহ দুর্ঘটনা, জখম চার শিশু। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙড় থানার মধ্য খড়গাছি এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। পুলিশ সূত্রে জানা

গিয়েছে, ঘটকপুকুর থেকে চুটকির মোড় পর্যন্ত প্রায় ৭ কিলোমিটার রাস্তা নির্মাণের কাজ চলছিল। সেই কাজের জন্য রাস্তার ধারে কয়েকটি রাসায়নিকের ড্রাম রাখা ছিল। কীভাবে সেই ড্রামে বিস্ফোরণ ঘটল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও আচমকাই বিকট শব্দে একটি ড্রাম ফেটে যায়। সেই সময় ঘটনাস্থলের কাছেই খেলছিল চার শিশু। বিস্ফোরণে তারা গুরুতর জখম হয়। আহতদের মধ্যে সাদিকুল নামে এক শিশু যন্ত্রণায় ছটফট করতে করতে পাশের একটি পুকুরে ঝাঁপ দেয় বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাই দ্রুত আহত শিশুদের উদ্ধার করে নলমুড়ি ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখান থেকে তাদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় এম আর বাঙুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকেরা। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, বিড়ির আগুন থেকেই এই বিস্ফোরণ ঘটে থাকতে পারে। ঘটনার প্রকৃত কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এআই-ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবা

সংবাদ সংস্থা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে (এআই) হাতিয়ার করে কলকাতা মহানগরীর চিকিৎসা পরিষেবায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হলো। মহানগরীর বুকে প্রথমবার এআই-ভিত্তিক স্বাস্থ্য পরিষেবায় বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করল প্রযুক্তি সংস্থা 'এস আর এম অরনিক এআই টেক প্রাইভেট লিমিটেড'। চিকিৎসক ও ক্লিনিকগুলোর জন্য সংস্থাটি তিনটি পৃথক এআই-চালিত সমাধান প্রকল্প চালু করতে চলেছে। মঙ্গলবার দুপুরে কলকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে এই পরিষেবাগুলোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন সংস্থার সিইও ডা. শতরূপা মণ্ডল ও কো-ফাউন্ডার জ্ঞান শ্রীবাস্তব। সংস্থার দাবি, ছোট-বড় ক্লিনিক কিংবা এককভাবে প্র্যাকটিস করা চিকিৎসকদের দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার কাজ সহজ করতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রথম পরিষেবাঃ'ক্লিনিক প্রো প্লাস', যা একটি এআই-চালিত প্র্যাকটিস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এখানে মাল্টি-ক্লিনিক ইনভেন্টরি, সহজ বিলিং, রেভিনিউ ড্যাশবোর্ড, স্বয়ংক্রিয় রোগী যোগাযোগ এবং গাইডলাইন-ভিত্তিক এআই প্রেসক্রিপশন সহায়তার মতো সব সুবিধাই মিলবে এক প্ল্যাটফর্মে। দ্বিতীয় পরিষেবাঃ 'নাইন্টি নাইন এআই টেক', যা চিকিৎসকদের অনলাইন উপস্থিতি ও রেপুটেশন ম্যানেজমেন্টে সহায়তা করবে। এসইও, মোবাইল-রেসপনসিভ ওয়েবসাইট, স্বয়ংক্রিয় সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবস্থাপনা ও অ্যাপেন্টমেন্ট সিস্টেম এর অন্তর্ভুক্ত। তৃতীয় উদ্যোগঃ 'নাইন্টি নাইন ক্লিনিক্স ডট অনলাইন'-এটি একটি এআই-ম্যানেজড ডাক্তার-রোগী অ্যাগ্রিগেটর প্ল্যাটফর্ম। সংস্থার বক্তব্য, প্রশাসনিক চাপ কমিয়ে চিকিৎসকদের রোগীসেবায় আরও বেশি সময় দেওয়ার সুযোগ করে দিতেই এই ডিজিটাল রূপান্তরের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ তারেক রহমানের, ৩৫ বছর পর পুরুষ রাষ্ট্রনেতা পেল ঢাকা

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান। আজ মঙ্গলবার কিছুক্ষণ আগে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন তাঁকে শপথ পড়ান। জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় এই শপথ অনুষ্ঠান হয়। ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত সরকারে ছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি। ২০ বছর পরে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয় পেয়ে সরকার গঠন করেছে দলটি। বিএনপি সরকারের মন্ত্রিসভায় আছেন ৫০ জন। এর মধ্যে ২৫ জন মন্ত্রী ও ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী। টেকনোক্র্যাট তিনজন। এবারের মন্ত্রিসভায় নতুন মুখ আছে অনেক, যারা আগে কখনও মন্ত্রী বা প্রতিমন্ত্রী হননি। প্রথমবার নির্বাচিত হয়েই মন্ত্রিসভায় জায়গা করে নেওয়া নেতাও আছেন। মন্ত্রীদের ২৫ জনের মধ্যে ১৭ জনই নতুন মুখ। প্রতিমন্ত্রীর মধ্যে ২৪ জনই নতুন। প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানও এবারই প্রথম মন্ত্রিসভার সদস্য হচ্ছেন। জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় মন্ত্রী পরিষদের শপথ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রাজধানী ঢাকা সহ সারা দেশ বিভিন্ন স্থান থেকে বিএনপির বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতাকর্মীর সহ বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ ভিড় জমিয়েছেন। আজ, মঙ্গলবার বেলা আড়াইটার দিকে দেখা যায় বিএনপির নেতাকর্মীরা বিভিন্ন স্থান থেকে স্লোগান মুখে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে জড়ো হতে। মানিক মিয়া সড়ক থেকে শপথ অনুষ্ঠান দেখার জন্য রাখা হয়েছে বেশ কয়েকটি ডিজিটাল ডিসপ্লে ও সাউন্ড বক্স। অন্যদিকে সড়কের আরেক প্রান্তে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য সাজানো হয়েছে মঞ্চ।

শুনানি পর্ব শেষে ১ লক্ষের বেশি নথি আপলোড বাকি

সামনে এল জেলাভিত্তিক তথ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যের এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানি পর্ব শেষ হতেই নতুন করে জটিলতা সামনে এসেছে। বিপুল সংখ্যক ভোটারের নথি এখনও অনলাইনে তোলা হয়নি-এমনই অভিযোগ তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।। এ নিয়ে রাজনৈতিক চাপানউতোরের মধ্যেই সামনে এসেছে জেলাভিত্তিক পরিসংখ্যান। হিসেব অনুযায়ী,

এখনও মোট ১ লক্ষ ১৪ হাজার ৭৭২টি নথি আপলোড বাকি। কয়েকটি জেলায় সংখ্যাটা উদ্বেগজনকভাবে বেশি। কোচবিহারে ১০,৪৭৯, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১০,২৮৫, উত্তর কলকাতায় ১৫,০৩১ এবং উত্তর ২৪ পরগনায় ২০,৭০৭টি নথি এখনও সিস্টেমে তোলা হয়নি। হাওড়াতেও বাকি ১০,৪৯৯। দার্জিলিং, হুগলি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পাঁচ হাজারের বেশি নথি আপলোডের অপেক্ষায়। অন্যদিকে, মালদহ, ঝাড়গ্রাম ও কালিম্পংয়ে আপলোড সংক্রান্ত কোনও অভিযোগ নেই বলেই জানা যাচ্ছে। সূত্রের খবর, ডিইও-দের আগেই জানানো হয়েছিল, কতগুলি নথি 'নোটিফায়েড ডকুমেন্ট' তার পৃথক হিসেব দিতে হবে। হাওড়া সেই নোটিফায়েড নথি জমা দিয়েছে, কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনা থেকে এমন কোনও নথি জমা পড়েনি। কয়েকদিন আগে জাতীয় নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ভার্চুয়াল বৈঠকে সময়সীমার মধ্যে আপলোড প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেন। তবু নির্ধারিত সময়ে কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। নির্বাচন কমিশনের তরফে ইআরও ও এইআরও-দের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল- কোনও আবেদন বাতিল করলে তার নির্দিষ্ট কারণ জানাতে হবে। অভিযোগ উঠেছে, অনেকক্ষেত্রে সেই নিয়ম মানা হয়নি। পাশাপাশি 'ডিসপোজাল' প্রক্রিয়াও মন্থর গতিতে চলছে। কিছু জায়গায় হঠাৎ করে সিস্টেম অচল হয়ে যাওয়ার সমস্যার কথাও সামনে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, শীর্ষ আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী ১৪ তারিখ পর্যন্ত শুনানি চলার কথা থাকলেও, ওই দিন বিকেল ৩টেয় লগ-ইন বন্ধ করে দেওয়া হয়। তাঁর অভিযোগ, লক্ষাধিক আবেদন ইতিমধ্যেই প্রক্রিয়াকরণ হয়ে গিয়েছিল, অথচ সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের আর লগ-ইন করতে দেওয়া হয়নি। ফলে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির কাজ আটকে যায়। এদিকে নির্বাচন কমিশন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল-এর দফতরের কাছে বিস্তারিত রিপোর্ট চেয়েছে। ঠিক কতজনের নথি আপলোড হয়নি, তার সুনির্দিষ্ট পরিসংখ্যান চাওয়া হয়েছে। পাশাপাশি, সময়ের ঘাটতি না প্রশাসনিক ত্রুটি- কোন কারণে এই পরিস্থিতি তৈরি হল, তার ব্যাখ্যাও তলব করা হয়েছে।

বাম আমলের প্রাক্তন মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামীর মেয়ে বিজেপিতে! ২৬-এর ভোটের আগে চমক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণার আগে রাজ্য রাজনীতিতে বড় চমক। বাম আমলের বর্ষীয়ান নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী ক্ষিতি গোস্বামীর মেয়ে কস্তুরী গোস্বামী যোগ দিলেন বিজেপিতে। রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী-র উপস্থিতিতে বিজেপির পতাকা হাতে তুলে নেন কস্তুরী। এদিন তাঁর সঙ্গে আরও যোগ দেন প্রাক্তন এনএসজি কর্তা দীপাঞ্জন চক্রবর্তী এবং অবসরপ্রাপ্ত সিআরপিএফ আধিকারিক বিপ্লব বিশ্বাস। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, কস্তুরীর দিদি বসুন্ধরা গোস্বামী আগেই তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। বর্তমানে তিনি কলকাতা পুরসভার ৯৬ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। অর্থাৎ, বাবা ছিলেন বাম আমলের মন্ত্রী - আর তাঁর দুই কন্যা এখন দুই ভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরে। একজন তৃণমূল, অন্যজন বিজেপিতে। ২০১৯ সালে প্রয়াত হন আরএসপি নেতা ক্ষিতি গোস্বামী। তাঁর মৃত্যুর পর থেকেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা ছিল, পরিবার কোন পথে হাঁটবে। শেষ পর্যন্ত ২০২১ সালের কলকাতা পুরনিগম নির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে জয়ী হন

বসুন্ধরা গোস্বামী। আর এবার বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিতে যোগ দিয়ে নতুন রাজনৈতিক বার্তা দিলেন কস্তুরী। এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে বাম শিবিরে। একজন প্রয়াত বাম নেতার দুই কন্যাই কেন আরএসপি বা বামফ্রন্টে থাকলেন না - তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে। বিশেষ করে ২০২৬ সালের ভোটের আগে এই যোগদান বিজেপির জন্য প্রতীকী গুরুত্ব বহন করছে বলেই মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের। এদিন কস্তুরীর বিজেপিতে যোগদান নিয়ে তাঁর দিদি বলেন, ''এই নিয়ে আমার কিছু বলার নেই। হয়ত কোনও রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল, সেটা পূরণ করার জন্য এরকম পদক্ষেপ করেছে। এটা মানুষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কোন দলকে কে পছন্দ করবে, আমি কী করে বলব?'' বোনের বিজেপিতে যোগদান নিয়ে তাঁর সঙ্গে কি কথা হয়েছিল? বোনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক 'মধুর' নয় বলে স্বীকার করে নিলেন বসুন্ধরা। তিনি বলেন, ''আমরা সহোদরা বটে। কিন্তু, আমার সঙ্গে খুব একটা সদ্ভাব নেই। তাই, আলোচনার কোনও প্রশ্নই নেই। আমার মা-ও জানতেন না।'' বিজেপিতে যোগদান করে কি বাবার ভাবধারা থেকে সরে এলেন? এদিন প্রশ্নের মুখে পড়েন কস্তুরী। তার জবাবে তিনি বলেন, ''একেবারে বাবার ভাবধারাতেই আমি রয়েছি। আমার বাবা চিরকাল প্রতিবাদী ছিলেন। কাজ করার সময় এমন কিছু সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন, যেখানে প্রতিবাদ করার প্রয়োজন হয়েছে। আওয়াজ তোলার প্রয়োজন হয়েছে। বিরোধিতা করার প্রয়োজন হয়েছে। আমি একেবারেই মনে করি, আমি তাঁর উত্তরসূরি। এই মুহূর্তে এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, যেখানে আওয়াজ তোলা প্রয়োজন। প্রতিবাদ প্রয়োজন। শাসককে চিনিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, কোথায় তার ভুল হচ্ছে। একইসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, অনেকেই বাম ছাড়ছেন। প্রতিবাদ করতে গেলে ভারতীয় বাঙালি হিসাবে বিজেপিই দরকার।''

কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য মুখ্যমন্ত্রীর

অরূপ নস্কর,কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ কবি জীবনানন্দ দাশের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার সকালে এক্স মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী জানান, বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর...'রূপসী বাংলার' কবি, জীবনানন্দ দাশের জন্মদিবসে তাঁকে জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা। মঙ্গলবার রাজ্য জুড়ে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হচ্ছে জীবনানন্দ দাশের জন্মবার্ষিকী। গানে ও কবিতায় অগণিত জীবনানন্দ অনুরাগীরা কবিকে স্মরণ করছেন। নানা অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হচ্ছে।

ইসকনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বুধে মায়াপুর সফরে অমিত শাহ

নিজস্ব প্রতিনিধিঃকলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের পশ্চিমবঙ্গে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বুধবার নদিয়ার মায়াপুরে ইসকনের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আসছেন তিনি। মায়াপুরের ইসকনে বুধবার প্রায় দেড় ঘণ্টার কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকবেন অমিত শাহ। ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর মহারাজের ১৫২তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তিনি মায়াপুরে আসছেন।কলকাতা বিমানবন্দর থেকে হেলিকপ্টারে শাহ রওনা দেবেন মায়াপুরের উদ্দেশে। দুপুর আড়াইটা নাগাদ মায়াপুরে তাঁর নামার কথা। হেলিপ্যাড থেকে মন্দির চত্বরে তিনি যাবেন গল্ফ কার্টে। সে পথের দু'পাশে নাম সংকীর্তন হবে। মন্দির চত্বরে শাহকে স্বাগত জানাতে মিনিট পাঁচেকের অনুষ্ঠান থাকছে।

রমজানে মুসলিম খেলোয়াড়দের জন্য ইফতারের বিরতি রাখছে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ

লন্ডন, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ ২০২৪ সালের মতো রমজান উপলক্ষে প্রিমিয়ার লিগ ও ইংলিশ ফুটবল লিগে ম্যাচ চলাকালীন মুসলিম ফুটবলাররা যাতে রোজা ভাঙতে পারেন তার জন্য স্বল্প সময়ের জন্য খেলা বন্ধ ব্যবস্থা রাখা হচ্ছে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ কর্তৃপক্ষ সোমবার এই খবর জানিয়েছে।এই সপ্তাহ থেকেই আরবী রমজান মাস শুরু হচ্ছে। ইসলাম ধর্ম অনুসারীদের জন্য এই মাসজুড়ে রোজা রাখা ফরজ।তবে খেলা মাঝপথে ম্যাচ থামানো হবে না। গোল-কিক, ফ্রি-কিক বা থ্রো-ইনের মতো সুবিধাজনক সময়ে খেলা থামানো হবে। উল্লেখ্য,২০২১ সালে প্রিমিয়ার লিগে মুসলিম খেলোয়াড়দের রোজা ভাঙার সুযোগ দিতে আনুষ্ঠানিকভাবে এই ব্যবস্থা চালু করা হয়।বর্তমানে প্রিমিয়ার লিগে উল্লেখযোগ্য মুসলিম খেলোয়াড়দের মধ্যে রয়েছেন মোহামেদ সালাহ, উইলিয়াম সালিবা, র‍্যান আইত-নৌরি, আমাদ দিয়ালো প্রমুখ।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু এক কনস্টেবলের

পূর্ব বর্ধমান, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হল পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা থানার এক কনস্টেবলের। মৃত কনস্টেবলের নাম বিশ্বজি রায়, বয়স বছর আটচল্লিশ। বাড়ি মেমারি থানা এলাকার বিটরায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার রাতে পেট্রোলিংয়ের গাড়িতে ছিলেন ওই কনস্টেবল। ধাত্রীগ্রামের নবদ্বীপ মোড়ে একটি পেট্রল পাম্পের সামনে তিনি গাড়ি থেকে নামেন। সেখানে এসটিকেকে রোড দিয়ে যাওয়া একটি ট্রাক তাঁকে পিষে দেয়।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তিগুলির মধ্যে একটি হলো আইটি ইন্ডাস্ট্রি ঃঅশ্বিনী বৈষ্ণব

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতের সবচেয়ে বড় শক্তিগুলির মধ্যে একটি হলো আইটি ইন্ডাস্ট্রি। জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। তিনি বলেন, আর যখনই কোনও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন ঘটে, তখন এই পরিবর্তনটি শিল্প, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকারকে যৌথভাবে পরিচালনা করতে হবে। তাই এখন আমরা তিনটি ক্ষেত্রে শিল্প এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করছি। একটি হল বিদ্যমান প্রতিভাদের পুনর্দক্ষতা এবং দক্ষতা বৃদ্ধি করা। দুই, নতুন প্রতিভা তৈরি করা। তৃতীয়ত, নিশ্চিত করা যে ভবিষ্য প্রজন্ম এই নতুন প্রযুক্তির জন্য প্রস্তুত। এই তিনটি জিনিসই সমান্তরালভাবে ঘটছে। এখনও পর্যন্ত, ১০০ টিরও বেশি কলেজ রয়েছে যেখানে আইটি শিল্প তাদের প্রতিভাদের পুনর্দক্ষতা প্রদান করছে।মঙ্গলবার ভারত মন্ডপমে এআই ইন্ডিয়া ইমপ্যাক্ট সামিটের ফাঁকে সাংবাদিক সম্মেলন করে অশ্বিনী বলেন, ভারত শীঘ্রই একটি বৃহৎ কারখানায় মেমোরি চিপগুলির বাণিজ্যিক উপাদন শুরু করবে, শীঘ্রই এর তারিখ ঘোষণা করা হবে। তিনি আরও বলেন, মেমোরি চিপ উৎপাদনে আগ্রহ বাড়ছে এবং সেমিকন ২.০-এর অধীনে, ভারত উচ্চ-ব্যান্ডউইথ মেমোরি আইপি তৈরির জন্য গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে, শীর্ষস্থানীয় গবেষকদের থেকে জোরালোভাবে সম্পৃক্ত হচ্ছে। পারমাণবিক শক্তি এবং দ্বিপাক্ষিক চুক্তি সম্পর্কে নতুন আপডেটগুলি চূড়ান্ত হওয়ার সাথে সাথে ভাগ করা হবে। অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে, ভারতের নতুন প্রজন্মকে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-সক্ষম শিক্ষা প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব, জোর দিয়ে বললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। তিনি বলেন, ভারতের নতুন প্রজন্মকে উৎসাহিত করার জন্য প্রধানমন্ত্রী এআই ইমপ্যাক্ট সামিটের আয়োজন করেছেন এবং তাঁরা এতে অংশগ্রহণ করছেন। শিক্ষায় এআই ব্যবহার করে, কীভাবে আমরা আমাদের ছাত্র, স্কুল এবং শিক্ষকদের এআই ব্যবহার করে শক্তিশালী করতে পারি তা এখন অগ্রাধিকার পেয়েছে। উল্লেখ্য, নতুন দিল্লির ভারত মন্ডপমে চলছে এআই-ইন্ডিয়া ইমপ্যাক্ট সামিট। মঙ্গলবার এই শীর্ষ সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন। এই শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকেই এআই-এর গুরুত্ব তুলে ধরেন ধর্মেন্দ্র প্রধান।

ভারত বিস্তারের উদ্বোধন করে কৃষকদের ক্ষমতায়নে জোর শিবরাজের

জয়পুর, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান মঙ্গলবার রাজস্থানের জয়পুর থেকে কৃষকদের ডিজিটাল সহযোগী 'ভারত বিস্তার'-এর সূচনা করেছেন। এই উদ্যোগের লক্ষ্য কৃষকদের স্মার্ট, ক্ষমতায়িত এবং তথ্য সমৃদ্ধ করা। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে কৃষকরা তাঁদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে একটি মাত্র ফোনেই সমস্ত প্রয়োজনীয় তথ্য পেয়ে যাবেন।কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী এই সূচনাকে কৃষিক্ষেত্রে ডিজিটাল বিপ্লবের দিকে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, এই উদ্যোগ কৃষকদের ফসল-ভিত্তিক বৈজ্ঞানিক পরামর্শমূলক পরিষেবা, মান্ডির দাম এবং আবহাওয়ার তথ্য প্রদান করবে। তিনি আরও বলেন, গ্রামীণ ভারতে ডিজিটাল ভারতের দৃষ্টিভঙ্গি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগটি নির্ণায়ক প্রমাণিত হবে। তিনি আরও বলেন, কৃষকদের আয় বৃদ্ধির জন্য, কেবল কৃষির সঙ্গেই নয়, পশুপালনের সঙ্গেও তাদের সংযুক্ত করা অপরিহার্য, যার জন্য প্রযুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সমবায় মন্ত্রীদের উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় সম্মেলন মন্থন-এর উদ্বোধন অমিত শাহ-র

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা), ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃকেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবার গুজরাটের গান্ধীনগরের মহাত্মা মন্দিরে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমবায় মন্ত্রীদের একটি উচ্চ পর্যায়ের জাতীয় সম্মেলন মন্থন-এর উদ্বোধন করেছেন। সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের সমবায় মন্ত্রীরা, ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে এই বৈঠকে অংশ নিচ্ছেন।দিনব্যাপী বৈঠকে, কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ বিশ্বের বৃহত্তম শস্য সংরক্ষণ পরিকল্পনার আওতায় দুই লক্ষ নতুন বহুমুখী পিএসি প্রতিষ্ঠার অগ্রগতি এবং উন্নত শস্য সংরক্ষণের জন্য আধুনিক গুদামগুলির দেশব্যাপী সম্প্রসারণের পর্যালোচনা করবেন। পিএসি-এর সময়সীমাবদ্ধ কম্পিউটারাইজেশনের পাশাপাশি, রপ্তানি ও বীজের জন্য নবগঠিত জাতীয় সংস্থাগুলিতে রাজ্যগুলিকে একীভূত করার বিষয়েও আলোচনা হবে জানা যায়।

প্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসাবে সৃজনশীল শিল্পঃসংবাদমাধ্যম, বিনোদন, এভিজিসি, গেমিং এবং অরেঞ্জ ইকোনমি

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ অর্থনৈতিক শক্তির কেন্দ্রে সৃজনশীলতাঃপ্রবৃদ্ধির চালিকাশক্তি হিসেবে সৃজনশীল শিল্পএকবিংশ শতাব্দী শিল্পের পাশাপাশি, কল্পনাশক্তির দ্বারাও গঠিত হচ্ছে। অর্থনৈতিক শক্তি এখন আর শুধু কারখানা বা মালবাহী করিডর দিয়ে মাপা হয় না। বৌদ্ধিক সম্পত্তি, ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম এবং সাংস্কৃতিক প্রভাব এখন সমান গুরুত্বপূর্ণ। ধারণা পণ্যের চেয়ে দ্রুত ছড়ায়। বর্ণনা বাজারকে প্রভাবিত করে। সৃজনশীল পরিবেশ ক্রমশ নির্ধারণ করছে বিশ্বমঞ্চে একটি দেশকে কীভাবে দেখা, শোনা এবং গ্রহণ করা হবে। এই প্রেক্ষাপটে সৃজনশীল অর্থনীতি প্রবৃদ্ধির একটি নির্ধারক ক্ষেত্র হিসেবে উঠে এসেছে।সৃজনশীল অর্থনীতির অন্তর্ভুক্ত সেই সব শিল্প যেখানে মূল্য সৃষ্টি হয় মূলত সৃজনশীলতা, সংস্কৃতি, প্রযুক্তি এবং বৌদ্ধিক সম্পত্তি থেকে। এর মধ্যে রয়েছে মিডিয়া ও বিনোদন, অ্যানিমেশন ও ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং, সরাসরি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বৃহৎ পরিসরে সীমান্ত অতিক্রমকারী ডিজিটাল কনটেন্ট প্ল্যাটফর্ম। এগুলি কোনো প্রান্তিক সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড নয়। এগুলি প্রযুক্তিনির্ভর, আন্তর্জাতিকভাবে বাণিজ্যযোগ্য এবং আধুনিক পরিষেবা অর্থনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ।বিশ্বজুড়ে সৃজনশীল শিল্প সাংস্কৃতিক পরিসর থেকে অর্থনৈতিক মূলধারায় প্রবেশ করেছে। বিভিন্ন দেশে এগুলির অবদান মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের ০.৫ শতাংশ থেকে ৭ শতাংশেরও বেশি। সরাসরি বিনোদন শিল্প পর্যটন ও নগর পরিষেবায় উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলে। বিশ্বব্যাপি এই পরিবর্তনের মধ্যে ভারতের সৃজনশীল অর্থনীতি প্রবৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং মূল্য সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হয়ে উঠছে।বৃহৎ পরিসরে ভারতমিডিয়া ও বিনোদন ক্ষেত্রের মূল্য ২০২৪ সালে প্রায় ২.৫ লক্ষ কোটি টাকা। ডিজিটাল মিডিয়া মোট আয়ের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। উপাদন ও বিতরণের ধরণ পরিবর্তিত হচ্ছে।উচ্চ প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রগুলি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে ঃঅ্যানিমেশন ও ভিজ্যুয়াল এফেক্টসঃপ্রায় ১০,৩০০ কোটি টাকাঃগেমিংঃপ্রায় ২৩,২০০ কোটি টাকাঃসরাসরি বিনোদনঃ ১০,০০০ কোটি টাকারও বেশিএই ক্ষেত্র সরাসরি ও পরোক্ষভাবে ১ কোটিরও বেশি মানুষের জীবিকার সঙ্গে যুক্ত।ঃবার্ষিক উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ৩ লক্ষ কোটি টাকা।এই প্রবণতা কেবল একটি ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ নয়। এটি দেখায় যে সৃজনশীলতা এখন কৌশলগত সক্ষমতায় পরিণত হয়েছে এবং বিশ্বমঞ্চে প্রভাব বিস্তারের সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির যোগসূত্র তৈরি করছে।অর্থনৈতিক পরিকাঠামো হিসেবে মিডিয়া ও বিনোদন ভারতের সংবাদমাধ্যম ও বিনোদন ক্ষেত্র স্থিতিশীলভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। ২০২৭ সাল পর্যন্ত প্রতি বছর প্রায় ৭ শতাংশ হারে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। ২০২৪ সালের ২,৫০,২০০ কোটি টাকা থেকে ২০২৭ সালে প্রায় ৩,০৬,৭০০ কোটি টাকায় পৌঁছাতে পারে। পরিষেবা অর্থনীতিতে এই ক্ষেত্র একটি স্থায়ী প্রবৃদ্ধির উৎস হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।এভিজিসি - এক্সআর ঃডিজিটাল সৃজনশীলতা ও উদ্ভাবনের চালিকাশক্তিঃ অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, গেমিং, কমিকস এবং এক্সটেন্ডেড রিয়ালিটি একত্রে এভিজিসি-এক্সআর নামে পরিচিত। এটি সৃজনশীল অর্থনীতির সবচেয়ে প্রযুক্তিনির্ভর ক্ষেত্র। প্রতিটি বৃহ ভিজ্যুয়াল প্রযোজনা, ভার্চুয়াল গেম বা ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডিজিটাল অভিজ্ঞতার পিছনে শিল্পী, প্রোগ্রামার, ডিজাইনার ও প্রকৌশলীদের সমন্বিত কাজ রয়েছে। এই শিল্পগুলি উন্নত গণনাশক্তি, বাস্তবসময়ের রেন্ডারিং এবং ডিজিটাল উৎপাদন প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল। চলচ্চিত্র, স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্ম, বিজ্ঞাপন এবং ভার্চুয়াল প্রযোজনায় এগুলির ব্যাপক ব্যবহার হচ্ছে।গেমিং এখন দৈনন্দিন জীবনের একটি প্রধান ডিজিটাল মাধ্যম। অ্যানিমেশন ও ভিজ্যুয়াল এফেক্টস আন্তর্জাতিক বিনোদনের দৃশ্যভাষা গড়ে তুলছে। এই ক্ষেত্রগুলি সৃজনশীলতাকে বৌদ্ধিক সম্পত্তিতে রূপান্তর করছে এবং বিশ্বব্যাপী সৃজনশীল অর্থনীতির পরবর্তী পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে।অ্যানিমেশন, ভিজ্যুয়াল এফেক্টস, কমিকস ও এক্সআর ভারতের এই ক্ষেত্র এখন আন্তর্জাতিকভাবে সংযুক্ত একটি উপাদনভিত্তি। ভারতীয় দল আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র, স্ট্রিমিং কনটেন্ট, বিজ্ঞাপন এবং ভার্চুয়াল অভিজ্ঞতা তৈরিতে কাজ করছে। প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও সৃজনশীল আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পেয়েছে।একটি শক্তিশালী ও বহুস্তরীয় দক্ষ জনবল এই সম্প্রসারণকে সমর্থন করছে। অভিজ্ঞ পেশাদাররা জটিল আন্তর্জাতিক প্রকল্প পরিচালনা করছেন। বৃহৎ মধ্যস্তরের কর্মীবাহিনী উৎপাদনের ধারাবাহিকতা বজায় রাখছে। ফলে ভারত একটি নির্ভরযোগ্য অন্তর্জাতিক অংশীদার হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গেমিং গেমিং ভারতের ডিজিটাল পরিবর্তনের অন্যতম দৃশ্যমান প্রকাশ। মহানগর থেকে ছোট শহর - সব জায়গায় প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ মানুষ অনলাইনে যুক্ত হচ্ছে। মোবাইল ফোন একই সঙ্গে বিনোদন ও সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম হয়ে উঠেছে। ডিজিটাল প্রজন্মের কাছে গেমিং দৈনন্দিন জীবনের অংশ।এই ব্যাপক অংশগ্রহণ বাজার সম্প্রসারণে রূপান্তরিত হয়েছে। ব্যবহারকারীর সংখ্যা, আয়ের বৃদ্ধি, দেশীয় স্টুডিও-র বিস্তার এবং আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে সংযোগ গেমিংকে একটি সুসংগঠিত ডিজিটাল শিল্পে পরিণত করছে।নীতি ও প্রতিষ্ঠানঃ ভঃএভিজিসি - এক্সআর পরিবেশের কাঠামোএই ক্ষেত্রে ভারতের উদ্যোগ কেবল শিল্প গড়ে তোলার জন্য নয়। তরুণ ডিজাইনার, অ্যানিমেটর, প্রোগ্রামার ও গল্পকারদের জন্য স্থায়ী পেশার পথ তৈরি করা হচ্ছে। জাতীয় পর্যায়ে একটি পরিকল্পনা দক্ষতা উন্নয়ন, মৌলিক বৌদ্ধিক সম্পত্তি সৃষ্টি, শিল্প সহযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করছে। আগামী দশকে প্রায় ২০ লক্ষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা রয়েছে।এই উদ্যোগের কেন্দ্রে রয়েছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ক্রিয়েটিভ টেকনোলজিস। এটি এভিজিসি - এক্সআর ও গেমিং ক্ষেত্রের জন্য জাতীয় উৎকর্ষ কেন্দ্র। এখানে প্রশিক্ষণ, উন্নত পরিকাঠামো এবং শিল্প সহযোগিতা একত্রে পাওয়া যায়। দেশজুড়ে প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা এবং আঞ্চলিক কেন্দ্রও গড়ে উঠছে। বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ, মুম্বই, পুনে, চেন্নাই এবং তিরুবনন্তপুরম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। নতুন শহরগুলিতেও সৃজনশীল ক্লাস্টার তৈরি হচ্ছে। ফলে, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিভা এই অর্থনীতিতে অংশগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে। সরাসরি বিনোদন ও অভিজ্ঞতাভিত্তিক অর্থনীতি ভারতের সরাসরি বিনোদন ক্ষেত্র এখন বড় আকারের সামাজিক অভিজ্ঞতার অংশ। স্টেডিয়াম অনুষ্ঠান, সঙ্গীত উৎসব এবং বৃহৎ সমাবেশ শহরের অর্থনীতিকে সক্রিয় করে। দর্শকের অংশগ্রহণনির্ভর একটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে।ভঃআন্তর্জাতিক শিল্পী এবং দেশীয় শিল্পীরা নিয়মিত বিভিন্ন শহরে অনুষ্ঠান করছেন। মুম্বই, দিল্লি, বেঙ্গালুরু, হায়দরাবাদ এবং আহমেদাবাদ প্রধান কেন্দ্র। বৃহৎ স্টেডিয়াম থেকে আধুনিক অনুষ্ঠানস্থল - সবই এই বৃদ্ধিকে সমর্থন করছে।এই ক্ষেত্র পর্যটন বাড়ায়, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে এবং শহুরে অর্থনীতিকে শক্তিশালী করে।অরেঞ্জ ইকোনমিঃ নীতি, প্ল্যাটফর্ম ও আন্তর্জাতিক সংযোগঃ অরেঞ্জ ইকোনমি সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতাকে অর্থনৈতিক সম্পদ হিসাবে বিবেচনা করে। সাংস্কৃতিক শিল্প, সৃজনশীল পরিষেবা, ঐতিহ্যভিত্তিক কার্যক্রম এবং অভিজ্ঞতানির্ভর ক্ষেত্র এর অন্তর্ভুক্ত। এগুলি কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে, রপ্তানি বাড়ায় এবং নগর অর্থনীতিকে সমর্থন করে।ভারতের ক্ষেত্রে এটি দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে অর্থনৈতিক সুযোগে রূপান্তরিত করে এবং আন্তর্জাতিক পরিচিতি বাড়ায়।প্ল্যাটফর্ম ও বাজারে প্রবেশসৃজনশীল উদ্যোগকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পৌঁছাতে বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। সৃষ্টিশীল ব্যক্তিদের বিনিয়োগকারী, প্রযোজক এবং আন্তর্জাতিক দর্শকের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে।ওয়ার্ল্ড অডিও ভিজ্যুয়াল অ্যান্ড এন্টারটেইনমেন্ট সামিট এই ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ। এখানে সৃষ্টিশীল ব্যক্তি, উদ্যোগ এবং নীতিনির্ধারকরা একত্রিত হন। ওয়েভ-এক্স স্টার্ট-আপ উন্নয়নে সহায়তা করে। ওয়েভস বাজার স্ক্রিপ্ট, সঙ্গীত, কমিকস এবং অডিও-ভিজ্যুয়াল বা দৃশ্য-শ্রাব্য অধিকারের বাজার হিসেবে কাজ করে।ক্রিয়েট ইন ইন্ডিয়া চ্যালেঞ্জ নতুন প্রতিভা চিহ্নিত করে এবং আন্তর্জাতিক প্ল্যাটফর্মের সঙ্গে যুক্ত করে।শিক্ষা, দক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিসৃজনশীল অর্থনীতির সম্প্রসারণের জন্য শিক্ষা ও দক্ষতা উন্নয়নে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। বিদ্যালয় স্তর থেকে বিশেষ প্রশিক্ষণ পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক ব্যবস্থা তৈরি করা হচ্ছে।আইআইসিটি শিল্প-সম্মত প্রশিক্ষণ, স্টার্ট-আপ সহায়তা এবং উন্নত প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো প্রদান করছে।দেশের ১৫,০০০ মাধ্যমিক স্তরের বিদ্যালয় এবং ৫০০-টি কলেজে AVGC কনটেন্ট ক্রিয়েটর ল্যাব স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে প্রায় ২০ লক্ষ দক্ষ পেশাজীবীর প্রয়োজন হবে বলে অনুমান।কৌশলগত ভবিষ্যৎ সৃজনশীল শক্তির পরবর্তী দশক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রযুক্তি কেন্দ্র, চলচ্চিত্র প্রযোজনা, অনুষ্ঠান এবং ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম - সব মিলিয়ে একটি নতুন সৃজনশীল পরিবেশ তৈরি হচ্ছে। সৃষ্টিশীলতা এখন কর্মসংস্থান, উদ্যোগ এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারিত্বের ভিত্তি হয়ে উঠছে।এর প্রভাব ইতিমধ্যেই দৃশ্যমান। তরুণ শিল্পীরা আন্তর্জাতিক প্রকল্পে কাজ করছেন। স্টার্ট-আপগুলি সীমান্ত অতিক্রম করে দর্শকের কাছে পৌঁছাচ্ছে। শহরগুলি আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করছে।দক্ষতা, প্ল্যাটফর্ম এবং প্রতিষ্ঠানে ধারাবাহিক বিনিয়োগে সৃজনশীলতাকে স্থায়ী অর্থনৈতিক শক্তিতে রূপান্তর করবে। বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতা এখন সংস্কৃতি, কনটেন্ট এবং ডিজিটাল ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল। ভারত সৃজনশীল অর্থনীতিকে কৌশলগত সক্ষমতা হিসাবে গড়ে তুলছে এবং আগামী দশকে এটিকে প্রবৃদ্ধি ও আন্তর্জাতিক অংশগ্রহণের অন্যতম চালিকাশক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করছে।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি পর্যালোচনায় তিন দিনের অসম সফরে নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ

গুয়াহাটি, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ আসন্ন অসম বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের পূর্ণাঙ্গ বেঞ্চ গত সোমবার গুয়াহাটি এসেছে। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের নেতৃত্বে তিন দিনের এই সফর শুরু হয়েছে।দলটিতে রয়েছেন অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার সুখবীর সিং সাঁধু এবং ড. বিবেক জোশি। গুয়াহাটি পৌঁছেলে তাঁদের স্বাগত জানান অসমের মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক অনুরাগ গোয়েল।সরকারি সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার কমিশনের প্রতিনিধি দলটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ, জ্যেষ্ঠ নির্বাচন আধিকারিক এবং রাজ্যের নিয়ন্ত্রক সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেছে। জেলা নির্বাচন আধিকারিক এবং পুলিশ সুপাররাও নির্বাচন সংক্রান্ত প্রস্তুতি ও তৃণমূল স্তরের পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করেছেন।এছাড়া কমিশন মুখ্যসচিব, গৃহসচিব, পুলিশের মহাপরিদর্শক, মুখ্য নির্বাচন আধিকারিক, পুলিশ নোডাল অফিসার সহ অন্যান্য শীর্ষ রাজ্য আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে নিরাপত্তা, লজিস্টিক ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক প্রস্তুতি পর্যালোচনা করেছেন।প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার এবং দুই নির্বাচন কমিশনার ১৮ ফেব্রুয়ারি সফরের শেষ দিন সংবাদ মাধ্যমের সঙ্গে কথা বলবেন বলে জানা গেছে।১২৬ সদস্য বিশিষ্ট অসম বিধানসভার নির্বাচন মার্চ কিংবা এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বর্তমান বিধানসভার মেয়াদ আগামী ২০ মে শেষ হবে।

সুকমায় ২২ জন মাওবাদীর আত্মসমর্পণ

সুকমা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মঙ্গলবার ছত্তিশগড়ের সুকমায় ২২ জন মাওবাদী আত্মসমর্পণ করেছেন। আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে একজন মহিলা মাওবাদীও রয়েছেন বলে জানা গেছে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি মাওবাদী সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রোহিত শাহ এই বিষয়ে জানিয়েছেন। তিনি বলেন, আত্মসমর্পণকারী মাওবাদীদের সরকারের পুনর্বাসন প্রকল্পের মাধ্যমে ৫০ হাজার টাকা করে আর্থিক সহাযতা দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, আগামী সময়ে অন্যান্য সরকারি প্রকল্পের সুবিধাও দেওয়া হবে।অতিরিক্ত পুলিশ সুপার রোহিত শাহ এও বলেন, জেলায় ধারাবাহিকভাবে নকশাল-বিরোধী অভিযান পরিচালিত হচ্ছে। এর ফলে মাওবাদী সংগঠন প্রায় নির্মূল হয়ে গেছে। প্রত্যন্ত বনাঞ্চলেও উন্নয়নমূলক কাজ করা হচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে ছত্তিশগড় সরকারের তরফে নকশালদের জন্য আত্মসমর্পণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প। সেটি বাস্তবায়নের জন্য সুকমা পুলিশ সচেষ্ট। পুলিশের প্রভাবে মাওবাদী সংগঠন এখানে ক্রমশই কোনঠাসা হয়ে পড়ছে।

ইউরোপের দরজা খুলে দিল দিল্লিঃভারত-ইইউ মুক্তবাণিজ্য চুক্তিতে বিশ্ব অর্থনীতিতে নতুন শক্তির সমীকরণ

নয়াদিল্লি(সংবাদ সংস্থা)ঃ১৬তম ভারত-ইইউ শীর্ষ সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডের লেইন যৌথভাবে ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়ন মুক্তবাণিজ্য চুক্তির সমাপ্তির ঘোষণা করেছেন। এই ঘোষণা কেবল একটি বাণিজ্যিক সমঝোতার পরিসমাপ্তি নয়, বরং দুই বৃহ অর্থনীতির মধ্যে দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনার এক ঐতিহাসিক মাইলফলক। ভারত বর্তমানে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম অর্থনীতি এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি। বিশ্ব জিডিপির প্রায় ২৫ শতাংশ এবং বৈশ্বিক বাণিজ্যের এক-তৃতীয়াংশ এই দুই অংশীদারের নিয়ন্ত্রণে। ফলে এই চুক্তি স্বাভাবিকভাবেই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মানচিত্রে গভীর প্রভাব ফেলতে চলেছে।২০২২ সালে আলোচনার পুনরারম্ভের পর একাধিক দফা বৈঠক, মতবিনিময় এবং নীতিগত সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে এই এফটিএ চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। চুক্তিটি একটি ভারসাম্যপূর্ণ, আধুনিক এবং নিয়মভিত্তিক অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার প্রতিশ্রুতি বহন করে। উন্মুক্ত বাজার, বাণিজ্যিক পূর্বানুমানযোগ্যতা এবং টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে দুই পক্ষই রাজনৈতিক সদিচ্ছার পরিচয় দিয়েছে।পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ভারত ও ইইউ-র মধ্যে পণ্য বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৩৬.৫৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এর মধ্যে ভারতের রপ্তানি ৭৫.৮৫ বিলিয়ন ডলার এবং আমদানি ৬০.৬৮ বিলিয়ন ডলার। একই সময়ে পরিষেবা বাণিজ্য পৌঁছেছে ৮৩.১০ বিলিয়ন ডলারে। এই প্রেক্ষাপটে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি বাণিজ্যের পরিসর আরও বিস্তৃত করবে বলেই মনে করা হচ্ছে।এই এফটিএ-র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হল ইইউ বাজারে ৯৯ শতাংশেরও বেশি ভারতীয় রপ্তানির অগ্রাধিকারমূলক প্রবেশাধিকার। বস্ত্র, পোশাক, চামড়া, পাদুকা, সামুদ্রিক পণ্য, রত্ন ও অলংকার, হস্তশিল্প এবং ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের মতো শ্রম-নিবিড় ক্ষেত্রগুলিতে শুল্ক প্রায় ১০ শতাংশ থেকে শূন্যে নামিয়ে আনা হবে। ফলে প্রায় ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের রপ্তানির নতুন সম্ভাবনা উন্মোচিত হবে। এই পদক্ষেপ ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প, কারিগর, মহিলা ও যুব কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থানের নতুন দিগন্ত খুলে দেবে এবং ' মেক ইন ইন্ডিয়া' উদ্যোগকে শক্তিশালী করবে।অটোমোবাইল ক্ষেত্রেও একটি কোটাভিত্তিক উদারীকরণ প্যাকেজ গৃহীত হয়েছে। এর ফলে উচ্চমূল্য বিভাগের ইউরোপীয় গাড়ি ভারতে প্রবেশের সুযোগ পাবে, পাশাপাশি ভারতীয় নির্মাতাদের জন্যও ইউরোপীয় বাজারে প্রবেশের পথ প্রশস্ত হবে। প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা এবং প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ভারতীয় ভোক্তারা উপকৃত হবেন।কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্য ক্ষেত্রেও এই চুক্তি নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করবে। চা, কফি, মশলা, তাজা ফল ও শাকসবজি এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্যের প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়বে। একই সঙ্গে ভারত সংবেদনশীল কৃষিপণ্য ও দুগ্ধখাতকে সুরক্ষিত রেখেছে, যাতে দেশীয় কৃষকের স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে। রপ্তানি বৃদ্ধির সঙ্গে জাতীয় অগ্রাধিকারের ভারসাম্য রক্ষা করার এই কৌশল চুক্তিটিকে আরও গ্রহণযোগ্য করেছে।পরিষেবা ক্ষেত্র, যা দুই অর্থনীতির দ্রুতবর্ধনশীল অংশ, এই চুক্তিতে বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। তথ্যপ্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তিনির্ভর পরিষেবা, শিক্ষা, আর্থিক পরিষেবা, পর্যটন ও নির্মাণসহ একাধিক ক্ষেত্রে ভারতীয় পরিষেবা প্রদানকারীরা ইউরোপীয় বাজারে অধিকতর প্রবেশাধিকার পাবেন। ইইউ ১৪৪টি উপখাতে ভারতীয় পরিষেবাকে স্বাগত জানিয়েছে, অন্যদিকে ভারতও ১০২টি ক্ষেত্রে ইউরোপীয় পরিষেবার জন্য বাজার উন্মুক্ত করেছে। এতে পারস্পরিক বিনিযোগ ও প্রযুক্তি বিনিময়ের সুযোগ বাড়বে।চুক্তির আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ব্যবসায়িক গতিশীলতার কাঠামো। স্বল্পমেয়াদি ও অস্থায়ী ভ্রমণ, ইনট্রা-কর্পোরেট ট্রান্সফার এবং কনট্রাকচুয়াল সার্ভিস সাপ্লায়ারদের জন্য সহজতর প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। দক্ষ ও আধা-দক্ষ ভারতীয় পেশাদারদের জন্য এটি আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থানের নতুন পথ খুলে দেবে। শিক্ষার্থী ও পেশাজীবীদের সামাজিক সুরক্ষা এবং অধ্যয়ন-পরবর্তী কাজের সুযোগও চুক্তির আওতায় সুরক্ষিত হয়েছে।বৌদ্ধিক সম্পত্তি সুরক্ষা, ডিজিটাল বাণিজ্য, এসএমই সহযোগিতা এবং অ-শুল্ক বাধা মোকাবেলায় স্বচ্ছ নিয়ন্ত্রক কাঠামো এই এফটিএ-কে সমসাময়িক ও দূরদর্শী করে তুলেছে। পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও সেমিকন্ডাক্টরের মতো ভবিষ্যতমুখী ক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্ভাবনাও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।ভারত ও ২৭ সদস্যের ইউরোপীয় ইউনিয়নের এই ঐতিহাসিক সমঝোতা কেবল বাণিজ্য বৃদ্ধির উপায় নয়, বরং একটি কৌশলগত অংশীদারিত্বের ভিত্তি। বিকশিত ভারত ২০৪৭ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এই চুক্তি ভারতকে একটি বিশ্বস্ত, উদ্ভাবনমুখী ও গতিশীল অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করবে। দৃঢ় তত্ত্বাবধান, পারস্পরিক আস্থা এবং ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি নিয়ে ভারত-ইইউ মুক্তবাণিজ্য চুক্তি বিশ্ব বাণিজ্য ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

রাশিফল

মেষঃ একটি স্বাভাবিক দিন, যেখানে জীবনের বিভিন্ন দিকের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে। চারপাশের মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিছু অসুবিধা হতে পারে। কিছুটা উদ্বিগ্ন বোধ করতে পারেন, যা চিন্তাভাবনাকে অস্পষ্ট করে তুলবে। এটি অন্যদের প্রতি সহানুভূতি দেখানোর এবং তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করার সময়।
বৃষঃআপনার কাজ করে দেবার জন্য অন্যকে চাপ দেবেন না এবং বাধ্যও করবেন না। বিবাহের যোগ হবে।
মিথুনঃ আজকের দিনটি মিথুন রাশির জন্য খুব ভাল হতে চলেছে। ব্যক্তিত্বে একটি নতুন উজ্জ্বলতা আসবে এবং তাঁরা আরও আত্মবিশ্বাসী বোধ করবেন।
কর্কট রাশি ঃ দ্বন্দ্ব এড়িয়ে চলুন কারণ এটি আপনার অসুস্থতা বাড়িয়ে তুলতে পারে। আপনি আজ আর্থিক সুবিধাগুলি অর্জনের খুব সম্ভাবনা থাকলেও আপনাকে অবশ্যই অনুদান দিতে হবে, কারণ এটি মানসিক শান্তি অর্জন করবে।
সিংহঃ রাশির জন্য একটি দুর্দান্ত দিন। অসাধারণ শক্তি এবং ইতিবাচকতা সর্বত্র সুখ ছড়িয়ে দেবে। আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে, যা সমাজে একজন অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যক্তিত্ব করে তুলবে। এই দিন ঘনিষ্ঠ সম্পর্কগুলি উপভোগ করুন এবং সেইগুলিকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করুন। সংসারে শান্তি আসবে
কন্যা ঃ জীবনের ব্যাপারে উদার মানসিকতা তৈরী করুন। আপনার বর্তমান অবস্থা নিয়ে অভিযোগ করে বা মন খারাপ করে লাভ নেই। এরফলে দৈনন্দিন জীবনের সুগন্ধ নষ্ট হয়ে যায় এবং জীবনে বেঁচে থাকার আশাকেও নষ্ট করে দেয়।
তুলাঃ খুব ভাল দিন, বিশেষ করে সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে। এই দিন প্রিয়জনদের সঙ্গে সময় কাটাতে খুব আগ্রহী বোধ করবেন। সম্পর্ক শক্তিশালী করার জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সময়।
বৃশ্চিকঃকাজের ফাঁকে ফাঁকে আরাম করার এবং রাত গভীর করা এড়াতে চেষ্টা করুন। নিজের জন্য অর্থ সাশ্রয়ের আপনার ধারণাটি আজ সম্পন্ন হতে পারে। আজ আপনি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে সক্ষম হবেন। বিদেশ যাত্রা শুভ দিন হবে
ধনুঃ ধনু রাশির মিশ্র অভিজ্ঞতা হবে। চারপাশের মানুষের কাছ থেকে কিছু অজানা উত্তেজনার মুখোমুখি হতে পারেন। এই সময়টি কিছু উদ্বেগ বয়ে আনতে পারে। মানসিক শক্তি জোরাল থাকা সত্ত্বেও সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কে কিছুটা অস্বস্তি বোধ করতে পারেন। শুভদিন
মকরঃ যদি আপনি একটি দীর্ঘ যাত্রায় যাবার পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার স্বাস্থ্য এবং শক্তি সংরক্ষণের অভ্যাস অত্যন্ত উপকারী প্রমাণিত হবে। আর্থিক উন্নতি হতে পারে ।
কুম্ভঃ স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। আজ, আপনি আপনার ভাই বা বোনের সাহায্য থেকে সুবিধা পেতে পারেন। আপনার খামখেয়ালী ব্যবহার সত্ত্বেও স্ত্রী সহযোগী হবেন।
মীন ঃমিশ্র অভিজ্ঞতা হবে। অভ্যন্তরীণ অনুভূতি এবং কিছু অনিশ্চয়তা ঘিরে থাকতে পারে, যা উদ্বিগ্ন করে তুলতে পারে। নিজেকে বোঝার এবং চিন্তাভাবনা স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করার সময়। যদি নিজের অনুভূতি প্রকাশ করতে দ্বিধাগ্রস্ত থাকেন, তাহলে এই দিনই চিন্তাভাবনা ভাগ করে নেওয়ার চেষ্টা করুন। এই সময়টি আত্ম-সমালোচনা গুরুত্বপূর্ণ। মনে রাখবেন, প্রতিটি চ্যালেঞ্জই নতুন শিক্ষা দেয়। এই দিনটি নিজেকে আরও ভাল ভাবে বুঝতে সাহায্য করতে পারে। বিবাহের যোগ হতে পারে আজকে। সংসারে শান্তি হবে

আবহাওয়া

ফাল্গুন পড়তেই শীত কার্যত বিদায় নিয়েছে। কলকাতায় দিনের তাপমাত্রা প্রায় ৩০ ডিগ্রি ছুঁই ছুঁই। সোমবার রাতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা উঠেছিল ১৭ ডিগ্রির কাছাকাছি। বুধ-বৃহস্পতিবারের মধ্যে দিন ও রাত-দুইয়েরই তাপমাত্রা আরও বাড়বে বলে ইঙ্গিত আবহাওয়া দফতরের। যদিও, মঙ্গলবার সকালেও কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল স্বাভাবিকের নীচেই। এদিন মহানগরীর নূন্যতম তাপমাত্রা ছিল ১৭.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৫ ডিগ্রি কম। আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, দক্ষিণ ও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলার আবহাওয়া আপাতত শুষ্ক থাকবে। বাড়বে দিন ও রাতের তাপমাত্রা।আপেক্ষিক আর্দ্রতা৮২ শতকরা এবং ৩৫শতকরা হবে। বৃষ্টিপাত হয়নি

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫০মিনিট এবং রাত ০৯মিনিট । **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫০মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মিনিট। সূর্যঃউদয় হবে ঃ সকাল ৬টা ১০মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজকে ৫টা ৩১মিনিটে

ডব্লুবিসিএস পদোন্নতিতে নতুন নীতি, প্রশাসনে শৃঙ্খলা আনতে কুড়ি শতাংশ অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি-নবান্নর

সুমন বিশ্বাস, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রশাসনিক কাঠামোকে আরও সুসংহত ও কার্যকর করতে রাজ্য সরকার ডব্লুবিসিএস আধিকারিকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট ও বাধ্যতামূলক নিয়ম বেঁধে দিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরহিত্যে আজ নবান্নে অনুষ্ঠিত রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব অনুমোদিত হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ডব্লুবিসিএস আধিকারিকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে কোনও নির্দিষ্ট ধাপ নির্ধারিত ছিল না-এই অভিযোগের অবসান ঘটিয়ে এবার পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হল, কীভাবে এক ধাপ থেকে অন্য ধাপে উঠবেন আধিকারিকরা। বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, এখন থেকে নবনিযুক্ত ডব্লুবিসিএস আধিকারিকদের প্রথমে দু'বছর প্রবেশনারি পর্যায়ে থাকতে হবে। সেই সময় তাঁদের বিভিন্ন প্রশাসনিক দপ্তরে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হবে এবং মাঠপর্যায়ে প্রশাসনের বাস্তব চিত্র বোঝার সুযোগ থাকবে। এরপর টানা তিন বছর ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক বা বিডিও হিসেবে কাজ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। এই পাঁচ বছরের নির্দিষ্ট অভিজ্ঞতার পরই তাঁরা মহকুমা শাসক বা এসডিও পদে উন্নীত হওয়ার যোগ্য হবেন। মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেন, রাজ্য পুলিশের ক্ষেত্রে বহুদিন ধরেই এমন একটি নির্দিষ্ট পদোন্নতির কাঠামো চালু রয়েছে। কিন্তু ডব্লুবিসিএস আধিকারিকদের ক্ষেত্রে এতদিন সেই ধরনের বাধ্যতামূলক নিয়ম ছিল না। ফলে অনেক সময় দেখা গিয়েছে, মাঠপর্যায়ের পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতা ছাড়াই কেউ উচ্চপদে দায়িত্ব পেয়ে যাচ্ছেন। প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াতে এবং প্রত্যেক স্তরে বাস্তব অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করতে এই নতুন নীতি কার্যকর করা হল। প্রশাসনিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্তের ফলে ডব্লুবিসিএস কাঠামোয় এক ধরনের শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হবে। বিডিও পদটি মূলত গ্রামীণ প্রশাসনের মেরুদণ্ড। উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থার

সঙ্গে সমন্বয়, জনসাধারণের অভিযোগ নিষ্পত্তি-এই সব ক্ষেত্রেই বিডিওদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। ফলে ভবিষ্যতে যারা মহকুমা শাসকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদে বসবেন, তাঁদের জন্য এই অভিজ্ঞতা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। নতুন নিয়মে সেই বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হল। মঙ্গলবারের বৈঠকে শুধু পদোন্নতির নিয়মই নয়, প্রশাসনিক সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সামাজিক মাধ্যমে জানান, রাজ্য সরকারের গঠিত নয়টি সার্ভিসে বিভিন্ন বেতনস্তরের ক্ষেত্রে কুড়ি শতাংশ অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি করা হয়েছে। এই অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির মাধ্যমে একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে, তেমনই প্রশাসনিক চাপও কিছুটা কমবে বলে মনে করা হচ্ছে। নবান্ন সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন দপ্তরে শূন্যপদ থাকা এবং কাজের চাপ বেড়ে যাওয়ার কারণে কর্মীদের উপর অতিরিক্ত চাপ পড়ছিল। অনেক ক্ষেত্রেই একটি পদে একজনের বদলে একজনকেই একাধিক দায়িত্ব সামলাতে হচ্ছিল। এই পরিস্থিতিতে অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি প্রশাসনের গতিশীলতা বাড়াবে বলেই আশা করা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, শুধু ওই নয়টি সার্ভিস নয়, রাজ্য সরকারের গঠিত অন্যান্য সার্ভিসেও প্রয়োজন অনুসারে অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির প্রস্তাবে নীতিগত অনুমতি দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনিক বিশেষজ্ঞদের মতে, রাজ্য সরকারের এই পদক্ষেপ দ্বিমুখী ফল দিতে পারে। একদিকে কর্মীদের মধ্যে পদোন্নতির সুযোগ বৃদ্ধি পাবে, অন্যদিকে তরুণ প্রার্থীদের জন্য নতুন নিয়োগের সম্ভাবনাও তৈরি হবে। রাজ্য সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই নিয়োগের প্রশ্নে বিতর্ক ও চাপানউতোর চলছিল। সেই প্রেক্ষাপটে অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও আজকের বৈঠকে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারের অন্যান্য দপ্তরে সব ক্যাডারের পদোন্নতির বিষয়ে একটি সুসংহত নীতি প্রণয়নের লক্ষ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। তাঁদের দায়িত্ব হবে প্রতিটি ক্যাডারের পদোন্নতি সংক্রান্ত বর্তমান অবস্থা, সমস্যা এবং সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা। সব দিক পর্যালোচনা করে তারা একটি পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট জমা দেবে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, কমিটির রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর তা নিয়ে মন্ত্রিসভায় বিস্তারিত আলোচনা হবে এবং প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। প্রশাসনের সব স্তরে স্বচ্ছতা ও সমতা বজায় রাখতেই এই উদ্যোগ বলে তিনি উল্লেখ করেন। দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন দপ্তরের কর্মীরা পদোন্নতি সংক্রান্ত অস্পষ্টতা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। এই কমিটি সেই অস্পষ্টতা দূর করতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। নবান্ন সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, এদিনের বৈঠকে শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রেও একাধিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। বেশ কয়েকটি শিল্প সংস্থাকে জমি বরাদ্দ দেওয়ার বিষয়ে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। যদিও কোন কোন সংস্থা বা কোথায় জমি দেওয়া হবে সে বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য এখনও প্রকাশ করা হয়নি, তবে প্রশাসনিক মহলের মতে, এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের শিল্প বিনিয়োগের পরিবেশকে আরও শক্তিশালী করবে। গত কয়েক বছরে রাজ্য সরকার শিল্প আকর্ষণে বিশেষ জোর দিয়েছে। বিভিন্ন শিল্প সম্মেলন, বিনিয়োগ আহ্বান এবং অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। জমি বরাদ্দের সিদ্ধান্ত সেই ধারাবাহিকতারই অংশ। শিল্প স্থাপনের ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে বলে আশা করা হচ্ছে। সমগ্র সিদ্ধান্তগুলির দিকে তাকালে বোঝা যায়, রাজ্য সরকার একযোগে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি এবং শিল্পোন্নয়নের দিকগুলিকে গুরুত্ব দিচ্ছে। ডব্লুবিসিএস আধিকারিকদের পদোন্নতির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট ধাপ নির্ধারণ যেমন প্রশাসনিক দক্ষতা বাড়াবে, তেমনই অতিরিক্ত পদ সৃষ্টি ও শিল্প সংস্থাকে জমি বরাদ্দ রাজ্যের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন গতি আনতে পারে। রাজনৈতিক মহলেও এই সিদ্ধান্তগুলিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। একদিকে প্রশাসনিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা, অন্যদিকে উন্নয়ন ও বিনিয়োগের বার্তা দেওয়া-দুই ক্ষেত্রেই আজকের মন্ত্রিসভার বৈঠক একটি স্পষ্ট দিকনির্দেশ দিয়েছে। বিশেষ করে ডব্লুবিসিএস আধিকারিকদের ক্ষেত্রে দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তার অবসান ঘটিয়ে একটি সুসংহত নিয়ম প্রবর্তন ভবিষ্যতে প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে আরও পরিপক্কতা আনবে বলেই মত প্রশাসনিক মহলের একাংশের। মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে ইঙ্গিত দেন, প্রশাসনের প্রতিটি স্তরে কাজের মানোন্নয়ন এবং জনসেবাকে আরও কার্যকর করাই সরকারের প্রধান লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য পূরণে কাঠামোগত পরিবর্তন প্রয়োজন হলে তা করতে রাজ্য সরকার পিছপা হবে না। আজকের সিদ্ধান্তগুলি সেই বৃহত্তর প্রয়াসেরই অংশ-এমনটাই মনে করা হচ্ছে। নবান্নের এই বৈঠকের পর প্রশাসনিক মহলে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছে। নতুন নিয়ম ও অতিরিক্ত পদ সৃষ্টির ফলে কর্মীদের মধ্যে যেমন প্রত্যাশা বাড়ছে, তেমনই সাধারণ মানুষের মধ্যেও পরিষেবা আরও দ্রুত ও দক্ষতার সঙ্গে পৌঁছবে-এই আশাই করা হচ্ছে। এখন নজর থাকবে, এই সিদ্ধান্তগুলি কত দ্রুত কার্যকর হয় এবং বাস্তবে তার প্রভাব কতটা পড়ে রাজ্যের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর।

হিন্দুত্ব ইস্যুতে ফের সরব দিলীপ ঘোষ, 'সেক্যুলারিজম দেখাই না' মন্তব্যে বিতর্ক

স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধানসভা ভোটের আবহে ফের আক্রমণাত্মক মেজাজে দেখা গেল বঙ্গ রাজনীতির নেতা দিলীপ ঘোষকে। মঙ্গলবার সকালে সল্টলেকে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে একাধিক রাজনৈতিক প্রসঙ্গে মুখ খোলেন তিনি। তবে সবচেয়ে বেশি চর্চার জন্ম দিয়েছে তাঁর হিন্দুত্ব ও ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে মন্তব্য। তাঁর বক্তব্য, বিজেপি হিন্দুত্ব বলতে লজ্জা পায় না। কারণ এই দেশ হিন্দু। আমাদের কালচার, লাইফস্টাইল হিন্দু। ফালতু সেক্যুলারিজম দেখাই না। দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মহলে শুরু হয়েছে জোর বিতর্ক। শাসকদলের তরফে বরাবরই অভিযোগ তোলা হয়, ধর্মীয় মেরুকরণকে হাতিয়ার করেই বিজেপি বাংলায় রাজনৈতিক জমি শক্ত করতে চায়। এদিনের মন্তব্যে সেই অভিযোগেরই প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ। প্রশ্ন উঠছে, ভোটের মুখে পরিকল্পিতভাবেই কি এই ধরনের মন্তব্য করে বিজেপি তাদের মূল সমর্থক ঘাঁটিকে আরও দৃ। করতে চাইছে? প্রসঙ্গত, বুধবার রাজ্যে আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তাঁর এই সফরকে রাজনৈতিক নয়, ধর্মীয় কর্মসূচি বলেই দাবি বিজেপির। কলকাতা বিমানবন্দরে পৌঁছে সোজা মায়াপুরে ইসকন মন্দিরে যাওয়ার কথা রয়েছে তাঁর। সেখানে একটি বিশেষ ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করবেন তিনি। এই সফরকে ঘিরেই সাংবাদিকরা প্রশ্ন তোলেন, বিজেপি নিজেদের ধর্মনিরপেক্ষ দল বলে দাবি করলেও অমিত শাহর মায়াপুর সফর কি হিন্দুত্বের বার্তাকেই জোরালো করছে না? এই প্রশ্নের জবাবেই দিলীপ স্পষ্ট ভাষায় বলেন, মায়াপুরের ইসকন মন্দির বিশ্ববিখ্যাত দর্শনীয়

স্থান এবং বহুদিন ধরেই মন্দির কর্তৃপক্ষ অমিত শাহকে আমন্ত্রণ জানিয়ে আসছিলেন। সময়ের অভাবে এতদিন যাওয়া হয়নি, এবার সেই সুযোগ হয়েছে। তাঁর মতে, সকলেরই একবার করে মায়াপুর ঘুরে আসা উচিত। একইসঙ্গে তিনি পুনরায় জোর দিয়ে বলেন, বিজেপি হিন্দুত্ব নিয়ে লজ্জা পায় না, কারণ দেশের সংস্কৃতি ও জীবনযাত্রায় হিন্দুত্বের ছাপ রয়েছে। তাঁর কথায়, তাঁদের আদর্শ ও জীবনচর্যায় হিন্দুত্বের উপস্থিতি স্পষ্ট, তাই আলাদা করে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রদর্শন করার প্রয়োজন পড়ে না। দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্যের পর রাজনৈতিক অন্দরে সমালোচনার ঝড় উঠেছে। বিরোধী দলগুলির একাংশের দাবি, এই ধরনের মন্তব্য রাজ্যের সামাজিক সম্প্রীতির পক্ষে অনুকূল নয়। অন্যদিকে বিজেপি শিবিরের বক্তব্য, হিন্দুত্বকে সাংস্কৃতিক পরিচয়ের অংশ হিসেবেই দেখা উচিত, এর মধ্যে কোনও বিভাজনের বার্তা নেই। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, বাংলার ভোট রাজনীতিতে ধর্মীয় ইস্যু বরাবরই স্পর্শকাতর। এমন পরিস্থিতিতে শীর্ষ নেতাদের মন্তব্য তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। অমিত শাহর মায়াপুর সফর এবং দিলীপ ঘোষের সাম্প্রতিক বক্তব্য মিলিয়ে হিন্দুত্ব প্রসঙ্গ ফের রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে উঠে এসেছে। ভোট যত এগিয়ে আসছে, ততই তীব্র হচ্ছে রাজনৈতিক তরজা। এর মধ্যেই দিলীপ ঘোষের এই মন্তব্য নতুন করে বিতর্ক উসকে দিল। এখন দেখার, এই মন্তব্যের রাজনৈতিক প্রভাব কতটা পড়ে আসন্ন নির্বাচনী লড়াইয়ে।

বিড়ি চাওয়া নিয়ে মদের আসরে বচসা, মারধরে কৃষকের মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মদের আসরে বিড়ি চাওয়া নিয়ে তর্কাতর্কি, সেখান থেকে হাতাহাতি এবং শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তির মৃত্যু-এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকাল থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে উলুবেড়িয়ার জয়পুর থানার ঝামটিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের তেলিবেড়িয়া এলাকা। মৃতের নাম ভোলা ওরফে সীমন্ত দলুই (৪৯)। ঘটনায় অভিযুক্ত সাগর দলুইকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুরু হয়েছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত রবিবার রাত প্রায় দশটা নাগাদ ভোলা এবং সাগর একসঙ্গে বসে মদ্যপান করছিলেন। সেই সময় ভোলা সাগরের কাছে একটি বিড়ি চান। অভিযোগ, সাগরের কাছে বিড়ি না থাকায় তা নিয়ে দু'জনের মধ্যে কথাকাটাকাটি শুরু হয়। পরিস্থিতি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ধৃত সাগর জেরায় পুলিশকে জানিয়েছেন, বিড়ি না পেয়ে ভোলা তাঁকে গালিগালাজ করতে শুরু করেন। এরপরই রাগের মাথায় তিনি ভোলাকে মারধর করেন বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, মারধর ছিল বেধড়ক। আঘাতে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন ভোলা। ঘটনার পর তাঁকে দ্রুত আমতা ২ নম্বর ব্লক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে ছেড়ে দেন চিকিৎসকরা। তবে সোমবার তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে। আবারও হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকায় চাঞ্চল্য তৈরি হয়। মঙ্গলবার সকাল থেকে তেলিবেড়িয়া এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের দাবি, ঘটনার সময় অনেকেই উপস্থিত থাকলেও কেউ ভোলাকে বাঁচাতে এগিয়ে আসেননি। মারধরের পর অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকলে স্থানীয় কয়েকজন তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচানো যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় জয়পুর থানার পুলিশ। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। অভিযুক্ত সাগর দলুইকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। পরে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, বিড়ি চাওয়া নিয়েই দুই ব্যক্তির মধ্যে বিবাদ বাধে এবং সেই বিবাদ মারধরে রূপ নেয়। মারধরের জেরেই ভোলার মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সাগরের একটি মুদিখানার দোকান রয়েছে এলাকায়। অন্যদিকে ভোলা পেশায় কৃষিকাজ করতেন। বয়সে ভোলার থেকে কয়েক বছরের ছোট সাগর। ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক রংও লাগতে শুরু করেছে। অভিযোগ উঠেছে, অভিযুক্ত সাগর স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার ভাইপো। আবার মৃত ভোলা স্থানীয় কংগ্রেস নেতার ছেলে। যদিও পুলিশ জানিয়েছে, তারা রাজনৈতিক পরিচয় নয়, শুধুমাত্র ঘটনার নিরিখেই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এলাকায় আপাতত পুলিশ মোতায়েন রয়েছে। পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতেই প্রশাসনের তরফে কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে। একটি সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে এমন মর্মান্তিক পরিণতি হওয়ায় এলাকাবাসী স্তম্ভিত। এখন সকলের নজর তদন্তের অগ্রগতির দিকে।

চার দিনের মধ্যেই চুরির কিনারা

সুমন আদক, হাওড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ গভীর রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে দু ঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছিল হাওড়ার বেলুড় রোডে। একটি বেসরকারি গোডাউনে ভেঙে তামা ও অ্যালুমিনিযামের তার, মোটর এবং অ্যালুমিনিয়ামের বিভিন্ন যন্ত্রাংশ চুরি করে চম্পট দিয়েছিল দুষ্কৃতীরা। ক্ষতির পরিমাণ ছিল লক্ষাধিক টাকা। কিন্তু ঘটনার চার দিনের মাথায় বেলুড় থানার তপরতায় সেই চুরির রহস্যভেদ করল পুলিশ। গ্রেফতার করা হয়েছে তিনজনকে। উদ্ধার হয়েছে প্রায় ৮০ শতাংশ চোরাই মাল। ধৃতদের মঙ্গলবার হাওড়া আদালতে তোলা হলে আদালত পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১২ ফেব্রুয়ারি গভীর রাতে বেলুড় রোডে অবস্থিত ওই গোডাউনে চুরির ঘটনা ঘটে। পরদিন সকালে কর্মীরা এসে গোডাউনের দরজা ভাঙা অবস্থায় দেখতে পান। ভিতরে ঢুকে দেখা যায়, বেশ কিছু দামী তামা ও অ্যালুমিনিয়ামের তার উধাও। পাশাপাশি চুরি গেছে একাধিক বৈদ্যুতিক মোটর ও অ্যালুমিনিয়ামের যন্ত্রাংশ। গোডাউন কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গেই বেলুড় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে পুলিশ। সন্দেহভাজন কয়েকজনের গতিবিধি নজরে আসে। পাশাপাশি স্থানীয় সূত্র ও গোপন খবরের ভিত্তিতে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়।

অভিজাত আবাসনে পানীয় জলে জীবাণুর অভিযোগ, অসুস্থ বহু বাসিন্দা-তদন্তে এনকেডিএ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ নিউটাউনের অভিজাত আবাসন সাপুরজি সুখবৃষ্টিতে সরবরাহ পানীয় জলে জীবাণুর অভিযোগ ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আবাসনের ই-ব্লকের একাধিক বাসিন্দা দাবি করেছেন, দূষিত জল পানের জেরে শিশু, বয়স্ক ও মহিলাসহ বহু মানুষ বমি, জ্বর, গায়ে ব্যথা এবং বিভিন্ন সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন। ইতিমধ্যে অনেককে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়েছে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি

উত্তপ্ত হয়ে উঠতেই ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা আবাসনেরই-গেটের সামনে জমায়েত করে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখান। বাসিন্দাদের বক্তব্য, গত কয়েকদিন ধরেই কলের জল থেকে তীব্র পচা গন্ধ বেরোচ্ছিল। শুধু তাই নয়, জলের রঙেও অস্বাভাবিক গাঢ় হলদে আভা দেখা যাচ্ছিল। প্রথমে অনেকে বিষয়টিকে সাময়িক সমস্যা ভেবে গুরুত্ব না দিলেও ধীরে ধীরে অসুস্থতার ঘটনা বাড়তে থাকায় আতঙ্ক ছড়ায়। ই-ব্লকের প্রায় প্রতিটি ফ্ল্যাটে অন্তত একজন সদস্য অসুস্থ বলে দাবি বিক্ষোভকারীদের। তাঁদের অভিযোগ, আবাসন কর্তৃপক্ষ নিয়মিত ওভারহেড ট্যাঙ্ক পরিষ্কার না করায় এই পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। সুখবৃষ্টি আবাসনে মোট ৫২২টি টাওয়ার রয়েছে এবং হাজার হাজার মানুষ এখানে বসবাস করেন। এত বড় আবাসনে পানীয় জলের মতো মৌলিক পরিষেবায় গাফিলতি মেনে নিতে পারছেন না বাসিন্দারা। সুধীর মণ্ডল নামে এক বাসিন্দা জানান, তাঁর দুই মেয়ে জলের সংক্রমণের কারণে চিনারপার্ক সংলগ্ন একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বনশ্রী নাগ অভিযোগ করেন, গত তিন বছরে আবাসনের জলাধার বা পাইপলাইন পরিষ্কার হতে তিনি দেখেননি। তাঁর দেড় বছরের সন্তানও অসুস্থ হয়ে পড়েছে বলে দাবি করেন তিনি। একাধিক বাসিন্দা জানিয়েছেন, হঠাৎ করে এত মানুষের একসঙ্গে অসুস্থ হয়ে পড়া নিছক কাকতালীয় হতে পারে না। অভিযোগের তীব্রতা বা।তেই বিষয়টি প্রশাসনের নজরে আসে। নিউ টাউন কলকাতা উন্নয়ন পর্ষদ বা এনকেডিএ, যারা নিউটাউনের নাগরিক পরিষেবার দায়িত্বে রয়েছে, দ্রুত পদক্ষেপ করে। এনকেডিএ-র এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, সরকারিভাবে সরবরাহ করা জল দূষিত হয়নি। যদি মূল সরবরাহেই সমস্যা থাকত, তবে গোটা নিউটাউনের বাসিন্দারাই একই সমস্যায় পড়তেন। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, আবাসনের নিজস্ব সংরক্ষণ বা সরবরাহ ব্যবস্থায় কোথাও ত্রুটি থাকতে পারে। অভিযোগের ভিত্তিতে ইতিমধ্যে জলের নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, আবাসনের ট্যাঙ্ক পরিষ্কারের কাজ শুরু হয়েছে। পাশাপাশি পাঁচ লক্ষ এবং আড়াই লক্ষ লিটার ধারণক্ষমতার দুটি রিজার্ভারও পরিষ্কার করা হবে। এনকেডিএ জানিয়েছে, সরবরাহ ব্যবস্থায় গাফিলতি রয়েছে কি না, অথবা আবাসনের রক্ষণাবেক্ষণে ত্রুটি ঘটেছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রয়োজন হলে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া হবে বলেও ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তবে এই বিষয়ে আবাসন কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। বাসিন্দাদের অভিযোগ, সমস্যা দীর্ঘদিন ধরেই ছিল, কিন্তু কর্তৃপক্ষ তা গুরুত্ব দিয়ে দেখেনি। এর জেরে পরিস্থিতি আজ চরমে উঠেছে। অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন, দ্রুত ব্যবস্থা না নিলে সংক্রমণ আরও ছড়িয়ে পড়তে পারে। চিকিৎসকদের মতে, দূষিত জল থেকে গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস, ভাইরাল জ্বর বা অন্যান্য সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। বিশেষ করে শিশু ও প্রবীণদের ক্ষেত্রে ঝুঁকি বেশি থাকে। তাই দ্রুত উৎস চিহ্নিত করে ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। ইতিমধ্যে আবাসনের বহু পরিবার বিকল্প জল ব্যবহার শুরু করেছেন। নিউটাউনের মতো আধুনিক পরিকল্পিত শহরে এমন ঘটনা প্রশ্ন তুলেছে নাগরিক পরিষেবার মান নিয়ে। আপাতত তদন্তের ফলাফলের দিকেই তাকিয়ে বাসিন্দারা। প্রশাসন আশ্বাস দিয়েছে, দ্রুত সমস্যার সমাধান করা হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, সে জন্য প্রয়োজনীয় নজরদারি জোরদার করা হবে। তবে ততদিন পর্যন্ত আতঙ্ক কাটছে না সাপুরজি সুখবৃষ্টির বাসিন্দাদের মধ্যে।

পাসপোর্ট-ভিসার প্রলোভনে অপহরণ, উদ্ধার দুই বাংলাদেশি

স্টাফ রিপোর্টার, কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পাসপোর্ট ও ভিসা করে দেওয়ার নাম করে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল টেকনোসিটি থানা এলাকায়। অভিযোগ, প্রথমে তিন লক্ষ টাকা আদায় করা হলেও পরে আরও অর্থ দাবি করা হয়। ঘটনার তদন্তে নেমে একটি হোটেলে অভিযান চালিয়ে দুই বাংলাদেশি নাগরিককে উদ্ধার করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয়েছে দু'জনকে। ধৃতদের মধ্যে একজন বাংলাদেশি নাগরিকও রয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তবে অপহরণের নেপথ্যে প্রকৃত উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট নয়। ধৃতদের জেরা করে গোটা চক্রের যোগসূত্র খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কয়েকদিন আগে বাংলাদেশের বাসিন্দা রাজীব লস্কর এবং জুনায়েদ মিয়াঁ বৈধ ভিসা নিয়ে কলকাতায় আসেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ভারত থেকে তুরস্কে যাওয়ার ব্যবস্থা করা। সেই লক্ষ্যে তুরস্কের ভিসা সংগ্রহের জন্য তাঁরা এক দালালের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। অভিযুক্ত অচিন্ত্যকুমার পালের সঙ্গে তাঁদের আলাপ করিয়ে দেন ধৃত হুমায়ুন কবির নামে এক ব্যক্তি। তদন্তকারীদের দাবি, হুমায়ুনই মধ্যস্থতার ভূমিকা পালন করেছিলেন। এরপর পাসপোর্ট ও ভিসার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার কথা বলে রাজীব ও জুনায়েদকে ডাকা হয়। অভিযোগ, নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছনোর পর তাঁদের আটকে রাখা হয়। পরিবারকে ফোন করে মুক্তিপণ দাবি করা হয় তিন লক্ষ টাকা। পুলিশের দাবি, বাংলাদেশের একটি ব্যাঙ্ক থেকে সেই অর্থ অভিযুক্তদের অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরও করা হয়। কিন্তু টাকা পাওয়ার পরেও নাকি আরও অর্থ দাবি করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে। এমন পরিস্থিতিতে কোনওভাবে বিষয়টি পুলিশের নজরে আসে। টেকনোসিটি থানার আধিকারিকরা দ্রুত তদন্ত শুরু করেন। সূত্র ধরে একটি হোটেলে অভিযান চালানো হয়। সেখান থেকেই উদ্ধার করা হয় অপহৃত দুই বাংলাদেশি নাগরিককে। অবৈধভাবে আটকে রাখা এবং বলপূর্বক অর্থ আদায়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয় হুমায়ুন কবির ও অচিন্ত্য পালকে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে অপহরণ, প্রতারণা ও চাঁদাবাজির একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে। অপহৃতদের সঙ্গে ধৃত হুমায়ুন কবিরের পূর্বপরিচয় ও সম্ভাব্য যোগসাজসের দিকটিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পাশাপাশি লেনদেন সংক্রান্ত কোনও বিরোধ ছিল কি না, সেটাও তদন্তের আওতায় রয়েছে। তদন্তকারীদের মতে, ভিসা সংক্রান্ত প্রলোভন দেখিয়ে এ ধরনের চক্র সক্রিয় থাকতে পারে। ফলে বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। উদ্ধার হওয়া দুই বাংলাদেশি নাগরিক বর্তমানে নিরাপদে রয়েছেন বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাঁদের বয়ান নথিবদ্ধ করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার ধৃত দু'জনকে বারাসাত আদালতে পেশ করা হয় পাশাপাশি পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানানো হতে পারে বলে সূত্রের খবর। আন্তর্জাতিক যাতায়াত ও ভিসা সংক্রান্ত প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে প্রতারণার অভিযোগ নতুন নয়। তবে সরাসরি অপহরণ করে মুক্তিপণ আদায়ের ঘটনা প্রশাসনকে উদ্বিগ্ন করেছে। গোটা ঘটনার নেপথ্যে আরও কেউ জ।তি রয়েছে কি না, তা জানতে তদন্ত জোরদার করেছে পুলিশ।

চালু হলো ভারত বিস্তার প্রকল্প

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, নিমপীঠ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ এবার কৃষকদের সমস্যা সমাধানে এগিয়ে এলো ভারত সরকারের কৃষি মন্ত্রক।মঙ্গলবার ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষাণ কল্যাণ মন্ত্রণালয় থেকে ভারত বিস্তার এ আই টুল লঞ্চিং করা হয়। ভারতবর্ষের কৃষি দপ্তরের অধীনে ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদ এই টুলটি তৈরি করেছে। ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের সমস্ত কেন্দ্রগুলির সাথে দেশের ৭৩১টি কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্রতে একসাথে এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান টি কৃষকদের সাথে নিয়ে উদযাপিত হয় এদিন। ভারতের কৃষি এবং কৃষান কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহানজী এদিন এই টুলটি জাতির উদ্দেশ্যে অর্পণ করলেন। এর মাধ্যমে যেকোন কৃষক যেকোন প্রান্ত থেকে যে কোনো ধরনের ফোন থেকে শুধুমাত্র একটি নাম্বারে ডায়াল করে এবং তার নিজের ভাষায় যে কোন কৃষি সংক্রান্ত সমস্যার ব্যাপারে প্রশ্ন করে তার উত্তর নিতে পারবেন এবং এ.আই তার উত্তর দেবে। এই টোল ফ্রি ফোন নাম্বারটি হল ১৫৫২৬১।এদিন নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রে ও এই ভার্চয়াল অনুষ্ঠানটি হয়।এব্যাপারে এদিন নিমপীঠ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের বরিষ্ঠ বিজ্ঞানী ও প্রধান ডক্টর চন্দন কুমার মন্ডল বলেন, এই টেকনোলজি সহায়তা কৃষকদের চাষবাসের ক্ষেত্রে ভীষণভাবে সহায়ক হবে বলে আমরা মনে করি। কৃষক কোন কৃষি সংক্রান্ত প্রকল্প কোন ফসলের বাজার দাম এবং কৃষি কাজ করতে গেলে বিভিন্ন রকম রোগ পোকা বা সার বিষয়ক সহায়তা এই নাম্বার থেকে পেয়ে যাবেন।আর কৃষি মন্ত্রকের এই ধরনের উদ্যোগে খুশি কৃষকরা।

ভুয়ো পরিচয়ে নির্বাচনী সমীক্ষা, হুগলীর দেবানন্দপুরে উত্তরপ্রদেশের যুবক গ্রেপ্তার ঘিরে চাঞ্চল্য এলাকায়

তন্ময় পাল, হুগলী, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে হুগলির দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ভুয়ো পরিচয়ে জনসমীক্ষা চালানোর অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। বাড়ি বাড়ি ঘুরে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে কাকে দেখতে চান, এলাকার বিধায়ক কেমন কাজ করছেন কিংবা কাকে ভোট দিতে চান-এমন একাধিক প্রশ্ন করছিলেন ওই যুবক। তাঁর আচরণে সন্দেহ হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দারাই তাঁকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেন। ধৃতের নাম বিকাশ শর্মা। তিনি উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা বলে জানা গিয়েছে। কে বা কারা তাঁকে এ রাজ্যে পাঠিয়েছে এবং ঠিক কার হয়ে তিনি কাজ করছিলেন, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ভোটের মুখে বহিরাগতদের আনাগোনা ও সম্ভাব্য অশান্তির আশঙ্কা নিয়ে ইতিমধ্যেই সতর্কবার্তা দিয়েছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়। সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে কড়া নজরদারির নির্দেশও দেওয়া হয়েছিল। সেই প্রেক্ষাপটে দেবানন্দপুরের এই ঘটনা নতুন করে উদ্বেগ বাড়িয়েছে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহলে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরে বেড়াতে দেখা যায় ওই যুবককে। পরনে ছিল নীল প্যান্ট ও হালকা গোলাপি রঙের জামা, গলায় ঝোলানো একটি আই কার্ড। নিজেকে একটি কনসাল্টিং সংস্থার প্রতিনিধি বলে পরিচয় দিয়ে তিনি বাড়ি বাড়ি গিয়ে নির্বাচনী সমীক্ষার কথা বলেন। একাধিক পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে তাঁদের রাজনৈতিক মতামত জানতে চান। শুধু বাড়িতেই নয়, এলাকার চায়ের দোকান ও অন্যান্য আড্ডাস্থলেও গিয়ে একই ধরনের প্রশ্ন করতে শুরু করেন তিনি। গ্রামবাসীদের বক্তব্য, যুবকের হাতে একটি মোবাইল ফোন ছিল এবং একটি নির্দিষ্ট অ্যাপের মাধ্যমে তিনি সমস্ত তথ্য নথিবদ্ধ করছিলেন। আই কার্ডে একটি বেসরকারি সংস্থার নাম উল্লেখ ছিল। তবে ঠিক কোন সংস্থা, তার স্পষ্ট প্রমাণ তিনি দেখাতে পারেননি। প্রথমে অনেকেই বিষয়টিকে সাধারণ সমীক্ষা বলে ধরে নিলেও ধীরে ধীরে সন্দেহ দানা বাঁধে। কারণ, তিনি এলাকায় একেবারেই অপরিচিত এবং কোনও সরকারি অনুমতির কাগজও দেখাতে পারেননি। পরবর্তীতে তাঁকে ঘিরে ধরে বিস্তারিত পরিচয় জানতে চান স্থানীয়রা। জিজ্ঞাসাবাদে তিনি নিজের নাম বিকাশ শর্মা বলে জানান এবং উত্তরপ্রদেশের গুরুগ্রামের বাসিন্দা বলে দাবি করেন। কিন্তু কেন হুগলির একটি গ্রামাঞ্চলে এসে নির্বাচনী সমীক্ষা করছেন, তার সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দিতে পারেননি। এরপরই তাঁকে ব্যান্ডেল ফাঁড়ির পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। দেবানন্দপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান পীযূষ ধর বলেন, রাজ্য থেকে এক যুবক এসে বাড়িতে ঢুকে পড়ছে। নানা ধরনের প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করছে। এটা নিয়ে এলাকায় মানুষের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য ছড়ায়। আমি ফাঁড়ির পুলিশকে খবর দিই। কী উদ্দেশ্য নিয়ে একজন অপরিচিত যুবক সমীক্ষার নামে লোকের বাড়িতে ঢুকে পড়ছে, সেটা দেখুক পুলিশ। বহিরাগতের সঙ্গে কিছু অঘটন না ঘটে, তার জন্য পুলিশকে জানিয়েছি। পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তাঁর কাছে কোনও বৈধ অনুমতিপত্র ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মোবাইল ফোন ও অ্যাপের তথ্যও পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। তিনি একা কাজ করছিলেন নাকি তাঁর সঙ্গে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে, সেটিও তদন্তের আওতায় আনা হয়েছে। পুলিশ আধিকারিকদের মতে, নির্বাচনের আগে এ ধরনের ঘটনার ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক চাপানউতোরও শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় নেতৃত্বের অভিযোগ, এর পিছনে বিজেপির কারসাজি থাকতে পারে। যদিও এ বিষয়ে বিজেপির তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, ভোটের আগে জনমত যাচাই করতে বিভিন্ন সংস্থা সমীক্ষা চালালেও তা করার নির্দিষ্ট নিয়মকানুন রয়েছে। সেগুলি না মেনে কোনও বহিরাগত ব্যক্তি এলাকায় ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করলে স্বাভাবিকভাবেই সন্দেহের উদ্রেক হয়।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা-৭৯, বুধবার, ০৫ ফাল্গুন, ১৪৩২

স্ক্রিনের নীল আলোয় বন্দি গোটা সমাজ

একসময় চিঠি আসত ডাকপিয়নের ব্যাগে, খবর পৌঁছত সংবাদপত্রের পাতায়, আর অবসর কাটত আড্ডা, বই কিংবা মাঠে খেলায়। আজ সেই জায়গা দখল করেছে এক ছোট্ট যন্ত্র-মোবাইল ফোন। সকাল থেকে রাত, অফিস থেকে শয্যা, একান্ত মুহূর্ত থেকে জনসমাগম-প্রায় সর্বত্রই তার উপস্থিতি। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এই উপস্থিতিকে আরও গভীর করেছে। মানুষ এখন কেবল কথা বলে না, পোস্ট করে কেবল অনুভব করে না, প্রকাশ করে কেবল বাঁচে না, প্রদর্শনও করে। প্রযুক্তির এই অভূতপূর্ব বিস্তার আমাদের জীবনকে সহজ ও দ্রুততর করেছে ঠিকই, কিন্তু একই সঙ্গে তৈরি করেছে এক অদৃশ্য আসক্তি, যা ক্রমে ব্যক্তিগত অভ্যাসের সীমা ছাড়িয়ে সামাজিক সমস্যায় পরিণত হচ্ছে। মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়া আসক্তির পেছনে একাধিক কারণ কাজ করছে। প্রথমত, প্রযুক্তির সহজলভ্যতা। স্মার্টফোন এখন বিলাসবস্তু নয় তা প্রায় প্রত্যেকের নাগালে। সস্তা ইন্টারনেট পরিষেবা এবং ডেটা বিপ্লব ডিজিটাল জগতকে সর্বজনীন করেছে। শহর থেকে গ্রাম, কিশোর থেকে প্রবীণ-প্রায় সকলেই যুক্ত হয়েছে এই নেটওয়ার্কে। দ্বিতীয়ত, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কাঠামো এমনভাবে নির্মিত, যা ব্যবহারকারীকে দীর্ঘ সময় ধরে প্ল্যাটফর্মে আটকে রাখে। অবিরাম স্ক্রল, অটোপ্লে ভিডিও, নোটিফিকেশনের ঝলকানি, ও মন্তব্যের প্রতীক্ষা-এসবই এক ধরনের মানসিক প্রণোদনা তৈরি করে। মস্তিষ্কে ক্ষণিকের আনন্দের অনুভূতি জাগে, যা আবারও একই কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই পুনরাবৃত্তিই আসক্তির ভিত্তি। কিন্তু প্রযুক্তির নকশা একমাত্র কারণ নয় সামাজিক বাস্তবতাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। দ্রুত নগরায়ণ, পারিবারিক কাঠামোর পরিবর্তন, ব্যস্ত কর্মজীবন এবং একাকীত্বের বৃদ্ধি মানুষকে ভার্চুয়াল সঙ্গের দিকে ঠেলে দিয়েছে। বাস্তব জীবনে যেখানে সম্পর্ক গড়ে তুলতে সময় ও প্রচেষ্টা লাগে, সেখানে সোশ্যাল মিডিয়া তাৎক্ষণিক সংযোগের প্রতিশ্রুতি দেয়। এক ক্লিকে বন্ধু, এক পোস্টে প্রশংসা, এক ভিডিওতে বিনোদন-সবকিছু যেন হাতের মুঠোয়। ফলে বাস্তবতার জটিলতা থেকে পালিয়ে ভার্চুয়াল জগতে আশ্রয় নেওয়া সহজ হয়ে উঠেছে। এই আসক্তির প্রভাব সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়ছে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে। তারা এমন এক সময়ে বড় হচ্ছে, যখন আত্মপরিচয় নির্মাণের প্রক্রিয়া চলমান। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অন্যের সাজানো সাফল্য, নিখুঁত ছবি ও চমকপ্রদ জীবনযাত্রা দেখে তারা নিজেদের তুলনা করতে শুরু করে। সংখ্যা যেন আত্মসম্মানের পরিমাপক হয়ে ওঠে। সামান্য সমালোচনা বা উপেক্ষাও মানসিক আঘাতের কারণ হতে পারে। অনলাইন বুলিং, ট্রোলিং এবং অবাঞ্ছিত মন্তব্য অনেকের আত্মবিশ্বাস নষ্ট করে দেয়। এই ভার্চুয়াল চাপ থেকে উদ্বেগ, হতাশা এবং আত্মগ্লানির মতো সমস্যা তৈরি হয়, যা দীর্ঘমেয়াদে মানসিক স্বাস্থ্যের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। এই পরিস্থিতি কেবল ব্যক্তিগত সংকট নয় তা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের ইঙ্গিত। যখন অধিকাংশ মানুষ ভার্চুয়াল পরিসরে বেশি সময় কাটায়, তখন বাস্তব সমাজে সংলাপের পরিমাণ কমে যায়। প্রতিবেশী, বন্ধু কিংবা পরিবারের সঙ্গে সরাসরি কথোপকথনের সুযোগ হ্রাস পায়। সামাজিক বন্ধন দুর্বল হয়। এমনকি গণতান্ত্রিক আলোচনাও প্রভাবিত হয়, কারণ সোশ্যাল মিডিয়া প্রায়শই তথ্যের বদলে মতাদর্শিক মেরুকরণকে বাড়িয়ে তোলে। তবু প্রযুক্তিকে সম্পূর্ণ দোষারোপ করাও সমাধান নয়। মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়া শিক্ষার বিস্তার, তথ্যপ্রাপ্তি, ব্যবসায়িক প্রসার এবং সামাজিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সমস্যা তখনই শুরু হয়, যখন ব্যবহার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তাই প্রয়োজন সচেতনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ। পরিবারে ছোটদের সামনে বড়দেরও দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ে ফোন ব্যবহার, খাবারের টেবিলে স্ক্রিন বর্জন, ঘুমের আগে প্রযুক্তি থেকে দূরে থাকা-এসব ছোট অভ্যাস বড় পরিবর্তন আনতে পারে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিকেও ডিজিটাল শিক্ষার পাশাপাশি ডিজিটাল শৃঙ্খলার পাঠ দিতে হবে। শিশুদের বোঝাতে হবে যে ভার্চুয়াল স্বীকৃতি বাস্তব সাফল্যের বিকল্প নয়। একই সঙ্গে প্রযুক্তি সংস্থাগুলিরও নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে। ব্যবহারকারীর মনোযোগ ধরে রাখার জন্য আসক্তিমূলক নকশা তৈরি করার পরিবর্তে স্বাস্থ্যকর ব্যবহার উৎসাহিত করা উচিত। স্ক্রিন টাইম নিয়ন্ত্রণের সরঞ্জাম, নোটিফিকেশন ব্যবস্থার সংস্কার এবং বয়সভিত্তিক সুরক্ষা ব্যবস্থা আরও কার্যকর করা যেতে পারে। রাষ্ট্রের ভূমিকা এখানেও গুরুত্বপূর্ণ। জনসচেতনতা প্রচার, মানসিক স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্প্রসারণ এবং গবেষণার মাধ্যমে সমস্যার গভীরতা বোঝা দরকার। একই সঙ্গে সামাজিক পর্যায়ে আলোচনার পরিবেশ তৈরি করতে হবে, যাতে মানুষ নিজের আসক্তি স্বীকার করতে লজ্জা না পায়। আসক্তি মানে কেবল মাদক নয় প্রযুক্তিও সেই একই প্রক্রিয়ায় মানুষকে আবদ্ধ করতে পারে-এই উপলব্ধি জরুরি। শেষ পর্যন্ত প্রশ্নটি আমাদের জীবনদর্শনের। আমরা কি প্রযুক্তির ব্যবহার করব, নাকি প্রযুক্তি আমাদের ব্যবহার করবে? স্ক্রিনের নীল আলো আমাদের চারপাশকে আলোকিত করলেও, তার অতিরিক্ত ঝলকানি আমাদের দৃষ্টিকে অন্ধ করতে পারে। বাস্তব জীবনের সম্পর্ক, প্রকৃতির সান্নিধ্য, বইয়ের গভীরতা, নীরব চিন্তার অবসর-এসবের বিকল্প কোনও অ্যাপ নয়। যদি আমরা সচেতনভাবে সীমা নির্ধারণ করতে শিখি, তবে প্রযুক্তি হবে সহায়ক আর যদি সীমা হারিয়ে ফেলি, তবে আসক্তির অদৃশ্য শৃঙ্খল আমাদের সমাজকে ক্রমশ আরও একাকী, উদ্বিগ্ন ও বিচ্ছিন্ন করে তুলবে। আজ তাই সময় এসেছে থেমে নিজের দিকে তাকানোর। কতবার অকারণে ফোন তুলছি, কতটা সময় বাস্তব সম্পর্কের বদলে ভার্চুয়াল উপস্থিতিতে ব্যয় করছি, কতটা আমাদের মন শান্তি পাচ্ছে-এই প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজা জরুরি। মোবাইল ও সোশ্যাল মিডিয়া আমাদের যুগের বাস্তবতা, কিন্তু সেই বাস্তবতা যেন আমাদের স্বাধীনতাকে গ্রাস না করে। নীল আলোর মোহে নয়, সচেতনতার আলোয় পথ খুঁজে নেওয়াই এখন সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

অনুকূল ঠাকুরের বাণী

নারীশিক্ষা ও নারীর উন্নতি নিয়ে নানা সময় অনুকূল ঠাকুরের মুখনিঃসৃত হয়েছে মহান বাণী। নারী দিবসের প্রাক্কালে রইল সেই বাণীই।

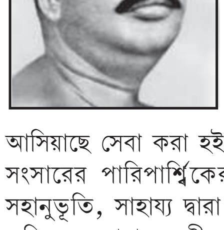

''নারীকে শিক্ষিত করিতে হইলে শিক্ষার ধারা এমনতরই হওয়া প্রয়োজন- যাহাতে তাহারা বৈশিষ্ট্য বর্দ্ধনশীল, উন্নতি-প্রবণ ও অব্যাহত হয়।''

''যে নারী নিচু হইয়া সম্মানের সহিত নিজের মতকে প্রকাশ করে- এবং তৎস্পর্কে কাহাকেও খাটো করে না, সে সহজেই আদরণীয়া ও পূজনীয়া হয়।''

''লক্ষ্মী মানে শ্রী-আর এই 'শ্রী' কথা আসিয়াছে সেবা করা হইতে তুমি যথোপযুক্তভাবে তোমার সংসার ও সংসারের পারিপার্শ্বিকের, যেখানে যতটা সম্ভব, বাক্য, ব্যবহার, সহানুভূতি, সাহায্য দ্বারা অন্যের অবিরোধ-ভাবে মঙ্গল করিতে চেষ্টা করিও, তোমার লক্ষ্মী-আখ্যা খ্যাতিমণ্ডিত হইবে দেখিও।''

মেয়েদের বৈশিষ্ট্যে আছে নিষ্ঠা, ধর্ম, শুশ্রূষা, সেবা, সাহায্য,সংরক্ষণ প্রেরণা ও প্রজনন। তোমাদের এ বৈশিষ্ট্যের কোনওকিছুকেই ত্যাগ করিও না, ইহা হারাইলে তোমাদের আর কী রহিল? মা শব্দটি কেবল একজন নারীকে নির্দেশ করে না এটি জীবনের উৎস, লালন-পালন, স্নেহ, ত্যাগ ও নীরব সাধনার প্রতীক। সন্তানের জন্মের আগেই মায়ের সঙ্গে তার সম্পর্ক শুরু হয়। মাতৃগর্ভেই সে প্রথম শিক্ষা পায়-অনুভূতি, নিরাপত্তা, স্পন্দনের। তাই মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি কেবল সামাজিক আচার নয়, এটি মানবিক দায়িত্বের অন্তর্গত। অনুকূল ঠাকুরের মতে, যে সন্তান তার মায়ের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা রাখে, তার চরিত্রের ভিত শক্ত হয়। কারণ সে কৃতজ্ঞতা শিখেছে, সে বিনয় শিখেছে, সে ত্যাগের মূল্য বুঝেছে।

ঐতিহ্যের দায় কার হাতে ঃ জন-নিজি অংশীদারিত্বে স্মৃতিস্তম্ভ রক্ষার সিদ্ধান্ত কি ইতিহাসের বেসরকারিকরণ?

সুদীপ ঘোষ

ভারতের প্রাচীন স্থাপত্য শুধু ইট-পাথরের নির্মাণ নয়, তা এক দীর্ঘ সভ্যতার স্মৃতি, সংগ্রাম ও সৃজনশীলতার দলিল। মন্দির, মসজিদ, দুর্গ, প্রাসাদ, স্তূপ কিংবা ঔপনিবেশিক স্থাপত্য-এই সমস্ত ঐতিহাসিক কাঠামো আমাদের বহুত্ববাদী ঐতিহ্যের প্রতীক। এমন সময় কেন্দ্রীয় সরকার যখন ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ স্থাপত্যে সংরক্ষণে জন-নিজি অংশীদারিত্ব বা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপ মডেল গ্রহণের পরিকল্পনা করে, তখন স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্ন সামনে আসে। এই সিদ্ধান্ত কি আর্থিক বাস্তবতার নিরিখে সময়োপযোগী, নাকি এর আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে ঐতিহ্যের বাণিজ্যিকীকরণের সম্ভাবনা? রাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক দায়িত্ব কি ধীরে ধীরে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের হাতে ন্যস্ত হতে চলেছে? এই বিতর্ক কেবল নীতিগত নয়, তা গভীরভাবে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকও। ভারতে হাজার হাজার সংরক্ষিত স্মৃতিস্তম্ভ রয়েছে, যেগুলির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব মূলত সরকারের প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্থা ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলির উপর বর্তায়। বাস্তবতা হল, অর্থের সীমাবদ্ধতা, জনবল সংকট এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাবের কারণে বহু ঐতিহ্যবাহী স্থাপত্য অবহেলায় ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে। বৃষ্টি, দূষণ, পর্যটনের চাপ এবং সময়ের আঘাতে ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বহু ঐতিহাসিক নিদর্শন। এই প্রেক্ষাপটে সরকার যদি বেসরকারি সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তা গ্রহণ করে, তা একেবারে অযৌক্তিক নয়। উন্নত প্রযুক্তি, আধুনিক ব্যবস্থাপনা দক্ষতা এবং পর্যাপ্ত অর্থের জোগান-এই তিনটি ক্ষেত্রেই বেসরকারি খাত তুলনামূলকভাবে এগিয়ে। ফলে সংরক্ষণের কাজ দ্রুত ও কার্যকর হতে পারে-এই যুক্তি সামনে রাখা হচ্ছে। কিন্তু সমস্যা শুরু হয় এখানেই। ঐতিহ্য কি শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণের প্রকল্প, নাকি তা জাতির আত্মপরিচয়ের অংশ? যখন কোনও ঐতিহাসিক স্থাপত্য সংরক্ষণের দায়িত্ব বেসরকারি সংস্থার হাতে যায়, তখন লাভ-ক্ষতির হিসাব কি অগ্রাধিকার পাবে না? কর্পোরেট সংস্থা স্বাভাবিকভাবেই তাদের বিনিয়োগের প্রতিদান চাইবে। সেই প্রতিদান যদি বিজ্ঞাপন, ব্র্যান্ডিং বা বাণিজ্যিক ব্যবহারের মাধ্যমে আদায় করা হয়, তবে ঐতিহ্যের মর্যাদা কি ক্ষুণ্ণ হবে না? কোনও প্রাচীন মন্দিরের প্রবেশপথে যদি কর্পোরেট লোগো শোভা পায়, কিংবা কোনও ঐতিহাসিক দুর্গে বাণিজ্যিক অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়, তবে তা কি আমাদের সাংস্কৃতিক চেতনাকে আঘাত করবে না? এই আশঙ্কাই সাধারণ মানুষের মনে প্রশ্ন জাগায়। আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল প্রবেশাধিকার ও সামাজিক ন্যায়। ঐতিহাসিক স্থাপত্য শুধু পর্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্র নয়, তা স্থানীয় মানুষের জীবনের অংশ। বহু ধর্মীয় বা ঐতিহাসিক স্থান স্থানীয় সংস্কৃতি ও আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি বেসরকারি অংশীদারিত্বের ফলে প্রবেশমূল্য বৃদ্ধি পায় বা সাধারণ মানুষের প্রবেশ সীমিত হয়, তবে তা সামাজিক বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। ঐতিহ্য যদি ধীরে ধীরে অভিজাতদের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হয়, তবে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব প্রশ্নের মুখে পড়বে। তবে সম্পূর্ণ বিরোধিতার পথও সমাধান নয়। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বহু দেশেই ঐতিহ্য সংরক্ষণে বেসরকারি অংশগ্রহণ রয়েছে। সঠিক নিয়ন্ত্রণ, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির কাঠামো থাকলে এই মডেল কার্যকর হতে পারে। মূল প্রশ্ন হল, নীতিগত কাঠামো কতটা স্পষ্ট ও শক্তিশালী। বেসরকারি সংস্থাকে কি শুধুমাত্র রক্ষণাবেক্ষণের প্রযুক্তিগত দায়িত্ব দেওয়া হবে, নাকি তারা পরিচালনাতেও হস্তক্ষেপ করতে পারবে? সরকারের তত্ত্বাবধান কতটা কঠোর হবে? সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক সত্যতা ও নান্দনিকতা বজায় রাখতে কি বিশেষজ্ঞ কমিটির ভূমিকা নিশ্চিত করা হবে? এই প্রশ্নগুলির স্পষ্ট উত্তর না থাকলে সন্দেহ দূর হবে না। আরও একটি উদ্বেগ হল ঐতিহাসিক বয়ানের নিয়ন্ত্রণ। কোনও স্থাপত্য কেবল স্থির বস্তু নয়, তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে ইতিহাসের ব্যাখ্যা। যদি কর্পোরেট অংশীদাররা প্রদর্শনীর ভাষ্য বা তথ্য উপস্থাপনার উপর প্রভাব বিস্তার করে, তবে ইতিহাসের নিরপেক্ষতা প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। অতীতে ইতিহাসের পুনর্লিখন নিয়ে যে বিতর্ক দেখা গেছে, তার প্রেক্ষিতে এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক নয়। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হবে নিশ্চিত করা যে সংরক্ষণ ও উপস্থাপনার ক্ষেত্রে একাডেমিক সততা বজায় থাকে। এই বিতর্কে অর্থনীতির বাস্তবতা অস্বীকার করা যায় না। ভারতের মতো বিশাল দেশে সীমিত বাজেট দিয়ে সব স্মৃতিস্তম্ভের যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ করা কঠিন। পর্যটন শিল্পও দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যদি উন্নত সংরক্ষণ ও আধুনিক সুবিধার মাধ্যমে পর্যটন বৃদ্ধি পায়, তবে তা অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক হতে পারে। কিন্তু সেই লাভ কি পুনরায় ঐতিহ্য সংরক্ষণে বিনিয়োগ করা হবে, নাকি তা কেবল কর্পোরেট মুনাফায় সীমাবদ্ধ থাকবে-এই প্রশ্নের উত্তরই নীতির সাফল্য নির্ধারণ করবে। এখানে এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করা জরুরি। ঐতিহ্য রক্ষার দায় রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্য। বেসরকারি অংশীদারিত্ব হতে পারে সহায়ক, কিন্তু তা কখনও মূল নিয়ন্ত্রণের বিকল্প হতে পারে না। নীতিতে যদি স্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে যে ঐতিহাসিক স্থাপত্যের মালিকানা ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের অধিকার সরকারের কাছেই থাকবে, এবং কর্পোরেট অংশীদার কেবল রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে, তবে উদ্বেগ কিছুটা কমতে পারে। পাশাপাশি, স্থানীয় সম্প্রদায়ের মতামত ও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অপরিহার্য। ঐতিহ্য কোনও বিমূর্ত ধারণা নয় তা মানুষের জীবন্ত অভিজ্ঞতার অংশ। গুরুত্বপূর্ণ হল স্বচ্ছতা ও জনপর্যবেক্ষণ। কোন স্মৃতিস্তম্ভ কোন সংস্থার হাতে যাচ্ছে, কী শর্তে চুক্তি হচ্ছে, কতদিনের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে-এই সমস্ত তথ্য জনসমক্ষে থাকা উচিত। সংসদীয় নজরদারি ও স্বাধীন নিরীক্ষার ব্যবস্থাও থাকা প্রয়োজন। তাহলেই বোঝা যাবে, এই উদ্যোগ সত্যিই ঐতিহ্য রক্ষার স্বার্থে নেওয়া হয়েছে, নাকি তা কেবল আর্থিক বোঝা কমানোর এক প্রশাসনিক কৌশল। অবশেষে, প্রশ্নটি কেবল নীতিগত নয়, তা নৈতিকও। ঐতিহ্য আমাদের অতীতের সঙ্গে বর্তমানের সেতুবন্ধন। তাকে রক্ষা করা মানে কেবল পাথর মেরামত করা নয়, বরং জাতির স্মৃতিকে সম্মান জানানো। জন-নিজি অংশীদারিত্ব যদি সেই স্মৃতিকে সুরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে, তবে তা স্বাগত। কিন্তু যদি তার ফলে ঐতিহ্য বাজারের পণ্যে পরিণত হয়, তবে তা গভীর উদ্বেগের কারণ হবে। কেন্দ্রের পরিকল্পনা তাই এক দ্বিমুখী সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। একদিকে রয়েছে উন্নত সংরক্ষণ ও অর্থনৈতিক সম্ভাবনা, অন্যদিকে রয়েছে বাণিজ্যিকীকরণের আশঙ্কা ও সাংস্কৃতিক সত্তার ক্ষয়ের ভয়। এখন দেখার বিষয়, সরকার কতটা দূরদর্শিতা ও সংবেদনশীলতা নিয়ে এই মডেল বাস্তবায়ন করে। কারণ ইতিহাসের দায় শুধু অতীতের প্রতি নয়, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের প্রতিও। ঐতিহ্যকে রক্ষা করার নামে যদি তাকে বিকিয়ে দেওয়া হয়, তবে তা হবে এক নীরব আত্মসমর্পণ।

বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মাঝেও স্থিতিশীল যাত্রা ভারতীয় আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের

শতরূপ সান্যাল

বর্তমান বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট ক্রমাগত পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চয়তায় ভরা। একদিকে ইউক্রেন যুদ্ধ, অন্যদিকে পশ্চিম এশিয়ার ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা, আবার কখনো মার্কিন ফেডের সুদবৃদ্ধির সিদ্ধান্ত, কখনো চীনের বাণিজ্য মন্দা-এই সব মিলিয়ে বিশ্ব অর্থনীতির ওপর গভীর ছায়া ফেলছে। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে, এমন এক অস্থির ও অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কি টিকতে পারবে? এই প্রশ্নের উত্তরে এখনো আশার আলোর দিশা আছে, কারণ ভারতের বাণিজ্যনীতি, বহুমুখী অংশীদারিত্ব, এবং অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের শক্তি আজ তাকে বৈশ্বিক অনিশ্চয়তার মাঝেও দাঁড় করিয়ে রেখেছে অনেকখানি আত্মবিশ্বাসের জায়গায়। সর্বপ্রথমে বলতে হয়, ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বহুদিন ধরেই একটি সংহত অথচ উদ্ভাবনশীল কৌশল অনুসরণ করে আসছে। শুধুমাত্র চিরাচরিত আমদানি ও রপ্তানি নির্ভর নয়, বরং ভারত তার অংশীদার দেশগুলোর সঙ্গে গভীর বাণিজ্যচুক্তি, দ্বিপাক্ষিক বিনিয়োগ ও পরিষেবা হস্তান্তরের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি সম্পর্ক স্থাপন করেছে। উদাহরণস্বরূপ, ভারতের জাপান, সংযুক্ত আরব আমিরশাহী, অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়ার সঙ্গে যে সব অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি হয়েছে, তা এখন এই অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় সহায়ক হচ্ছে।

তবে এই স্থিতিশীলতার প্রধান চালিকাশক্তি হলো ভারতের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন ব্যবস্থার অগ্রগতি এবং রফতানি বহুমুখীকরণ। কয়েক বছর আগেও যেখানে ভারতের রফতানি অনেকাংশেই টেক্সটাইল, হিরে বা কৃষিপণ্যের ওপর নির্ভর ছিল, আজ তা প্রযুক্তি, ফার্মাসিউটিক্যালস, ইলেকট্রনিকস, এবং রিনিউয়েবল এনার্জির মতো খাতে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনকি সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের ক্ষেত্রেও ভারত এখন আত্মনির্ভর হওয়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। 'ইন ইন্ডিয়া', 'ভারত অভিযান', এবং 'লিংকড ইনসেনটিভ' স্কিমগুলো এক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করেছে। বিশ্ব বাজারে চাহিদা যখন ভেঙে পড়ে, তখন দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা অর্থনীতিকে ধরে রাখার জন্য অপরিহার্য হয়ে ওঠে। এইখানে ভারতের বিশাল মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং ক্রমবর্ধমান ভোক্তা বাজার আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য একটি শক্ত ভিত সরবরাহ করে। বহু বহুজাতিক কোম্পানি এখন ভারতের বাজারকেন্দ্রিক উৎপাদন এবং সাপ্লাই চেইন গড়ে তোলার দিকে নজর দিচ্ছে, কারণ চীনের উপর অতিনির্ভরতা বিশ্বব্যাপী ব্যবসায়িক ঝুঁকি তৈরি করেছে। এর ফলে, ভারত ধীরে ধীরে চীনের বিকল্প হিসেবে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান দখল করছে। যদিও ভারত বিশ্ববাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটি ইতিবাচক গতিপথে রয়েছে, তবুও কিছু চ্যালেঞ্জ তার সামনে বিদ্যমান। যেমন, আন্তর্জাতিক কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধি, শিপিং ব্যয়, ডলারের তুলনায় রুপির দরপতন ইত্যাদি। তাছাড়া ইউরোপ ও আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দা সরাসরি ভারতের রপ্তানিকে প্রভাবিত করতে পারে। তবে এই সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভারতের বহির্বাণিজ্যিক কৌশলে স্থিতিশীলতা দেখা যাচ্ছে, কারণ ভারত এখন একাধিক মুদ্রা ব্যবহার করে লেনদেনের চেষ্টা করছে, যেমন রাশিয়ার সঙ্গে রুপি-রুবেল ব্যবসা, অথবা আরব দেশগুলোর সঙ্গে রুপি-মুদ্রায় চুক্তির আলোচনা।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো ভারত এখন বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে আগের চেয়ে অনেক বেশি পরিশীলিত এবং কৌশলগত হয়েছে। ভারতের ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে মুক্তবাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনাও এগিয়ে চলেছে। তাছাড়া সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেনের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে ভারত তার অংশীদারিত্ব আরও গভীরতর করেছে। এই রকম চুক্তিগুলোর মাধ্যমে ভারত শুধু পণ্যের রপ্তানিই নয়, সেবাক্ষেত্র-বিশেষত তথ্যপ্রযুক্তি, ফিনান্স, কনসালটেন্সি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য-তেও নিজের আধিপত্য বিস্তার করছে। জিওপলিটিক্সের ক্ষেত্রে ভারতের কৌশলগত নিরপেক্ষতা এবং একই সঙ্গে সব পক্ষের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখার নীতি তাকে এক বিশেষ সুবিধাজনক অবস্থানে এনেছে। যেমন, পশ্চিমা বিশ্ব যখন রাশিয়ার উপর নিষেধাজ্ঞা চাপাচ্ছে, তখন ভারত তার শক্তির চাহিদা মেটাতে রাশিয়ার সঙ্গে বিশেষ ছাড়ের মাধ্যমে চুক্তি করেছে। আবার একই সঙ্গে আমেরিকা, ইউরোপ, এবং জাপানের সঙ্গে ভারত তার কৌশলগত ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক বজায় রেখেছে। ফলে, বিশ্ববাণিজ্যের ভারসাম্য যখন হঠাৎ ভেঙে পড়ে, ভারত তখন নতুন রফতানি বাজার এবং বিকল্প উৎস খুঁজে বের করতে সক্ষম হয়।

এছাড়াও, ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কাঠামোর একটি শক্তিশালী স্তম্ভ হলো ডিজিটাল রূপান্তর এবং প্রযুক্তিগত আধুনিকীকরণ। এখন ই-কমার্স, ই-এক্সপোর্ট এবং ডিজিটাল অর্থপ্রদানের মাধ্যমগুলো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। একদিকে যেমন ছোট ব্যবসায়ীরা অনলাইনে বিদেশে পণ্য রফতানির সুযোগ পাচ্ছেন, তেমনি সরকারের জিএসটি, আইসিটি পরিকাঠামো এবং ডিজিটাল ইন্ডিয়া কর্মসূচি ব্যবসায়িক গতিশীলতাকে সহজ করেছে। অবশ্য এই সাফল্য ধরে রাখার জন্য কিছু বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি। ভারতের পোর্ট অবকাঠামো, লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা এবং আমদানি-রপ্তানি নীতিমালার আরও সংস্কার দরকার। তাছাড়া আন্তর্জাতিক মানের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য উৎপাদনের গুণগতমান, মান নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষ মানবসম্পদের উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। সরকারের উচিত ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পগুলোর রপ্তানি বাড়াতে আরও বেশি উৎসাহ ও প্রণোদনা দেওয়া। একই সঙ্গে সব রাজ্যকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের স্টেকহোল্ডার হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা দরকার, যাতে দেশব্যাপী একটি সম্মিলিত উন্নয়ন হয়। সবশেষে বলা যায়, বর্তমান বিশ্ব-অর্থনীতি যতই জটিল হোক না কেন, ভারত তার অভ্যন্তরীণ শক্তি, বহুপাক্ষিক কৌশল ও অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও প্রতিযোগিতামূলক বাণিজ্য অংশীদার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বৈশ্বিক অনিশ্চয়তা যেমন চ্যালেঞ্জ, তেমনই সুযোগও বটে। ভারতের জন্য এই সময় নিজেকে আরও পরিণত, লচকদার এবং উদ্ভাবনী বাণিজ্যিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার মোক্ষম সময়। ভবিষ্যতের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ও কৌশল নির্ধারণ করবে, এই অনিশ্চয়তার মাঝে ভারতের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য কতটা টিকে থাকবে এবং কতটা এগিয়ে যেতে পারবে। তবে এখনো পর্যন্ত যেভাবে ভারত এগিয়ে এসেছে, তাতে আশা জাগে-এই যাত্রা চলবেই।

নির্মাণ ন্যায় ও অংশগ্রহণের সন্ধানে বিকল্প শিক্ষানীতির

বিশেষ সংবাদদাতা ঃ কোভিড মহামারির আঁচে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা যখন স্থবির-মন্ত্রিসভার অনুমোদনেই এনইপি ২০২০ পাশ হলো, তাতে সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও বিরূপ প্রতিক্রিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সাধারণ মানুষের আন্তরিক অংশগ্রহণ ও রাজ্য-কেন্দ্র সমন্বয়ের অভাব শিক্ষানীতি প্রণয়ে সমাজের এক বৃহৎ অংশকে বাইরে রাখে-অর্থনীতিবিদ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষক, ছাত্রছাত্রী ও রাজ্য সরকারসহ সকলেই ছিল সম্পৃক্ত নন। অথচ, শিক্ষা কোনো একক কেন্দ্রীয় নির্ধারণকেন্দ্র নয়, বরং রাষ্ট্রব্যবস্থার একটি পরিচ্ছন্ন এবং প্রতিচ্ছবি-সৃষ্ট শক্তি, যেখানে অংশগ্রহণ হলো তার ভিত্তি। তারই উত্তরাধিকারসূত্র, 'ভারত সেভ এডুকেশন কমিটি'-র উদ্যোগে তৈরি 'শিক্ষানীতি (পিইপি ২০২৫)' জানুয়ারি থেকে 'পার্লামেন্ট'-এ ছয় মাস ধরে গোটা দেশের মানুষকে নিয়ে মাঠপর্যায়ে মতামতের সংগ্রহ করেছে । এতে শিক্ষাবস্তুর প্রতিটি স্তর, কেন্দ্রীয়-রাজ্য ব্যবস্থার কাঠামো, প্রারম্ভিক থেকে উচ্চশিক্ষা-সবই অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এই নীতি শুধু প্রথাগত নীতিনির্ধারণ নয়, বরং সমাজ-অংশগ্রহণ প্রথার একটি আসন্ন আত্মপরিষ্কার। জাতীয় শিক্ষানীতি যেখানে জিডিপির ৬ শতাংশকে শিক্ষার জন্য বরাদ্দকরণ প্রস্তাব করে, কেন্দ্র সেই অঙ্কটিকেও পূরণ করতে পারেনি। অথচ, পিইপি দাবি করে-কেন্দ্রের বাজেটে শিক্ষার প্রাপ্য অর্থ অন্তত ১০ শতাংশ রাখতে হবে অর্থনীতির সামগ্রিক জিডিপির সুপ্রতিষ্ঠিত ৬ শতাংশ ট্রিগারে পৌঁছে গেলে নিশ্চিত হতে পারে শিক্ষার সার্বজনীনতা। এটি কেবল অর্থনৈতিক নয়, বরং সামাজিক সমতার সূচনা এবং প্রজন্মের ন্যায়সঙ্গত চাহিদার সুরক্ষা। তবে শুধু অর্থ বরাদ্দই নয়-কেন্দ্র-রাজ্য কাঠামোর সঠিক ভাগও গুরুত্বপূর্ণ। ৪২তম সংবিধান সংশোধনী (১৯৭৬) শিক্ষাকে যুগ্ম তালিকাভুক্তি দেওয়ার পরও, বর্তমান সময়ে তা কেন্দ্রের একাধিপত্যে প্রবৃত্ত হয়েছে পিইপি দাবি রাখে-শিক্ষাকে স্বচ্ছ ও স্রোতধারা হিসেবে ফের রাজ্য তালিকাভুক্ত-এর অন্তর্ভুক্ত করা উচিত, যাতে রাজ্য নিজ নিজ শিক্ষানীতি পরিচালনায় সক্ষম হয়। এর ফলে রাজ্যীয় দৃষ্টিভঙ্গি, ভাষা, ভূগোল ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের সাথে সংলাপ তৈরি করা সহজ হবে। ঘনিষ্ঠতার আরেকটি অংশ হলো প্রাক্‌প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্বীকৃতি ও উন্নয়ন। এনইপি যেখানে তিন বছরের প্রাক্‌প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করেছে, বাস্তবে তার অপারতা চোখে পড়ার মত-অঙ্গনওয়ারিতে সীমাবদ্ধতা ও বেসরকারি নার্সারি বৃদ্ধি বলে প্রমাণ করে যে জনসাধারণের অংশগ্রহণ হয়নি । পিইপি সুপারিশ করে সরকারি স্কুলে দিয়ে, শুরু করা হোক ঐচ্ছিক দুই বছরের প্রাক্‌প্রাথমিক শিক্ষার সুরেশ। এক্ষেত্রে শিক্ষার অধিকার আইনের আওতায় বয়সসীমা শুধু বাড়ছে (৩-১৭ বছর), তা নয়, পশ্চিমবঙ্গীয় অথবা একতরফাভাবে পাঠ্যবই প্রণয়ন করা হলে, তা জাতীয় সীমানাকে ছাপিয়ে বিশ্ব-মানের আলোচ্য-যোগ্যতা হারায়। তবে রাজনৈতিক বাস্তবতা এই পিইপি নীতির পথচলা সহজ নয়। রাজ্য সরকারগুলো, যাদের পতাকা বা শাসকমূল্য যাই হাক, বর্তমানে এনইপি-র কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছে । সেই বিপরীতে, পিইপি-কে বিকল্প বলে তুলে ধরার কাজ-শিক্ষকসমাজ, শিক্ষার্থী, অধ্যাপক ও নাগরিক সমাজের মিলিত প্রচেষ্টা-দুরূহ হলেও সম্ভাব্য।

মৌলিক স্কুল কক্ষের আন্তরিকতা ও সামর্থ্যও শক্তিশালী হচ্ছে। শিক্ষা বিভাগে দলবদ্ধ পড়াশোনার প্রকৃতি ফিরিয়ে আনার পাশাপাশি, পিইপি বুদ্ধিদীপ্তভাবে সিমেস্টার চালু করার সমালোচনা করেছে। বক্তৃতা যাচাই না হয়ে পরীক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান-গভীরতা বোঝার গুরুত্ব তুলে ধরেছে। এর মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে প্রেক্ষাপটে স্থাপন করে, শিক্ষার আনুষ্ঠানিক নয় বরং জ্ঞানভিত্তিক-মূল্যবোধবদ্ধ অর্জনের প্রতিচ্ছবি দেখাচ্ছে। আরও গুরুতর একটি সমালোচনা এনইপি-র গবেষণার কাঠামোর উপর। 'রিসার্চ ফাউন্ডেশন'-এর কেন্দ্রীয় নিযন্ত্রণে গবেষণার বিষয়বস্তু ও অর্থনৈতিক অনুমোদন, যেখানে প্রধানমন্ত্রী নিজেই নিয়ন্ত্রক, পিইপি তাতে রাজি নয় । শিক্ষায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ যখন বেড়ে যায়, তখন গবেষণা-নবীনতা মুক্ত থাকেনা। পিইপি এখানে শিক্ষকের ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বাধিকার জোরালোভাবে তুলে ধরে-একটি মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার দাবিতে এটি সম্পাদক। মৌলিকভাবে, এই সব অভিসন্ধি-বাণিজ্যিকীকরণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ, কেন্দ্রীকরণ-শিক্ষার মাধুর্য ও বিস্তৃতি ধ্বংসের পথ প্রদর্শক। 'জ্ঞান ব্যবস্থা'-র কেপিবাজি

যে বিশ্বাস পিইপি ভাবছে-নীতির নির্মাণে সকলের অংশ-সেটিই তার মুল প্রতিশ্রুতি। দেশের প্রান্তিক থেকে শহরের, শিক্ষক থেকে শিক্ষার্থী, রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় পর্যায়-সবের মতামত নিয়ে নীতির খসড়া তৈরি হচ্ছে। জানুয়ারি থেকে শুরু এই 'সংসদ' (পিপলস পার্লামেন্ট)-এ তা নৈতিক ও বিষয়গত গভীরতা দেবে। এরপর তা সামনে। পিইপি-র যাত্রা শুধুমাত্র প্রতিবন্ধকতা নয়, বরং আশার শক্তি। সংক্ষেপে বলতে গেলে, পিইপি আমাদের সামনে না একটি পূর্ণাঙ্গ বিকল্প প্রস্তাব উপস্থাপন করেছে, তা নয়-এটি একটি নতুন ধারার শুরু। যেখানে শিক্ষানীতি হবে ত্রিমাত্রিক অর্থনৈতিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংস্কৃতিক-সমাজিক। যেখানে নীতি শুধু কত বরাদ্দ হবে তা নয়, বরং কেন, কে করবে, কিভাবে করবে এবং কোথায় করবে-সেই স্বচ্ছতা ও অংশগ্রহণ পাবলিক আডিয়েন্সের কাছে কাছে নিয়ে যাওয়া। এই প্রবন্ধ পাঠশেষে আমাদের প্রশ্ন করা উচিত-আমরা কি পিইপি-র অংশ হবে? প্রশান্ত কেন্দ্রের বাণিজ্যিকীকরণ ও একতরফাভাবের তুলনায়, এই বেশি অংশগ্রহণমূলক, গণমুখী, ন্যায়সঙ্গত পথ কি আমরা সত্যি বেছে নিতে পারি?

সমগ্র অঞ্চলে ট্রেনের স্টপেজ সম্প্রসারণের মাধ্যমে অ্যাক্সেস এবং যাত্রী সুবিধার মজবুতিকরণ ভারতীয় রেলের

মালিগাঁও, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ভারতীয় রেলওয়ে ১৭ ফেব্রুয়ারী ২০২৬ থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে অসম, পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারে অতিরিক্ত ট্রেন স্টপেজ চালু করেছে। এই পদক্ষেপটিকে ব্যাপকভাবে স্বাগতম জানানো হয়েছে, যার ফলে যাত্রী এবং স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে আন্তরিক প্রশংসা এবং উদযাপনের সৃষ্টি হয়েছে। অসংখ্য পরিবার, শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী এবং রোগীদের জন্য, এই নতুন স্টপেজগুলি কেবল কর্মক্ষম সমন্বয়েরই ইঙ্গিত দেয় না, বরং এগুলি সুগম, দ্রুত এবং আরও মর্যাদাপূর্ণ ভ্রমণের জন্য দীর্ঘ প্রতীক্ষিত সুযোগের প্রতিনিধিত্ব করে। ট্রেন নং. ৭৫৭২৯ /৭৫৭৩০ (গুয়াহাটি - শিলঘাট টাউন - গুয়াহাটি) ডেমুর ডিগারু রেলওয়ে স্টেশনে নতুন স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে, যা সাংসদ (লোকসভা) শ্রীমতি বিজুলি কলিতা মেধি ডিগারু রেলওয়ে স্টেশন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ সূচনা করেন। একইভাবে, ভারত সরকারের শিক্ষা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলীয় উন্নয়ন রাজ্যমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার দৌলতপুর হাট রেলওয়ে স্টেশনে ট্রেন নং. ১৩০৬৩ / ১৩০৬৪ (হাওড়া - বালুরঘাট - হাওড়া) এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ১৩১৬১/ ১৩১৬২ (কলকাতা - বালুরঘাট - কলকাতা) এক্সপ্রেসের নতুন স্টপেজের উদ্বোধন করেন। তিনি ট্রেন নং. ১৫৪৬৪ / ১৫৪৬৩ (শিলিগুড়ি জংশন - বালুরঘাট - শিলিগুড়ি জংশন) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস ট্রেনের শুভ সূচনা করেন এবং রামপুর বাজার রেলওয়ে স্টেশনে এই ট্রেনটির নতুন স্টপেজ চালু করেন। এছাড়াও, ট্রেন নং. ১৫৪৮৩ / ১৫৪৮৪ (আলিপুরদুয়ার জং.- দিল্লি- আলিপুরদুয়ার জং.) মহানন্দা এক্সপ্রেসকে নক্সালবাড়ী রেলওয়ে স্টেশনে একটি নতুন স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে। ট্রেন নং. ৭৫৭০৫ / ৭৫৭০৬ (রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি জংশন- রাধিকাপুর) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস এখন বাতাসী রেলওয়ে স্টেশন এবং অধিকারী রেলওয়ে স্টেশনে থামবে। একইভাবে, ট্রেন নং. ১৫৪৬৩ / ১৫৪৬৪ (বালুরঘাট-শিলিগুড়ি জংশন- বালুরঘাট) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসকেও অধিকারী রেলওয়ে স্টেশনে একটি নতুন স্টপেজ প্রদান করা হয়েছে। এই নতুন স্টপেজটিগুলিকে নক্সালবাড়ী, বাতাসী এবং অধিকারী রেলওয়ে স্টেশন থেকে সাংসদ (লোকসভা) রাজু বিস্তা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন, যার ফলে আঞ্চলিক যোগাযোগ এবং যাত্রীদের সুযোগ- সুবিধা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাবে। ১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে, ট্রেন নং. ১৫৪৮৪ / ১৫৪৮৩ (দিল্লি- আলিপুরদুয়ার জংশন-দিল্লি) মহানন্দা এক্সপ্রেস এবং ট্রেন নং. ১৫৭৭৮ / ১৫৭৭৭ (আলিপুরদুয়ার জংশন-নিউ জলপাইগুড়ি- আলিপুরদুয়ার জংশন) ট্যুরিস্ট এক্সপ্রেস যথাক্রমে নতুনকরে চালু করা স্টপেজ সেবক এবং গুলমা রেলওয়ে স্টেশন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হয়। এই উদ্বোধনগুলিকে লোকসভার সাংসদ রাজু বিস্তা সেবক এবং গুলমা থেকে সূচনা করেন। এছাড়াও, ট্রেন নং. ৭৫৭০৫/ ৭৫৭০৬ (রাধিকাপুর-শিলিগুড়ি জংশন- রাধিকাপুর) ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস তেলতা এবং সুধানী রেলওয়ে স্টেশনে নতুন স্টপেজ শুরু করেছে। এই স্টপেজগুলিকে লোকসভার সাংসদ তারিক আনোয়ার এবং বিধায়ক সঙ্গীতা দেবী তেলতা এবং সুধানী রেলওয়ে স্টেশন থেকে উদ্বোধন করেন, যার ফলে স্থানীয় যাত্রীদের জন্য আঞ্চলিক রেলওয়ে অ্যাক্সেসযোগ্যতা উন্নত করার দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই সমস্ত স্টেশনে জনসাধারণ কৃতজ্ঞতা এবং আশার এক তীব্র অনুভূতি শেয়ার করেছেন। তারা নতুন ট্রেন স্টপেজগুলিকে কেবল উন্নত ভ্রমণ সুবিধা হিসেবেই দেখেন না, বরং তাদের চাহিদা এবং তাদের অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বের স্বীকৃতি হিসেবেও দেখেন। এই জনকেন্দ্রিক পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে, ভারতীয় রেলওয়ে এবং উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে যোগাযোগ এবং জনসাধারণের আস্থা উভয়ই উন্নত করেছে, যা অন্তর্ভুক্তিমূলক পরিষেবা এবং যাত্রী কল্যাণের প্রতি তাদের অব্যাহত প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করে।

আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড

ADITYA BIRLA CAPITAL — PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

রেজিস্টার্ড অফিসঃ ইন্ডিয়ান রায়ান কম্পাউন্ড, ভিরাভাল, গুজরাত-৩৬২২৬৬
কর্পোরেট অফিসঃ ১২তম ফ্লোর, আর টেক পার্ক, নিরলন কপ্লেক্স, হাব মলের সামনে, গোরেগাঁও (পূর্ব), মুম্ব-৪০০০৬৩, মহারাষ্ট্র

ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয়ের জন্য ৩০ দিনের নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮(৬) এর বিধান অনুসারে পঠিত।

আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড এবং আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের মধ্যে একত্রীকরণের ফলে, ১১.০৩.২০২৪ তারিখের একত্রীকরণ প্রকল্প অনুসারে, যা ২৪.০৩.২০২৫ তারিখে জাতীয় কোম্পানি আইন ট্রাইব্যুনাল - আহমেদাবাদ কর্তৃক গৃহীত আদেশে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, উল্লিখিত বন্ধকী সম্পত্তি সম্পর্কিত আদিত্য বিড়লা ফাইন্যান্স লিমিটেড কর্তৃক গৃহীত সমস্ত SARFAESI পদক্ষেপগুলি একত্রীকরণকৃত কোম্পানি আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের কাছে স্থানান্তরিত হয়েছে। সেই অনুযায়ী, আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড / সুরক্ষিত পাওনাদারের অনুমোদিত কর্মকর্তা সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (SARFAESI) এর ধারা ১৩(২) এর অধীনে জারি করা নোটিশ অনুসারে, সুরক্ষিত পাওনাদারের সুরক্ষিত ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য, নীচে উল্লিখিত বকেয়া এবং নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত চার্জ এবং খরচ সহ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতাদের কাছ থেকে আদায় করার জন্য নিম্নলিখিত সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছেন। এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণগ্রহীতাদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেডের ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত সম্পত্তির ই-নিলাম ''যেমন আছে যেখানে আছে'', ''যাহা আছে যেমন আছে'' এবং ''যাহা কিছু আছে'' ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময়ঃ ২৬.০৩.২০২৬, সকাল ১১:০০ টা থেকে দুপুর ১:০০ টা পর্যন্ত।
কেওয়াইসি এবং আর্নেস্ট মানি জমা (ইএমডি) গ্রহণের শেষ তারিখঃ ২৫.০৩.২০২৬

ক্রম. নং.	ঋণগ্রহীতাদের নাম এবং সহ-ঋণগ্রহীতাদের নাম	সম্পত্তি / সুরক্ষিত সম্পদের বর্ণনা	রিজার্ভ মূল্য (টাকায়)	বকেয়া টাকা জমা (ইএমডি) (টাকায়) / বর্ধিত মূল্য)	চাহিদা বিজ্ঞপ্তি তারিখ এবং মোট আয় (টাকায়)
১.	১. **মেসার্স ব্রাজা ট্রেডার্স** এর স্বত্বাধিকারী শ্রীমতি পপি দাসের মাধ্যমে, শ্রী শ্যামল বোসের কন্যা, ২. **শ্রী শ্যামল কুমার দাস,** পুত্র শ্রী ননী গোপাল দাস, **Lan: ABKOLSTS000000681251**	অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার সীমানার মধ্যে ১৮ নং পৌর ওয়ার্ডের অধীনে, প্রায় ২টি কোটা এবং ১৪ বর্গফুট আয়তনের জমির সমস্ত অংশ, কমবেশি একই রকম, অংশ গঠনকারী দাগ নং ২২, ইপি নং ৩৯৩৪, আর. এসজেএল. আর. দাগ নং ৮৯২, এলআর খতিয়ান নং ৩৯১৪ এর অধীনে, জে. এল. নং ৭১ এর মৌজা তাবেড়িয়ায়, আর. এস. অশোকনগরের অধীনে, বর্তমানে পৌর হোল্ডিং নং ১৮/৬১/৯৭ (ডাক ঠিকানা ৩৯৩/৪, অশোকনগর, ডাকঘর অশোকনগর-৭৪৩২২২) নামে পরিচিত এবং নম্বরযুক্ত। অশোকনগর কল্যাণগড় পৌরসভার সীমানার মধ্যে, পৌর ওয়ার্ড নং ১৮ এর অধীনে এবং তার উপর অবস্থিত ভবনের মোট আয়তন প্রায় ১১২১ বর্গফুট। এবং উক্ত প্রাঙ্গণটি নীচের দিকে বেষ্টিত এবং **বেষ্টিতঃ উত্তরেঃ** অন্য একতলা ভবন (লোপ নি ৩৯৪/৪) দ্বারা। **পূর্বেঃ** বিমল সাহার একতলা ভবন (লোপ নি ৩৬০/৪) দ্বারা, **দক্ষিণেঃ** সঞ্জীব কৃষ্ণ দাসের একতলা ভবন (লোপ নি ৩৯২/৪) দ্বারা, **পশ্চিমেঃ** ১৫ ফুট প্রশস্ত রাস্তা দ্বারা।	**২৯,০৫,০০০/- টাকা** (উনত্রিশ লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা মাত্র)	২,৯০,৫০০/- টাকা (দুই লক্ষ নব্বই হাজার পাঁচশো টাকা মাত্র) ২৫,০০০/- টাকা (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)	**১৩.১২.২০২৪ এবং ২৮,৬৮,৬৮৫/-** টাকা (আঠাশ লক্ষ আটষট্টি হাজার ছশো পঁচাশি টাকা মাত্র) **০৯.১২.২০২৪** তারিখের হিসাবে
২.	১. **মেসার্স শংকর এন্টারপ্রাইজ** এর স্বত্বাধিকারী শ্রী শঙ্কর কুমার হালদারের মাধ্যমে, ২. **শ্রী শঙ্কর কুমার হালদার,** পিতা শ্রী পশুপতি হালদার ৩. **শ্রীমতি তনুশ্রী হালদার** পিতা আনন্দ জানা **Lan: ABKOLSTS000000801633 & ABKOLSTS000000807719**	শংকর জমির প্রায় ৪.৮ দশমিক (পোঁচা ৫ দশমিক হিসাবে) পরিমাপের সমস্ত জমির টুকরো এবং অংশটি একই রকম হবে, প্রায় ২৬০৯ বর্গফুট পরিমাপের দ্বিতল আবাসিক বাড়ি, যার উপর দাঁড়িয়ে আছে, মৌজা- নবীনাথপুর, জে.এল. নং ৬৩, আর.এস. খতিয়ান নং ৩০/১৮, ১১৮৭৮. ১১৪, ৪৮, এল.আর. কৃষি খতিয়ান নং ৪০২ এর সাথে সম্পর্কিত, বর্তমানে এল.আর. খতিয়ান নং ৭১৯ আর.এস. দাগ নং ৬৬৬, ৬৬৭ এর সাথে সম্পর্কিত, এল.আর. দাগ নং ৬৪৪ এবং ৬৪৫ এর সাথে সম্পর্কিত, যথাক্রমে ১৩১ নং অধিষ্ঠিত, আর.এস. কুলপি, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনার অধীনে রামনগর-গাজীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের স্থানীয় সীমানার মধ্যে। যা প্রকৃতভাবে বাটযুক্ত এবং **সীমানাযুক্তঃ উত্তরেঃ** মালিক এবং অন্যান্য পরিবারের পুকুর দ্বারা, **দক্ষিণেঃ** সাধারণ পথ দ্বারা, **পূর্বেঃ** আংশিকভাবে পরিবারের মন্দির দ্বারা, **পশ্চিমেঃ** আরটি শেড মালিক দ্বারা।	**২২,৯৩,১৬/-** (বাইশ লক্ষ তিরানব্বই হাজার একশ ষাট টাকা মাত্র)	**২,২৯,৩১৬/-** (দুই লক্ষ উনত্রিশ হাজার তিনশো যোল টাকা মাত্র) **২৫,০০০/-** (পঁচিশ হাজার টাকা মাত্র)	**০৯.০৬.২০২৫ এবং ২২,৮৭,৩৯৩/-** টাকা (বাইশ লক্ষ সাতাশি হাজার তিনশ তিরানব্বই টাকা মাত্র) **০৫.০৬.২০২৫** তারিখের হিসাবে

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড সিকিউরড ক্রেডিটোর ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন, যেমন https://abfl.adityabirlacapital com/Pages/Individual/ Properties-for-Auction-under-SARFAESI-Act.aspx অথবা https://BidDeal.in যোগাযোগ নম্বরঃ আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড, অনুমোদিত কর্মকর্তা অপূর্ব দাস্থী (৯৯৩০৯০৯৭২৫), পিএসআর রাও (৯০৮৮০০৮৮৫৫), বিজয় দে (৯৭৩৫৬১১১৫৬), কোমল পাতিল (৯৮৬৭৮৯৫৭৯৫), জহিরুল লস্কর (৯৭০৬০০৩০৭৫)।

স্থানঃ উত্তর ২৪ পরগনা / দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ তারিখঃ ১৮.০২.২০২৬
স্বাক্ষরিত/- অনুমোদিত কর্মকর্তা, আদিত্য বিড়লা ক্যাপিটাল লিমিটেড

বাঁকুড়ায় চালু হচ্ছে কেশরা-কাটজুড়িডাঙা হল্ট স্টেশন

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ বাঁকুড়া শহরের উপকণ্ঠে কেশরা-কাটজুড়িডাঙা এলাকায় নতুন যাত্রী হল্ট স্টেশন চালু হতে চলেছে। আগামী সোমবার, ২৩ ফেব্রুয়ারি থেকে এই হল্ট স্টেশনে ট্রেন থামবে বলে জানিয়েছে দক্ষিণ পূর্ব রেল। প্রথম পর্যায়ে পাঁচ জোড়া ট্রেন এই নবনির্মিত হল্ট স্টেশনে দাঁড়াবে। রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, নতুন হল্ট চালু হলেও বাঁকুড়া ও আশপাশের অন্য স্টেশনগুলির সময়সূচিতে কোনও পরিবর্তন করা হয়নি। ফলে নিয়মিত যাত্রী চলাচলে অতিরিক্ত চাপ পড়বে না বলেই মনে করা হচ্ছে। ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ থেকে কেশরা-কাটজুড়িডাঙা যাত্রী হল্টে একাধিক মেমু ও যাত্রী ট্রেনের স্টপেজ চালু হচ্ছে। রেল কর্তৃপক্ষের মতে, এই হল্ট স্টেশন চালু হওয়ায় নতুনচটি, কাঠজুড়িডাঙা, কেশরা, শালবনী সহ প্রায় ২০-২২ টি গ্রামের মানুষ সরাসরি উপকৃত হবেন। নতুন হল্টটি বাঁকুড়া ও আঁচুড়ি স্টেশনের মাঝামাঝি অবস্থিত। শহর থেকে দূরে থাকার কারণে এতদিন এই এলাকার বাসিন্দাদের ট্রেন ধরতে চরম সমস্যায় পড়তে হত। দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় বাসিন্দারা এই হল্টের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে আসছিলেন। আদ্রা ডিভিশন-এর সিনিয়র ডিসিএম বিকাশ কুমার জানান, যাত্রীদের যাতায়াত আরও সহজ ও স্বাচ্ছন্দ্য করতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। রেল সূত্রে প্রকাশিত সময়সূচি অনুযায়ী, সোমবার থেকে মোট ১০টি মেমু ট্রেন কেশরা-কাটজুড়িডাঙা হল্টে এক মিনিট করে দাঁড়াবে। এর মধ্যে ভোর ৫ টা ৩২ মিনিটে বিষ্ণুপুর-আদ্রা মেমু এবং রাত ৯ টা ১০ মিনিটে আদ্রা-বিষ্ণুপুর মেমু রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা অলোক দাস, সনাতন ব্যানার্জি ও প্রদীপ পালের কথায়, নতুন হল্ট চালু হওয়ায় তাঁদের যাতায়াতের সময় ও স্টেশন পৌঁছানোর ভাড়া দুটোই কমবে। পাশাপাশি বাঁকুড়া সম্মিলনী মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিসার জন্য আসা রোগী ও তাঁদের পরিজনদেরও উল্লেখযোগ্য সুবিধা হবে বলে মত স্থানীয়দের।

মিড ডে মিল

কলকাতা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ রাজ্য সরকার সব সরকারি ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের পুষ্টিকর খাবার দিতে মিড ডে মিলে অতিরিক্ত ডিম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর থেকে জারি করা এক নির্দেশিকায় রাজ্যের স্কুলগুলিতে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিকে পড়ুয়া ৮১ লক্ষ ১৯ হাজার ৪১৫ জন ছাত্র ছাত্রীকে আগামী ৩১ মার্চ এর মধ্যে প্রতি সপ্তাহে একটি করে ডিম দেওয়ার পাশাপাশি অতিরিক্ত ১২ দিন ডিম দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছে। এইজন্যে ৭ হাজার ৭৯৪ লক্ষ ৬৪ হাজার টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

দ্বিতীয় পর্যায়ে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের জন্য এলইডি ট্যাবলোর উদ্বোধন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কোচবিহার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের বাংলা বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ প্রায় সম্পন্ন। কোচবিহার জেলায় এক লক্ষ ছিয়াশি হাজার মানুষ এই সুবিধা পাচ্ছেন। মঙ্গলবার কোচবিহারে জেলাশাসক দপ্তর থেকে মানুষকে সচেতন করার লক্ষ্য এবং বাংলার বাড়ি প্রকল্পের বিভিন্ন তথ্য নিয়ে এলইডি ট্যাবলোর উদ্বোধন করা হলো। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের জেলা শাসক জেলা পরিষদের সভাধিপতি সহ অন্যান্য আধিকারিকরা। এই প্রসঙ্গে কোচবিহারের অতিরিক্ত জেলাশাসক সৌমেন দত্ত বলেন - ইতিমধ্যে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের দ্বিতীয় পর্যায়ের এক লক্ষ ৮৬ হাজার মানুষকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে যার সিংহভাগ টাকা ইতিমধ্যেই আমরা ছেড়ে দিয়েছি। এই এলইডি ট্যাবলো জেলার প্রত্যেকটি ব্লকে যাবে এবং গুরুত্বপূর্ণ মোড় গুলোতে গিয়ে বেশ কিছু সচেতনতা মূলক ছবি এবং ভিডিও মানুষকে দেখানো হবে।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৯৮, তারিখ ১৬.০২.২০২৬। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকমিউ-নিকেশন ইঞ্জিনিয়ার, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম অফিস, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/৪৬/২৫-২৬/ডিপোজিট। স্থান সহ কাজের নাম ঃ** নিম্নলিখিতগুলির পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যালিং-এর কাজ - (i) সিই-র ড্রয়িং নং. সি.৪৭১-২০১৪ অনুসারে শিয়ালদহ -লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় জলপথ বৃদ্ধির জন্য কিমি ২৭.০৯৭-এ বিদ্যমান ব্রিজ নং. ৩-এর লাগোয়া (১x৬.০০০x৪.৮৮৯ মিটার) নতুন আরসিসি বক্স নির্মাণ। (ii) সিই-র ড্রয়িং নং. সি.৪৭২-২০১৪ অনুসারে শিয়ালদহ -লক্ষ্মীকান্তপুর শাখায় জলপথ বৃদ্ধির জন্য কিমি ২৮.৭৮৩-এ বিদ্যমান ব্রিজ নং. ৪-এর লাগোয়া (১x৬.০০০x৪.৫০০ মিটার) নতুন আরসিসি বক্স নির্মাণ এবং (iii) সিই-র ড্রয়িং নং. সি.৪৫-২০১৫ অনুসারে শিয়ালদহ - ডায়মন্ড হারবার শাখায় জলপথ বৃদ্ধির জন্য কিমি ২৬.০০৯-এ বিদ্যমান ব্রিজ নং. এস/৩৪-এর লাগোয়া (১x৫.৫০০x৩.১৩৬ মিটার) নতুন আরসিসি বক্স নির্মাণ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৬,১৪,৪৮৪.০২ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** শূন্য। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৭২,৩০০.০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ০৯ মাস। **টেন্ডার দাখিল শুরুর তারিখ ঃ** ০২.০৩.২০২৬। **টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ঃ** ১৬.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো পর্যন্ত। **টেন্ডার দরপ্রস্তাব খোলার তারিখ ঃ** ১৬.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ২টো ৩০ মিনিটে। **বিশদ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in** -এ। **যে প্রয়োজনীয় নথি দাখিল করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথি অনুসারে।

SDAH-402/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এলএইচএস-২৬-১-১-২১-১-সি-ই, তাং. ১৬.০২.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক **টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই-এলএইচএস-২৬-১-১-২১-১-সি-ই**-এর পরিপ্রেক্ষিতে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। দরপ্রস্তাবদাতারা তাঁদের প্রকৃত/সংশোধিত দরপ্রস্তাব কেবলমাত্র বন্ধ হওয়ার তারিখ ও সময় পর্যন্ত দাখিল করতে পারবেন। এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নাম ঃ** হাওড়া ডিভিসন - নিম্নলিখিতের পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যালিং-এর কাজ - শিডিউল এ১- এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ২৬/১/১(ই)-র পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য সিগন্যালিং ব্যয়। শিডিউল এ২- এইএন/আজিমগঞ্জের অধীনে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ২৬/১/১(ই)-র পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য টেলিকম ব্যয়। শিডিউল বি১- এইএন/কাটোয়ার অধীনে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ২১/১/সি/ই (এমএল) -এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য সিগন্যালিং ব্যয়। শিডিউল এ২- এইএন/কাটোয়ার অধীনে রেলওয়ে রিলিভিং গার্ডার দ্বারা এলসি গেট নং ২১/১/সি/ই (এমএল) -এর পরিবর্তে নতুন এলএইচএস নির্মাণের জন্য টেলিকম ব্যয়। **দরপ্রস্তাব প্রদানের পদ্ধতি ঃ** সিঙ্গল প্যাকেট। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৩,২৮,৮৬,১৯৫.৩৪ টাকা। **বায়না অর্থ/ দরপ্রস্তাব জামিন ঃ** ৩,১৪,৪০০.০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য ঃ** ০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** ৬০ দিন। **টেন্ডার আপলোড করার তারিখ ও সময় ঃ** ১৬.০২.২০২৬ তারিখ বিকেল ৪টে ১২ মিনিটে। **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ২৪.০২.২০২৬। **বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১০.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। বিশদ পাওয়া যাবে যে ওয়েবসাইটে ঃ **www.ireps.gov.in** HWH-627/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ ২৭৮_২০২৫-২৬ এবং ২৭৯_২০২৫-২৬, তারিখ ১৩.০২.২০২৬। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, নিউ ডিআরএম বিল্ডিং, রেল মিউজিয়ামের নিকটে, হাওড়া- ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে **সিনি. ডিইএন/৩/হাওড়া**-র অধীনে। **ক্র. নং. ঃ ১। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৭৮_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিভিসন ইঞ্জিনিয়ার/৩/হাওড়া-র অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়েল্ডিং অংশ সরবরাহ এবং দেখভাল সমেত অ্যালুমিনো থার্মিট এসকেভি পদ্ধতির দ্বারা রেল জয়েন্টসমূহর ওয়েল্ডিং। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৮৯,১৪,২৮৭.০০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৭৮,৩০০.০০ টাকা। **ক্র. নং. ঃ ২। ই-টেন্ডার নং ঃ ২৭৯_২০২৫-২৬। কাজের বিবরণ ঃ** সিনিয়র ডিইএন/৩/হাওড়া-র অধিক্ষেত্রের অধীনে ওয়েল্ডিং অংশ সরবরাহ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৯৯,০৯,৩৫২.৫০ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ১,৯৮,২০০.০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং. ১ ও ২-এর জন্য স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ০৮ (আট) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ০৯.০৩.২০২৬ দুপুর ২ টো। www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান**-ই- টেন্ডারিং -এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গ্রহণ করা হবে। **দ্রষ্টব্যঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গ্রাহ্য হবে না। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না। HWH-621/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Hooghly-Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly, West Bengal.
Tel.: (033) 2680-2899/2319, Telefax:- (033) 2680-6091

E-Tender Notice

Memo No-709/WS/SD **Dated-17/02/2026**

E-tenders are invited by the undersigned vide this office Tender Notice No. WBMAD/C/HCM/WS/NIT8/2e/26 and Tender Id No-2026_MAD_1008474_1 to 4 for Overhead tank renovation work & Sinking of deep tube well at different areas under 15th F.C Tied Grant within this Municipal area. The last date of submission of e-Tender is: **28/02/2026 at 11:00 hrs**.For more details and bidding online please visit website **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly Chinsurah Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ঃ এনআইটি/০২/২৬/১১, তারিখ ১৬.০২.২০২৬। প্রিন্সিপ্যাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, ৩য় তল, ফেয়ারলী প্লেস, ১৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলকাতা-৭০০০০১ কর্তৃক নিম্নলিখিত দফাসমূহ সরবরাহের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।

● **(ক) ক্রমিক নম্বর ও টেন্ডার নম্বর; বিবরণ; ইএমডি** যথাক্রমে ঃ (১) ১০২৫১০৩৭; ইএলজিআই নির্মিত ডিস্ক টাইপ কাপলিং ইত্যাদি ; ₹ ১,৩৪,৩৩০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ১০.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (২) ১০২৬১৭৬৬; প্লাগ সহ হাই ভোল্টেজ কেবেল ইত্যাদি ; ₹ ৩,৯২,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৩) ১১২৫১৮০৯এ; (খ) আরডিএসও ড্রয়িং নং সিজি-কে ৪০৫৯, অল্ট. নং. ৪ এবং আরডিএসও-র স্পেসিফিকেশন নং সি-কে৪০৯ (রেভ.৩) অফ এপ্রিল ২০২৩ অনুসারে প্রাইমারী সাসপেনশন-এর হাইট্রেল লোয়ার ওয়াশার এবং (খ) আরডিএসও ড্রয়িং নং সিজি-কে ৪০৫৮, অল্ট. নং. ৩ (তিন) এবং আরডিএসও-র স্পেসিফিকেশন নং সি-কে৪০৯ (রেভ.৩) অফ এপ্রিল ২০২৩ অনুসারে প্রাইমারী সাসপেনশন-এর হাইট্রেল আপার ওয়াশার সংগ্রহের কাজ। বি.দ্র.ঃ- (১ সেট = ১ টি লোয়ার +১টি আপার); ₹ ৪,৮২,৩৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৪.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৪) ১০২৬২৪৫০; সিঙ্গল ডাক্ট লেদার বেলোর সেট ইত্যাদি ; ₹ ১০,২১,৪৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৫) ১০২৫২৫১৬; "ই-৭০ ব্রেক-এর আইওএইচ শিডিউল"-এর কিট; ₹ ৩,১২,৫৮০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৪.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৬) ১০২৬১৮৭৩; ভার্টিকাল ইত্যাদির জন্য রেজিস্টর গ্রিড এলিমেন্ট ; ₹ ৫,২৮,৫৫০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৭) ১০২৬১৭৬৫; ট্রান্সফরমারের জন্য মোটর সহ অয়েল পাম্প ইত্যাদি; ₹ ২,১০,৭৭০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ৩০.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৮) ১০২৫১১৬৭; হিতাচি ট্র্যাকশন মোটরের ম্যাগনেট ফ্রেম কম্পোনেন্টসহমূ (পিই)-র সেট; ₹ ৩,৬৮,২৯০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৯.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে।** (৯) স্পেশালপিএসসিস্লিপারস২৬২৮; বিশেধ ধরনের পিএসসি স্লিপার সংগ্রহের কাজ ; ₹ ২০,০০,০০০। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ০৫.০৩.২০২৬ তারিখ দুপুর ১টা ৩০ মিনিটে। টেন্ডার মূল্য ঃ** ক্র. নং. ১ থেকে ৯ পর্যন্ত ₹ ০।

● **(খ) ক্রমিক নম্বর, টেন্ডার নম্বর, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও অনুমিত টেন্ডার মূল্য** যথাক্রমে ঃ (১) ৫২২৫৭৭৮০; কেবিআইপিএল-এর জন্য উন্নততর জংশন বক্স এবং কানেক্টর সমেত পুনর্বিন্যস্ত ওয়্যারিং -এর রেট্রোফিটমেট; ₹ ৬৪,০১,৫০০। (২) ৫২২৬৫৩৭৯; ব্যাটারি এবং ব্যাটারি বক্স ; ₹ ৬১,০১,৭৮০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ক্র. নং ১ ও ২-এর জন্য ১৪.০৩.২০২৬।

● **(গ) ক্রমিক নম্বর ঃ ১, টেন্ডার নম্বর ঃ ৫২২৬৫৫০৮, সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** এয়ার স্প্রিং -এর জন্য কিট সামগ্রীর সেট **ও অনুমিত টেন্ডার মূল্য ঃ** ₹ ৪,০৩,৫৫,৭৬৪.০০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ১৮.০৩.২০২৬।

দ্রষ্টব্য ঃ উপরোক্ত টেন্ডারগুলি ই-টেন্ডার এবং **https:// www.ireps.gov.in**-এ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অনলাইনে দরপ্রস্তাব জমা করতে সকল টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারগুলি এবং অন্যান্য সরবরাহ টেন্ডারের বিষয়ে আরও বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট দেখুন।

STORES-68/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

தமிழ்நாடு மத்தியப் பல்கலைக்கழகம்
तमिलनाडु केंद्रीय विश्वविद्यालय
Central University of Tamil Nadu
(Established by an Act of Parliament, 2009)
Neelakudi, Thiruvarur, Tamil Nadu

டெண்டர் அறிவிப்பு / निविदा सूचना / Tender Notice

Providing and fixing pre-coated galvanised iron profile sheet truss shed for Shredder-cum-Pulverizer machine, providing and fixing safety grills for P. V. Sindhu Indoor Hall, repainting works in Girls' Common Room at CLC-II Building (Har Gobind Khorana Block); providing and laying 60 mm thick factory-made cement concrete interlocking paver blocks, including relaying of old paver blocks at CLC-II Building (Department of Biotechnology); and removing and re-fixing aluminium partition works along with other miscellaneous works in the Department of Physics, LBS-II Building, Academic Campus, CUTN, Thiruvarur.

டெண்டர் குறிப்பு எண் / निविदा संदर्भ सं./ Tender Ref. No.:	இறுதி தேதி & நேரம் / अंतिम तिथि एवं समय / Last date & Time:
CUTN/ENGG/CVL/Tender/2025-26/18	Please see the CUTN website https://cutn.ac.in/tenders

குறிப்பு / टिप्पणी / Note: மேலும் விவரங்களுக்கு CUTN இணையதளம் மற்றும் CPP போர்டல் பார்க்கவும்.
अधिक जानकारी के लिए कृपया तकेंवि की वेबसाइट www.cutn.ac.in और सीपीपी पोर्टल देखें।
For more details, please see the CUTN website www.cutn.ac.in and CPP portal.

-sd-

CBC 21299/12/0018/2526 பதிவாளர் /कुलसचिव/REGISTRAR

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/BR-VII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT No. : KMC/VII/59/APAS/01/163/229/0001
Name of work **: Repairing of passage at 4, Lokenath Bose Garden Lane in Ward No.59.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.1,99,863.95.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 45 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 24.02.2026 upto 5 p.m.** Tender will be opened on **26.02.2026 at 5 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **17.02.2026 at 5 p.m.** from the website **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**

The Executive Engineer (Civil)/BR-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/IX/074/170/2025-2026/APAS
Name of work **: Improvement of road surface and allied works 42A/1C, Raja Santosh Road and surrounding area in Ward No.74.** Estimated Amount (Including GST and CESS) **: Rs.2,40,297.28.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.**

2. NIT No. : KMC/IX/074/171/2025-2026/APAS
Name of work **: Restoration of road surface at 8/9, 8/10 Alipore Park Road and surrounding area disturbed by Water Supply in Ward No.074.** Estimated Amount (Including GST and CESS) **: Rs.2,99,747.33.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.**

3. NIT No. : KMC/IX/074/172/2025-2026/APAS
Name of work **: Improvement of road surface and allied works infront of 24/6, Raja Santosh Road, Alipore Avenue and surrounding area in Ward No.74.** Estimated Amount (Including GST and CESS) **: Rs.2,22,258.06.** Earnest Money **: Rs.4,500.00.** Period of Completion **: 60 Days.**

4. NIT No. : KMC/IX/082/067/2025-2026/R
Name of work **: Fixing of road side guard rail at P.M. Roy Road from X-ing of D.N. Ghosh Lane to X-ing of Gobinda Auddy Road in Ward-82.** Estimated Amount (Including GST and CESS) **: Rs.1,55,729.07.** Earnest Money **: Rs.3,200.00.** Period of Completion **: 45 Days.**

5. NIT No. : KMC/IX/082/143/2025-2026/APAS (2nd Call)
Name of work **: Development of toilet block and some gate of latrine at 113, Chetla Road in Ward-82 (APAS/01/159/265/0003).** Estimated Amount (Including GST and CESS) **: Rs.1,99,210.76.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 45 Days.**

6. NIT No. : KMC/IX/077/263/2025-2026.
Name of work **: Maintenance of drainage by supplying fitting and fixing M.H Cover, G.P. Cover, C.P Cover & inspection PIT Cover as and when required within 24 Hours in Ward No.77.** Estimated Amount (Including GST and CESS) **: Rs.1,99,872.94.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 365 Days.**

7. NIT No. : KMC/IX/077/264/2025-2026.
Name of work **: Repairing of Potholes and Ancillary Work at different Roads in Ward No.77.** Estimated Amount (Including GST and CESS) **: Rs.2,99,617.66.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 365 Days.** Last date and time of submission of bid **: 25.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 7). Tender will be opened on : 27.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.1 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **18.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No. 1 to 5) and 17.02.2026 - 5 p.m. (for Sl.No. 6 & 7).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 4, 6 & 7) and https://tender.wb.nic.in (for Sl.No.5).**

8. NIT No. : KMC/E.E.(C)/IX/071/2025-2026/APAS/142/01
Name of work **: Improvement of IP passage at 15/1 Dhirendra Nath Ghosh Road in Ward No.071 (APAS/01/159/142/0001).** Estimated Amount (Including GST and CESS) **: Rs.1,62,079.91.** Earnest Money **: Rs.3,300.00.** Period of Completion **: 60 Days.**

9. NIT No. : KMC/IX/074/176/2025-2026/APAS
Name of work **: Resurfacing of road surface and allied works at 19A Chetla Hut Road and surrounding area in Ward No.74 (APAS/01/159/98/0002). (Ref : IX/074/176/2025-2026/APAS).** Estimated Amount (Including GST and CESS) **: Rs.4,70,809.69.** Earnest Money **: Rs.9,500.00.** Period of Completion **: 60 Days.** Last date and time of submission of bid **: 24.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No. 8 & 9).** Tender will be opened on **: 26.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.8 & 9).** The bid forms and other details are available on and from **17.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No. 8 & 9)** from the website **https://etender.wb.gov.in (for Sl.No.8 & 9).**

The Executive Engineer (C), Br-V, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/036/29/2025-2026
Name of work **: Restoration of passages to be disturbed due to Water Supply Deptt. at 16 Omda Raja Lane, 18/H/2, 5C Shib Tola Lane and surrounding places in Ward No.36.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.2,95,829.97.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/040/36/2025-2026
Name of work **: Repairing of Bituminous Road surface to Prevent Road Dust from 135 RR Sarani to 24 Siddheswar Ch. Lane in Ward No.40 under Borough-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.2,50,010.23.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/036/30/2025-2026
Name of work **: Restoration of Pavement and Passages at 3 North Sealdah Road, 7/B & 7/1/H/3 Gas Street etc. in Ward No.36.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.4,66,284.33.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 28.02.2026 - 11 a.m. (for Sl.No.1 to 3).** Date and Time of opening of Tender **: 02.03.2026 - 11 a.m. (for Sl.No.1 to 3).**

4. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/049/041/2025-2026/UTTARAN
Name of work **: Improvement of Uttaran Passage at 34/1, J.M.M. Row, 28/H/3, J.M.M. Row and other Uttaran Area in Ward No.49, Br-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.4,92,605.85.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 45 Days.**

5. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/43/2025-2026/UTTARAN
Name of work **: Renovation of Uttaran Latrines and allied works at 3, Gour Dey Lane, 28B Brojonath Dutta Lane etc. in Ward No.48, Br-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.4,57,519.81.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 90 Days.**

6. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/40/2025-2026
Name of work **: Repairing of damaged road and laying of Bituminous surfacing to Prevent Road Dust from 101 B.B. Ganguly Street to 90 P.C. Boral Street etc. in Ward No.048, Br-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.3,31,786.22.** Earnest Money **: Rs.7,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.**

7. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/048/41/2025-2026
Name of work **: Repairing of damaged road and laying of Bituminous surfacing to Prevent Road Dust from 93 to 102 P.C. Boral Street etc. in Ward No.048, Br-V.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.2,39,052.72.** Earnest Money **: Rs.5,000.00.** Period of Completion **: 21 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 25.02.2026 - 11 a.m. (for Sl.No.4 to 7).** Date and Time of opening of Tender **: 27.02.2026 - 11 a.m. (for Sl.No.4 to 7).** The bid forms and other details are available on and from **17.02.2026 - 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 7).**

8. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/041/2025-2026/D
Name of work **: Repairing & restoration of footpath at C.R.Avenue, M.G. Road and College Street etc. in Ward No.44.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.2,97,870.97.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 90 Days.**

9. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/043/2025-2026/D
Name of work **: Restoration of road disturbed by P.U. Agency at Phears Lane, M.G. Road, Sayed Sally Street etc. in Ward No.44.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.2,84,530.65.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 90 Days.**

10. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/49/2025-2026
Name of work **: Maintenance of Sewer & Sewer Appurtenances at Creek Row, Serpentine Lane etc. in Ward No.50.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.2,99,442.49.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 30 Days.**

11. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/50/50/2025-2026
Name of work **: Restoration of Asphaltum Road & IPS passages including Ancillary Work at Fordyce Lane, Debprosad Row surrounding area etc. in Ward No.50.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.2,96,684.11.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.**

12. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-V/044/042/2025-2026/D
Name of work **: Restoration of footpath disturbed by P.U. Agency at Chattawala Gully, Krishna Bihari Sen Street, Kanai Seal Street etc. in Ward No.44.** Estimated Cost (Including GST and CESS) **: Rs.2,80,521.74.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 60 Days.** Last date and time of submission of Bid **: 26.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.8 to 12).** Date and time of opening of Tender **: 28.02.2026 - 2 p.m. (for Sl.No.8 to 12).** The bid forms and other details are available on and from **18.02.2026 - 5 p.m. (for Sl.No.8 to 12).** The website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 12).**

The Ex. Engr. (Civil)/BR-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :-

1. NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/039/E29/25-26/R
Name of work **: Restoration of Asphaltum Road and Paver Block Footpath at 12, Marcus Sq. to 164A, C.R Avenue due to disturbed by CESC Dept. in Ward No.039.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.3,58,144.00.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 10 Days.**

2. NIT No. : KMC/EE(C)/IV/039/E31/25-26/BUSTEE
Name of work **: Repairs to Uttaran Collapse PIT, Catch PIT, S.W Pipe at 2, Sambhu Chatterjee Street, 6, Kedar Banerjee 3/1 Marcus Sq. and other Uttaran Places in Ward No.039.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.3,67,791.86.** Earnest Money **: Rs.8,000.00.** Period of Completion **: 90 Days.**

3. NIT No. : KMC/EE(C)/IV/28/21/25-26/R
Name of work **: Renovation of Damaged Footpath & Passage to Prevent Road Dust at Harinath De Road, 3, Rajendra Lal Street, Raja Raj Narayan Street and 2B/H/39, Dr. M.N.C. Sarani to 1/1, R.D. Street in Ward No.28.** Estimated Cost (Including GST & CESS) **: Rs.4,94,997.49.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 20 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 25.02.2026 - 11 a.m. (for Sl.No.1 to 3).** The tender will be opened on **: 27.02.2026 - 11 a.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **17.02.2026 - 5 p.m. (for Sl.No. 1 to 3)** from the website **https://etender.wb.nic.in (for Sl.No.1 to 3).**

CORRIGENDUM

Corrigendum of (1) NIT NO : APAS/112/152/234/02/024/25-26 (2) NIT NO. APAS/112/152/238/02/006/25-26 published in this Newspaper on **14/02/2026 (Key No.2240/25-26) of Engineering (Civil)/BR-XI Department (Sl.No.1 & 2).** Last date and time of submission of bid will be read as **19/02/2026 upto 5 p.m.** instead of 17/02/2026 upto 5 p.m. (for Sl.No. 1 & 2). Date and time of opening of bid will be read as **21/02/2026 at 5 p.m.** instead of 19/02/2026 at 5 p.m. (for Sl.No.1 & 2). All other criteria remaining same.

(1) NIT NO : KMC/EE_PS/X/98/MP1/25-26R1 (2nd Call), (2) NIT NO : KMC/DCE_PS/X/97/B81/25-26R1 (2nd Call), (3) NIT NO : KMC/DCE(PS)/XVI/142/4/25-26R1 (2nd Call), (4) NIT NO. : KMC/DCE_PS/14/130/175/25-26R1 (2nd Call) published in this Newspaper on **07/01/2026 (Key No.2171/25-26)** of **Parks & Squares Department.** Last date and time of submission of bid will be read as **23/02/2026 - 1 p.m.** instead of 14/02/2026 - 1 p.m. (for Sl.No.1 to 4). Tender open date will be read as **25/02/2026 - 2 p.m.** instead of 17/02/2026 - 2 p.m.

2258 / 25-26

অফবিট

রবীন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, গান্ধীজি, আম্বেদকরের ‘কর্তব্যপথে’ পথে সত্যিই কি আমরা হাঁটছি?

নিজস্ব প্রতিবেদন

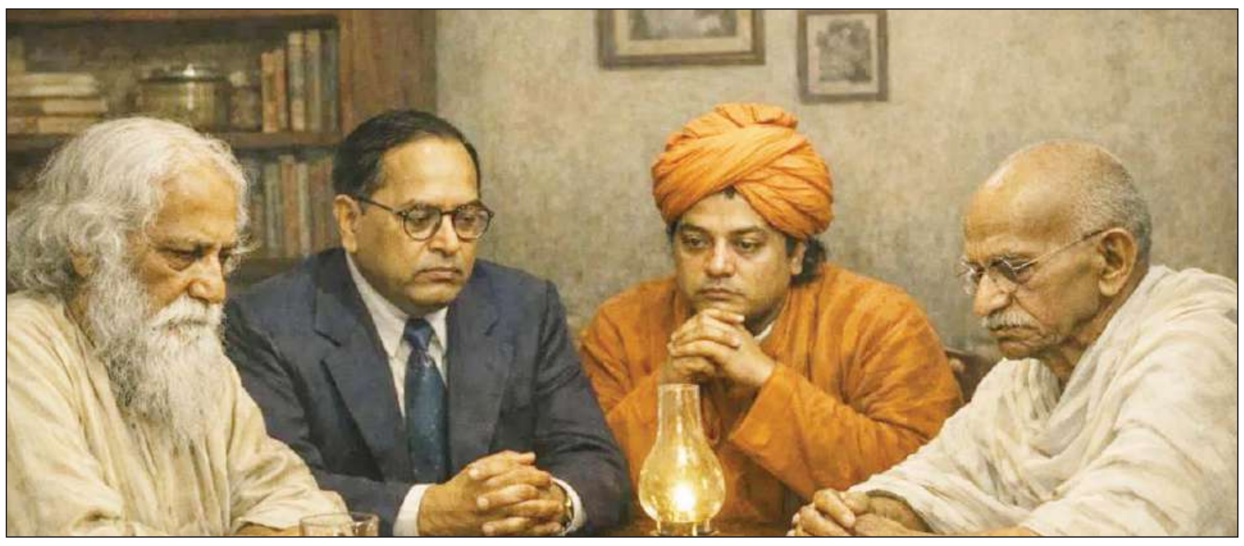

ভারতের ইতিহাসে এক গর্বের দিন ২৬ জানুয়ারি। এই দিনেই দেশ পেয়েছিল তার নিজস্ব সংবিধান, আর আমরা পেয়েছিলাম সাধারণ নাগরিক হিসেবে মর্যাদার স্বীকৃতি। কিন্তু আজ সাধারণতন্ত্র দিবসে দাঁড়িয়ে শুধু কুচকাওয়াজ বা পতাকা উত্তোলনই কি যথেষ্ট? সাধারণ মানুষের জন্য বিখ্যাত মনীষীরা অনেক কিছুই বলে গেছেন। বাস্তব জীবনে সেই মতাদর্শ কি এখনও মেনে চলেন সকলে? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একসময় যে ভারতের স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেখানে মানুষে-মানুষে ভেদাভেদ ছিল না। তিনি লিখেছিলেন, ‘সংকীর্ণতার প্রাচীর ভেঙে যেখানে মানবতা মুক্ত বাতাসে নিশ্বাস নিতে পারে সেই দেশই আমার দেশ।’ আবার কবিগুরু বলেছিলেন, ‘চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির।’ আজ বাস্তব জীবনে দেখা যাচ্ছে, অনেকেই কথা বলতে গিয়ে দ্বিধায় পড়ছেন। সামাজিক মাধ্যমে মত দিলেই আক্রমণ, কারোর মতের বিরুদ্ধে কথা বললেই ট্রোল। এই পরিস্থিতিতে অনেকেই মনে করেন চুপ থাকাই শ্রেয়। এটা আইনের বিরুদ্ধে নয়, কিন্তু কিছু সময় প্রভাব ফেলে সাধারণ মানুষের মনের উপর। যেখানে সংবিধান অনুযায়ী প্রশ্ন করা, নিজের মত দেওয়াই নাগরিকের শক্তি। স্বামী বিবেকানন্দ ভারতকে শক্তিশালী মানুষের দেশ হিসেবে দেখেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ওঠো, ‘জাগো এবং লক্ষ্য না পাওয়া পর্যন্ত থেম না।’ এই কথা শুধু তরুণদের উদ্দেশে নয়, বলে গিয়েছেন গোটা সমাজের জন্য। না থেমে লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য কি সত্যিই এগিয়ে চলতে পারছেন সকলে? অনেকে চাইলেও সমাজের বাধার ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছেন। সংবিধান রচয়িতা ড. বি. আর. আম্বেদকর খুব বাস্তববাদী ছিলেন। তিনি বলেছিলেন ‘সংবিধান যত ভালোই হোক না কেন, যাঁরা তা প্রয়োগ করবেন তাঁরা যদি ভালো না হয়, তবে সংবিধান ব্যর্থ হবে।’ আজকের দিনে দাঁড়িয়ে অনেকের মনেই প্রশ্ন আম্বেদকরের কথা কি আমরা সত্যিই মন থেকে মেনে চলছি? মহাত্মা গান্ধী দেশকে বিচার করার জন্য কঠিন মানদণ্ড দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন ‘কোনো সমাজের সভ্যতা বোঝা যায় সেই সমাজ তার দুর্বল মানুষদের সঙ্গে কেমন আচরণ করে।’ আজ সমাজের প্রান্তে থাকা মানুষদের দিকে তাকালেই অনেকেরই মনে হয় আমরা কি মহাত্মা গান্ধীর কথা মাথায় রেখেছি? তবে পুরো অন্ধকার নয় আজকের ছবি। যখন নাগরিকরা প্রশ্ন তোলে, আদালত সংবিধানের পক্ষে দাঁড়ায়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে কেউ আওয়াজ তোলেন তখন বোঝা যায় সাধারণতন্ত্র এখনও জীবিত। লড়াই থেমে নেই। আজকের সাধারণতন্ত্র দিবস তাই শুধু উৎসবের নয়, উপলব্ধির দিন হোক। রবীন্দ্রনাথের ভয়শূন্য ভারত, বিবেকানন্দের জাগ্রত ভারত, আম্বেদকরের সাংবিধানিক ভারত এই তিনটি ভাবনাই একসঙ্গে চললে তবেই সাধারণতন্ত্র বছরের একদিনের নয় থাকবে প্রতিদিন।

CHANGE OF NAME

I, Pradeep Kumar Singh (Old Name) S/o Chandra Deo Singh Residing at 350/5, Ray Bhadur Road, P.o - New Alipore, District - Kolkata, Pin - 700053, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Pradip Kumar Singh (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 13-02-2026. Pradeep Kumar Singh (Old Name) and Pradip Kumar Singh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Uttam Mondal (Old Name) S/o Naran Mondal Residing at Vill - Mamudpur, P.o - Belut, P.s - Patrasayer, District - Bankura, Pin - 722206, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Uttam Kumar Mondal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-02-2026. Uttam Mondal (Old Name) and Uttam Kumar Mondal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mst Kodeza Khatun (Old Name) W/o Abdul Mabud Halder Residing at Vill - Baramba, P.o - Kaikala, P.s - Haripal, District - Hooghly, Pin - 712405, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Mosa Khodeja Khatun Halder (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 70/2026 Dated 17-02-2026. Mst Kodeza Khatun (Old Name) and Mosa Khodeja Khatun Halder (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mst. Meherunnesa (Old Name) D/o Abdul Mabud Halder Residing at Vill - Baramba, P.o - Kaikala, P.s - Haripal, District - Hooghly, Pin - 712405, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Meherunnesa Khatun (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 71/2026 Dated 17-02-2026. Mst. Meherunnesa (Old Name) and Meherunnesa Khatun (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Mondal (Old Name) S/o Late Haripada Mondal Residing at Vill - Hajarinagar, P.o - Chitrasali, P.s - Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741151, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Sanjay Mandal (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 69/2026 Dated 17-02-2026. Sanjay Mondal (Old Name) and Sanjay Mandal (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sanjay Mandal S/o Late Haripada Mondal Residing at Vill - Hajarinagar, P.o - Chitrasali, P.s - Hanskhali, District - Nadia, Pin- 741151, West Bengal India, that my deceased father who previously known as Haripada Mandal (Old Name) shall henceforth be known as Haripada Mondal (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 68/2026 dated 17-02-2026. I declare that my deceased father Haripada Mandal (Old Name) and Haripada Mondal (New Name) is same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ghulam Jilani (Old Name) S/o Abdus Sattar Residing at 2J, Satish Chandra Mukhopadhya Sarani, Cantopher Lane, P.o - Entally, P.s - Beniapukur, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Gulam Jilani (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 17-02-2026. Ghulam Jilani (Old Name) and Gulam Jilani (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammed Darud (Old Name) S/o Shaukat Ali Residing at 7-8, Ganges Jute Mill Colony, Puratan Bazar, Jama Masjid, P.o - Bansberia Bazar, P.s - Mogra, District - Hooghly, Pin - 712502, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Darud (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 17-02-2026. Mohammed Darud (Old Name) and Md Darud (New Name) both are same and one identical person.

‘কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয়’

বিয়ের আগে যৌন সম্পর্ক নিয়ে সতর্ক করল সুপ্রিম কোর্ট

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্ক নিয়ে সতর্ক করল সুপ্রিম কোর্ট। বিয়ের আগে ছেলে ও মেয়ে একে অপরের কাছে অপরিচিত। তাই শারীরিক সম্পর্কের আগে সতর্ক হওয়া উচিত। বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের মামলায় এমনটাই পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতির। চলতি সপ্তাহের সোমবার সুপ্রিম কোর্টে বিচারপতি বিভি নাগারত্ন ও বিচারপতি উজ্জ্বল ভুঁইয়ার বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের মামলায় জামিনের আবেদনের শুনানি চলছিল। এক মহিলা মামলা করেছিলেন যে ২০২২ সালে একটি বিয়ের ওয়েবসাইট থেকে পরিচয় হয়েছিল। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাঁকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়েছিলেন। দিল্লি ও পরে দুবাইতে গিয়ে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন। অভিযোগকারীণী জানিয়েছিলেন যে ওই ব্যক্তির জোরাজুরিতেই তিনি দুবাই গিয়েছিলেন। সেখানেও শারীরিক সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি দিয়ে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হন। অভিযোগ, ওই ব্যক্তি বিনা অনুমতিতে তাঁদের শারীরিক সম্পর্কের ভিডিয়ো করে রেখেছিলেন। শারীরিক সম্পর্কে আপত্তি করলে, সেই ভিডিয়ো ভাইরাল করে দেওয়ার হুমকিও দেন। পরে ওই মহিলা জানতে পারেন যে ওই ব্যক্তি আগে থেকেই বিবাহিত ছিলেন। ২০২৪ সালের ১৯ জানুয়ারি তিনি পঞ্জাবে অপর এক মহিলাকে বিয়ে করেন। এরপরই বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ধর্ষণের মামলা করেন অভিযোগকারীণী। মামলার শুনানিতে বিচারপতি নাগারত্ন বলেন, ‘‘হয়তো আমরা পুরনো দিনের মানুষ, কিন্তু বিয়ের আগে নারী ও পুরুষ অপরিচিত, তা সে যত গভীর বা পলকা সম্পর্কই হোক না কেন। আমরা বুঝি না কীভাবে বিয়ের আগে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়। হয়তো আমরা ওল্ড ফ্যাশনড, তবে সতর্ক থাকা উচিত। বিয়ের আগে কাউকে বিশ্বাস করা উচিত নয়।’’ বিচারপতি নাগারত্ন অভিযোগকারীণীকে প্রশ্ন করেন যে মামলাকারীর সঙ্গে কেন তিনি দুবাইতে দেখা করতে গিয়েছিলেন? সরকারি কাউন্সিল যখন জানান যে ম্যাট্রিমনিয়াল ওয়েবসাইটে তাদের পরিচয় হয়েছিল এবং তারা বিয়ের পরিকল্পনা করছিলেন, তখন বিচারপতি বলেন, ‘‘যদি ওই মহিলা বিয়ে নিয়ে এত কঠোর মনোভাব নিয়ে ছিলেন, তাহলে বিয়ের আগে তাঁর (দুবাই) যাওয়া উচিত হয়নি।’’ যেহেতু দুইজনের মধ্যে সম্মতিপূর্বক সম্পর্ক হয়েছিল, তাই এক্ষেত্রে দোষী সাব্যস্ত করার কিছু নেই। আগামী বুধবার এই মামলার পরবর্তী শুনানি। শীর্ষ আদালত জানিয়েছে যে এই মামলা মধ্যস্থতার জন্য পাঠানো হতে পারে। প্রসঙ্গত, এর আগে অভিযুক্ত ব্যক্তির জামিনের আবেদন সুপ্রিম কোর্ট ও দিল্লি হাইকোর্টে হাজির হয়ে যায়। ২০১৫ সালের ১৮ নভেম্বর হাই কোর্ট আবেদনকারীর জামিনের আবেদন খারিজ করে বলেছিল যে অভিযুক্ত বিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও প্রথম থেকেই বিয়ের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং ২০২৪ সালে সে ফের বিয়ে করে।

বাংলার ‘মীরজাফর’ ইউনুসের গ্রেফতারির দাবি উঠল বাংলাদেশে

ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ অন্তর্বর্তী সরকারের বিদায় ঘণ্টা বেজে গিয়েছে বিএনপির জয়ের মধ্যে দিয়েই। আজ সকালে শপথ গ্রহণ করে বিকেলে সরকার গড়ে নির্বাচনে জয়ী বিএনপি। এই আবহেই বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মহম্মদ ইউনুসের গ্রেফতারির দাবিতে ছড়াল চাঞ্চল্য। ঢাকার রাজপথেই সদ্য পদত্যাগ করা ইউনূসের পোস্টারে আগুন লাগিয়ে তার গ্রেফতারির দাবি করলেন জনৈক ব্যাক্তি। জনৈক ব্যাক্তির বক্তব্য যতদিন ক্ষমতায় ছিলেন ইউনুস ততদিন বাংলাদেশের মানুষকে ঠকিয়েছেন তিনি। তিনি আরও বলেন ইউনুস মীরজাফরের মতোই দেশের সমস্ত ক্ষমতা জামাতের মত মৌলবাদী সংগঠনের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন। তিনি দেশের মানুষের বিশ্বাস নিয়ে খেলেছেন এবং পাকিস্তানের ইন্ধনে মদত দিয়েছেন। জনৈক ব্যাক্তি আরও বলেছেন জুলাই আন্দোলন থেকে শুরু করে বাংলাদেশে মব সন্ত্রাস এবং হিন্দু হত্যার মূলে রয়েছেন ইউনুস। তাই তার শাস্তি হওয়া প্রয়োজন।

CHANGE OF NAME

I, Fridousi Begam, Firdusi Khatun (Old Name) W/o Mohammad Jaynuddin Mollick Residing at Greenfield City, BL-43, 6th FR, FL-6A, E3-398 Joth Sibrampur, District - Kolkata, Pin - 700141, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Firdousi Begam (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 17-02-2026. Fridousi Begam, Firdusi Khatun (Old Name) and Firdousi Begam (New Name) both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Md Ghayasuddin (Old Name) S/o Gulu Mia Residing at 68/2B, Benia Pukur Road, P.o - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md. Gayasuddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-02-2026. Md Ghayasuddin (Old Name) and Md. Gayasuddin (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ismail Khan (Old Name) S/o Altak Md Residing at 7, Pilkhana 3rd Lane, District - Howrah, Pin - 711110, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Ismail Khan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-02-2026. Ismail Khan (Old Name) and Md Ismail Khan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, TAPAS KR BARAL S/O- AMAL BARAL, resident of Vill- Bohar, P.O.- Bohar, P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713430, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ‘TAPAS KUMAR BARAL’ in all purpose vide affidavit No- 19, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 17/02/2026. That Tapas Kr Baral and Tapas Kumar Baral both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Rexsona Bibi Mondal (Old Name) W/O– Golam Mondal resident of Vill-Kalupur , Po-Natidanga , Ps-Thanarpara , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741152 do hereby declared that I have changed my name from Rexsona Bibi Mondal to Rexona Khatun and henceforth I shall be known as Rexona Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 17/02/2026. My name Rexona Khatun & Rexsona Bibi Mondal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Dabasish Biswas (Old Name) S/O– Subodh Biswas resident of Santipur , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741404 do hereby declared that I have changed my name from Dabasish Biswas to Debasish Biswas and henceforth I shall be known as Debasish Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 13/02/2026. My name Debasish Biswas & Dabasish Biswas both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Chalim Halsana (Old Name) S/O– Rasul Halsana residing at Vill-Arangsarisha , PO-Dompukur , PS-Chapra , Nadia , West Bengal 741123 do hereby declared that I have changed my name from Chalim Halsana to Chhalim Halsana and henceforth I shall be known as Chhalim Halsana (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 17/02/2026. My name Chhalim Halsana & Chalim Halsana both are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I, Kartick Kanjilal (Old Name) S/O– Ananda Kanjila resident of Vill-Post Officepara , Po-Betai , Ps-Tehatta , Dist-Nadia , West Bengal, Pin-741163 do hereby declared that I have changed my name from Kartick Kanjilal to Kartik Kanjilal and henceforth I shall be known as Kartik Kanjilal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Domkal court on 17/02/2026. My name Kartik Kanjilal & Kartick Kanjilal both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Popy Pal (Old Name) D/o Sankar Ghosh W/o Alok Ghosh Residing at 107/A, Anandalok, Katgola, Sodepur, P.o - Sodepur, P.s - Ghola, District - North 24 Parganas, Pin - 700110, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Popy Pal Ghosh (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 17-02-2026. Popy Pal(Old Name) and Popy Pal Ghosh (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Reshma Rasool (Old Name) W/o Gulam Jilani Residing at 2J, Satish Chandra Mukhopadhya Sarani, Cantopher Lane, P.o - Entally, P.s - Beniapukur, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Reshma Jilani (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 17-02-2026. Reshma Rasool (Old Name) and Reshma Jilani (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nasir Ahmed (Old Name) S/o Nawazish Hossain Residing at 15H/2, Braunfeld Row, P.o - Alipore, P.s - Ekbalpore, District - Kolkata, Pin - 700027 West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Nasir Ahmad (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 17-02-2026. Nasir Ahmed (Old Name) and Nasir Ahmad (New Name) both are same and one identical person.

হবু সরকারকেও ফ্যাসিবাদী আখ্যা জামাত জোটের, কথা না রাখলে ফের পথে নেমে আন্দোলনের হুমকি

সংবাদ সংস্থা, ঢাকা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ ক্ষমতার মসনদে বসার আগেই ফের অশান্তির মুখে বাংলাদেশ। শপথগ্রহণ ঘিরে বিএনপি, জামাত-ই-ইসলামি ও ন্যাশনাল সিটিজেন্স পার্টি-র সংঘাতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে, ভোটেও দেশের রাজনৈতিক সংকট আদৌ কাটেনি, বরং আরও গভীর হয়েছে। আর এই অস্থিরতার নেপথ্যে বারবারই উঠে আসছে মহম্মদ ইউনুস-এর ব্যর্থ অন্তর্বর্তী শাসনের ছায়া, যার শেষ অধ্যায়েই বাংলাদেশ কার্যত নতুন এক অরাজকতার পথে হাঁটছে। ফেব্রুয়ারি ১২-র নির্বাচনে বিএনপি দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেলেও সেই ভোট নিয়ে কারচুপি ও অনিয়মের অভিযোগ আজও কাটেনি। তার উপর একই দিনে ‘জুলাই সনদ’ নিয়ে গণভোট- যেখানে সংসদকে ১৮০ দিনের জন্য সংবিধান সংস্কার পরিষদ-এ পরিণত করার প্রস্তাব পাশ হয়েছে। ইউনুস সরকারের তত্ত্বাবধানে হওয়া এই দ্বৈত ভোটই আজ বাংলাদেশের রাজনৈতিক বিস্ফোরণের মূল কারণ। বিএনপি শপথ নিলেও সংবিধান সংস্কার পরিষদের সদস্য হিসেবে শপথ নিতে অস্বীকার করেছে। ফলস্বরূপ জামাত ও এনসিপি ঘোষণা করেছে, বিএনপি যদি পূর্ণ শপথ না নেয়, তারা সংসদে কোনও শপথই নেবে না। কার্যত সংসদ গঠনের আগেই সরকার বনাম শরিকদের মুখোমুখি সংঘর্ষ। জামাত নেতা সইদ আবদুল্লা মহম্মদ তাহেরের বক্তব্য, সংস্কার ছাড়া সংসদ অর্থহীন।

এনসিপির অবস্থানও একই। তারা প্রকাশ্যে হুমকি দিয়েছে- শপথের নামে প্রহসন চললে ফের রাজপথে নামবে। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, এই রাজনৈতিক অচলাবস্থার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছে নারী নির্যাতন ও গণধর্ষণের অভিযোগ। নোয়াখালিতে এক এনসিপি সমর্থক মহিলাকে গণধর্ষণের ঘটনা তুলে ধরে জামাত বলছে, ভোট-পরবর্তী হিংসা ও ধর্ষণ মিলিয়ে নতুন সরকারও ‘ফ্যাসিবাদ’-এর পথেই হাঁটছে। এই ‘ফ্যাসিবাদ’ শব্দটাই সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে যে ভাষা ব্যবহার হয়েছিল, আজ সেই একই অভিযোগ তোলা হচ্ছে তারেক রহমান-এর নেতৃত্বাধীন বিএনপির বিরুদ্ধে। অর্থাৎ ইউনুস-পরবর্তী বাংলাদেশে ক্ষমতা বদলালেও রাজনৈতিক সংস্কৃতি বদলায়নি। এখানেই ধরা পড়ছে ইউনুসের আসল ব্যর্থতা। ১৮ মাস ক্ষমতায় থেকেও তিনি কোনও গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তুলতে পারেননি। বরং একদিকে মৌলবাদী শক্তিকে প্রশ্রয়, অন্যদিকে ভারতের বিরুদ্ধে পরোক্ষ কূটনৈতিক উসকানি- এই দুই মেরুর মাঝে বাংলাদেশকে ঠেলে দিয়েছেন গভীর অনিশ্চয়তায়। ইউনুসের শাসনামলে সংখ্যালঘু হিন্দু নির্যাতন, মন্দির ভাঙচুর, টার্গেটেড হিংসা বেড়েছে। অথচ বিদায়ী ভাষণে তিনি এসবের একটিও স্বীকার করেননি। উল্টে ভারতের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল ও চিন প্রসঙ্গ টেনে ভারত-বিরোধী জাতীয়তাবাদে আগুন জ্বালিয়েছেন। আজ সেই নীতিরই ফলে বাংলাদেশের রাজনীতি কার্যত রাস্তায় নামার মুখে। সংসদের ভেতরে সংবিধান সংস্কার নিয়ে সংঘাত, আর বাইরে জামাত-এনসিপির আন্দোলনের হুমকি। রাষ্ট্র পরিচালনার কাঠামোই প্রশ্নের মুখে। ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। একদিকে চিনা প্রভাব বাড়ছে, অন্যদিকে ইসলামি এজাটের রাজপথের রাজনীতি আবার মাথাচাড়া দিচ্ছে। ইউনুস যে ‘ভারত-বর্জিত কূটনীতি’ দেখাতে চেয়েছিলেন, তার বাস্তব ফল এখন স্পষ্ট। অস্থির বাংলাদেশ, দুর্বল গণতন্ত্র, শক্তিশালী মৌলবাদ।

CHANGE OF NAME

I, Fridousi Begam, Firdusi Khatun (Old Name) W/o Mohammad Jaynuddin Mollick Residing at Greenfield City, BL-43, 6th FR, FL-6A, E3-398 Joth Sibrampur, District - Kolkata, Pin - 700141, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Firdousi Begam (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 17-02-2026. Fridousi Begam, Firdusi Khatun (Old Name) and Firdousi Begam (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Ghayasuddin (Old Name) S/o Gulu Mia Residing at 68/2B, Benia Pukur Road, P.o - Entally, District - Kolkata, Pin - 700014, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md. Gayasuddin (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 17-02-2026. Md Ghayasuddin (Old Name) and Md. Gayasuddin (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Ismail Khan (Old Name) S/o Altak Md Residing at 7, Pilkhana 3rd Lane, District - Howrah, Pin - 711110, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Md Ismail Khan (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 16-02-2026. Ismail Khan (Old Name) and Md Ismail Khan (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RINITA DOSHI w/o Raj Doshi, residing at P.S.Presidential, Flat 9A, 9th floor, 35/4, Paddapukur Road, near Lovelock Place, P.O-Elgin Road, PS-Ballygunge,West Bengal, Kolkata -700 020 do hereby declare that I have change my surname and shall henceforth be Known and recognised as RINITA DOSHI after marriage in place of RINITA CHOUDHURY D/o, Ratan Chowdhury was before marriage, vide an affidavit sworn before the court of LD. Judicial magistrate (1st. Class) at Calcutta no. 1305 dated 17.02.2026. RINITA DOSHI and RINITA CHOUDHURY are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RINITA CHOUDHURY D/o Ratan Chowdhury residing at 17/2/B, Central Park, Swapna Need, Flat B 2, Kolkata - 700 032 do hereby solemnly affirm and declare that my actual name is RINITA CHOUDHURY instead of RINITA CHOWDHURY which has been recorded in my birth certificate (Regn.No. 4470) and in my passport (No.M8839258) vide an affidavit sworn before the LD. Judicial magistrate (1st. Class) at Kolkata no. 1304 dated 17.02.2026, RINITA CHOUDHURY and RINITA CHOWDHURY are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sristidhar Halder (old name) S/o- Kalipada Haldar residing at Gede Dakshinpara, Gede, krishnaganj, Dist-Nadia, Pin-741503 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SRISTIDHAR HALDER to SRISHTIDHAR HALDAR and henceforth I shall be known as SRISHTIDHAR HALDAR (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 17/02/2026. SRISTIDHAR HALDER (old name) and SRISHTIDHAR HALDAR (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mahbul Hak (old name) S/o- Abbash Ali residing at Patlatola, Labanchoa, Raghunathganj, Dist-Murshidabad, Pin-742223 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MAHBUL HAK to MOHABUL HOQUE and henceforth I shall be known as MOHABUL HOQUE (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 17/02/2026. MAHBUL HAK (old name) and MOHABUL HOQUE (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Zerzil Sk (old name) S/o- Faimuddin Sk residing at Joynagar, Joynagar, Rejinagar, Dist-Murshidabad, Pin-742189 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from ZERZIL SK to JERJIL SK and henceforth I shall be known as JERJIL SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 17/02/2026. ZERZIL SK (old name) and JERJIL SK (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mohammad Zainuddin Sekh (old name) S/o- Md Najar Ali residing at Gobindapur, Baruipara, Hariharpara, Dist-Murshidabad, Pin-742165 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MOHAMMAD ZAINUDDIN SEKH to MD ZAINUDDIN SK and henceforth I shall be known as MD ZAINUDDIN SK (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 17/02/2026. MOHAMMAD ZAINUDDIN SEKH (old name) and MD ZAINUDDIN SK (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD Abdul Kader (old name) S/o- Nur Mahammad Mondal residing at Sagarpara, Sagarpara, Sagarpara, Dist-Murshidabad, Pin-742306 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from MD ABDUL KADER to ABDUL KADER ALI and henceforth I shall be known as ABDUL KADER ALI (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 17/02/2026. MD ABDUL KADER (old name) and ABDUL KADER ALI (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Santna (old name) W/o- Biswarup Mondal residing at Sattarpur, Chaitanyapur, Beldanga, Dist-Murshidabad, Pin-742134 West Bengal, do hereby declare that I have changed my name from SANTNA to SANTANA MONDAL and henceforth I shall be known as SANTANA MONDAL (new name) in all purpose vide an affidavit sworn before the Notary Public at Murshidabad dated 16/02/2026. SANTNA (old name) and SANTANA MONDAL (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Md Reyajauddin (old name) son of Md Sahim Uddin, residing at B/2/A/H/12 Chatu Babu Lane , Kolkata , Pin - 700014, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Reyaz Uddin (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 17/02/2026. Md Reyaz Uddin (New Name) and Md Reyajauddin (old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি UJWALA DEY BISWAS, Wo-Late Samar Dey Biswas, ঠিকানা-Shrirampur Road, Highland Kaloni, P.O P.S- Nabadwip, Dist- Nadia,Pin-741302, আমার Aadhaar card being No-587741301198 তে এবং আমার PAN Card being no. DGXPB7150J তে আমার নাম UJWALA DEY BISWAS আছে, কিন্তু আমার Voter identity card being no. WB/12/077/363118 তে আমার নাম UJWALA BISWAS উল্লেখ আছে। গত ইংরেজি ১৭০২২৬ তাং প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত নবদ্বীপ, নদীয়া, এর এফিডেভিডে আমি UJWALA DEY BISWAS ও UJWALA BISWAS একই ব্যক্তি হলাম।

CHANGE OF NAME

I, SYED MOHAMADUL HAQUE (old name) S/O - SYED SHAH MAHATROM ALI residing at BARA PO –BARAPS - NALHATI DISTBIRBHUM PIN -731237. West Bengal, do hereby declare that I have changed My name from SYED MOHAMADUL HAQUE (old name) to SAYED SHAHMOHMADUL HAQUE (new name) and henceforth, I shall be Known as SAYED SHAH MOHMADUL HAQUE (new name) in all purpose, videan affidavit sworn before the Notary public at Berhampore court dated on 17/02/2026.SAYED SHAH MOHMADUL HAQUE (new name) &SYEDMOHAMADUL HAQUE (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I,SAIAM SHAIKH (old name) W/O - JAKIR SK residing at MAJHARERDHAR PO - KHOSBASPUR PSKANDI DIST - MURSHIDABAD PIN - 742136. West Bengal, do hereby declare that I have changed My namefrom SAIAM SHAIKH (old name) to SAYEM SK (new name) and henceforth, I shall be Known as SAIAMSHAIKH (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the Notary public at Berhamporecourt dated on 17/02/2026.SAYEM SK (new name) & SAIAM SHAIKH (old name) both name are same andone identical person.

CHANGE OF NAME

I,HASNEHARA BIBI SEKH (old name) W/O - GOLAM YEARBOX SEKH residing at MONAIKANDRAPO - KULI -KANDI PS - BURWAN DIST- MURSHIDABAD PIN -742137. West Bengal, do hereby declare that Ihave changed My name from HASNEHARA BIBI SEKH (old name) to HASNEHARA BIBI (new name)andhenceforth, I shall be Known as HASNEHARA BIBI (new name) in all purpose, vide an affidavitsworn before the Notary public at Berhampore court dated on 17/02/2026.HASNEHARA BIBI(new name) &HASNEHARA BIBI SEKH (old name) both name are same and one identical person

CHANGE OF NAME

I,GOLAM YEARBOX SEKH (old name) S/O - NURMAHAMMAD SEKH residing at MONAIKANDRAPO - KULI -KANDI PS - BURWAN DIST-MURSHIDABAD PIN -742137. West Bengal, do hereby declare that Ihave changed My name from GOLAM YEARBOX SEKH (old name) to GOLAM YEAR BOX(new name)andhenceforth, I shall be Known as GOLAM YEAR BOX (new name) in all purpose, vide an affidavitsworn before the Notary public at Berhampore court dated on 17/02/2026.GOLAM YEAR BOX(new name)& GOLAM YEARBOX SEKH (old name) both name are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, RABINA KHATUN W/o Md. Ismail residing at 34, Isaq Sarder Road, Hazinagar, Naihati, Hajinagar, Dist-North 24 Parganas, Pin-743135 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name RABINA KHATUN instead of RUBINA BIBI and my Husband's actual name MD. ISMAIL instead of SK. RAJA, vide an affidavit sworn before the LD. 1st Class Judicial Magistrate at Barrackpore, North 24 Parganas dated on 13/01/2026. RABINA KHATUN and RUBINA BIBI both are same and identical person. MD. ISMAIL and SK. RAJA both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD RIYAZ S/o Sk. Md. Jahur residing at Bankra Choto Piyadapara, PO-Bankra, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name SK. MD. JAHUR instead of MD JAHUR and my mother's actual name SEKH SAHANAJ BEGUM instead of SAHANAJ BEGUM, vide an affidavit sworn before the LD. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated on 16/02/2026. SK. MD. JAHUR and MD JAHUR both are same and identical person. SEKH SAHANAJ BEGUM and SAHANAJ BEGUM both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, MD KURBAN SK S/o Md Parbhej residing at Bankra Piyada Para, PO-Bankra, PS-Domjur, Dist-Howrah, Pin-711403 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my father's actual name MD PARBHEJ instead of MD SK PARBESH and my mother's actual name SK SABILA BEGUM instead of SOBILA BEGUM, vide an affidavit sworn before the LD. 1st Class Judicial Magistrate at Alipore dated on 16/02/2026. MD PARBHEJ and MD SK PARBESH both are same and identical person. SK SABILA BEGUM and SOBILA BEGUM both are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, DHARMENDRA KUMAR S/o Ramanlal Bhogilal Soni residing at Flat No. 503, 5th Floor, Tower 3, Bengal DCL Sampoorna Trithya Near Derozio College, Rajarhat, North 24 Parganas, Kolkata-700136 West Bengal, do hereby solemnly affirm & declare my actual name DHARMENDRA KUMAR instead of DHARMENDRABHAI SONI alias DHARMENDRA RAMABHAI SONI, which is wrongly recorded in my all documents i.e. Aadhaar, PAN, Voter ID and Passport, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata dated on 17/02/2026. DHARMENDRABHAI SONI, DHARMENDRA RAMABHAI SONI and DHARMENDRA KUMAR all are same and identical person.

CHANGE OF NAME

I, Jishanku Raha (Old Name) S/o Sri Mintu Raha Residing at Vill. Belakoba Station Colony, P.O. Prasannanagar, P.S. Rajganj, Dist, Jalpaiguri West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Jishu Raha (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Jalpaiguri vide Affidavit no-4958 Dated 05-02-2026. Jishanku Raha and Jishu Raha both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Gopal Raha (Old Name) S/o Late Ramesh Chandra Raha Residing at Vill. Belakoba Station Colony, P.O. Prasannanagar, P.S. Rajganj, Dist, Jalpaiguri West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Gopal Chandra Raha (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate at Jalpaiguri vide Affidavit no-4966 Dated 05-02-2026. Gopal Raha and Gopal Chandra Raha both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Nurjhan Bibi W/O- SK Golam Kibria, resident of Vill-Radhanagar, P.O.- Hargram, P.S.- Bhatar, Dist.- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713125, do hereby declare that I have changed my name and shall henceforth be known as ‘SK NURJAHAN BIBI’ in all purpose vide affidavit No-1879, sworn before the Notary Public at Purba Bardhaman on 13/02/2026. That Nurjhan Bibi and SK Nurjahan Bibi both are same and one identical person.

মাখনা চারা নষ্টের অভিযোগ, ঋণ শোধ নিয়ে দুশ্চিন্তায় কৃষক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মালদা, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ ঋণ নিয়ে মাখনা চাষ করে বড়সড় ক্ষতির মুখে পড়লেন এক কৃষক। রাতের অন্ধকারে বিষ প্রয়োগ করে প্রায় পাঁচ বিঘা জমির মাখনা চারা নষ্ট করে দেওয়ার অভিযোগ ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে মালদা জেলার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার গানেনদীয়া গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মাস খানেক আগে গ্রামের বাসিন্দা কৃষক রেজা আহমেদ আট বিঘা জমিতে মাখনার চারারোপণ করেছিলেন। চাষের জন্য তিনি ঋণও নেন। তবে দু'দিন জমি দেখতে যেতে না পারার সুযোগে দুষ্কৃতীরা বিষ প্রয়োগ করে চারা নষ্ট করে দেয় বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার সকালে জমিতে গিয়ে তিনি দেখেন, প্রায় পাঁচ বিঘা জমির সমস্ত চারা সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে, অথচ বাকি জমির গাছ সতেজ রয়েছে। কৃষক রেজা আহমেদের দাবি, বিঘা প্রতি প্রায় পাঁচ হাজার টাকা খরচ করে চারা লাগানো হয়েছিল এবং মোট ব্যয় লক্ষাধিক টাকায় পৌঁছেছে। মাখনা বিক্রি করেই ঋণ শোধ করার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। এই অবস্থায় ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছেন। অভিজ্ঞ চাষিদের ডেকে দেখালে তাঁরাও বিষ প্রয়োগের সম্ভাবনার কথাই জানান। ঘটনার তদন্তের দাবিতে তিনি হরিশ্চন্দ্রপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। স্থানীয় মহলেও ঘটনাটি নিয়ে উদ্বেগ ছড়িয়েছে।

ঠাকুরের সাজ তৈরির কারখানায় আগুন, ভস্মীভূত সরঞ্জাম

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ ব্লকের সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের দোলতলা এলাকায় আগুনে পুড়ে গেল একটি ঠাকুরের সাজ তৈরির কারখানার যাবতীয় সরঞ্জাম। সোমবার গভীর রাতের ঘটনা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাতে কারখানাটিতে আগুনের শিখা দেখতে পান এলাকাবাসীরা। নবদ্বীপ থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে এসে ভোররাতে আগুন নেভায়। কারখানার মালিক পিন্টু মোদক মঙ্গলবার জানিয়েছেন, প্রতিমার সাজ তৈরির সরঞ্জাম, যন্ত্রাংশ ছাড়াও আগুনে নষ্ট হয়েছে একটি বাইক এবং চারটি সাইকেল। কী ভাবে আগুন লাগল, তার তদন্ত করছে পুলিশ ও দমকল।

পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে সরগরম মাথাভাঙা

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ কোচবিহার জেলার মাথাভাঙ্গা বিধানসভার মাথাভাঙ্গা শহরে ১১ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বিভিন্ন দেওয়ালে পোস্টার লাগানো হয়েছিল। অভিযোগ রাতের অন্ধকারে বিজেপি আশ্রিত দুস্কৃতীরা তৃণমূল কংগ্রেসের পোস্টার গুলি ছিঁড়ে দেয়। অপরদিকে মাথাভাঙ্গা শহরের ৭ নং ওয়ার্ডে বিজেপির পোস্টার ছেঁড়ার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূল আশ্রিত দুস্কৃতীদের বিরুদ্ধে। হবে স্বভাবতই পোস্টার ছেঁড়া কে কেন্দ্র করে শাসক এবং বিরোধী উভয় দলের অভিযোগকে ঘীরে রীতিমতন সরগরম মাথাভাঙ্গা রাজনীতি। এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা কথা কোচবিহার জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি আব্দুল জলিল আহমেদ বলেন - মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুধু উন্নয়ন করেছে। বিজেপি আশ্রিত দুস্কৃতীরা মানুষের পাশেও নেই উন্নয়নের সাথেও নেই সে কারণেই তারা এই সমস্ত নোংরা কাজকর্ম করছে। অপরদিকে এই প্রসঙ্গে কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি বিরাজ বোস বলেন - মাথাভাঙ্গা বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। গত বিধানসভা নির্বাচন পরবর্তী লোকসভা নির্বাচন সবসময়ই বিজেপি মাথাভাঙ্গা থেকে জয়লাভ করেছে আসলে দুর্নীতিগ্রস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের পাশে মানুষ নেই তাই ভীতির সন্ত্রাস দেখিয়ে ভোট লাভের চেষ্টা করছে। নির্বাচন ঘোষণা হতে হাতে গোনা আর কয়েকটা দিন বাকি। তার আগে মাথা ভাঙ্গায়. পোস্টার ছেঁড়াকে কেন্দ্র করে শাসক এবং বিরোধী তরজা তুঙ্গে।

স্মার্ট সিটি হচ্ছে বহরমপুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুর ঐতিহাসিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি এলাকা। দেশ-বিদেশ থেকে প্রত্যেক বছর প্রচুর মানুষ মুর্শিদাবাদ জেলায় আসেন নবাবী ইতিহাস ছুঁয়ে দেখার জন্য। মুর্শিদাবাদ জেলায় লালবাগ, আজিমগঞ্জ সহ বিভিন্ন প্রান্তের ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দেখতে এলে প্রচুর পর্যটক মূলতঃ বহরমপুর শহরেই

থাকেন এবং সেখান থেকেই ঐতিহাসিক নিদর্শনগুলো দেখতে যান। সকলের সুবিধার দিকে লক্ষ্য রেখে এবার মুর্শিদাবাদ জেলার সদর শহর বহরমপুরকে 'স্মার্ট সিটি' হিসেবে গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিল রাজ্য সরকার। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বহরমপুর শহরে আধুনিক পরিকাঠামো, প্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবা এবং দীর্ঘমেয়াদী উন্নয়নে নতুন গতি আসবে বলে অনেকেই আশা প্রকাশ করছেন। রাজ্য সরকারের এক শীর্ষ আধিকারিক জানান, 'স্মার্ট সিটি' প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করা। মুর্শিদাবাদের গুরুত্বপূর্ণ এবং সদর শহর বহরমপুর এই প্রকল্পের আওতায় এলে শহরের যানজট ব্যবস্থাপনার জন্য স্মার্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট, অত্যাধুনিক সিগন্যাল ব্যবস্থা, সিসিটিভি ক্যামেরা নেটওয়ার্কে গোটা শহরকে আনা, শহরের রাস্তাঘাট, নিকাশি ব্যবস্থা এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থা আরও উন্নত করা যাবে। এর পাশাপাশি ছাত্রছাত্রী এবং যুব সমাজের জন্য শহরের বিভিন্ন প্রান্তে থাকবে ওয়াইফাই জোন। এছাড়া এই প্রকল্পে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, সৌরশক্তি ব্যবহার এবং পরিবেশবান্ধব পরিকাঠামো গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সূত্রের খবর, বহরমপুর শহরে 'স্মার্ট সিটি' প্রকল্পের কাজ শুরু হওয়ার পর এই শহরের ঐতিহ্যকে অক্ষুন্ন রেখেই আধুনিকীকরণের প্রক্রিয়া চলবে। বহরমপুর শহরে ইতিমধ্যেই একাধিক প্রসিদ্ধ শিক্ষা এবং বাণিজ্য কেন্দ্র রয়েছে। এর পাশাপাশি মুর্শিদাবাদ জেলা প্রশাসনের সদর দপ্তর রয়েছে বহরমপুরে। শহর থেকে কিছু দূরেই রয়েছে কাটরা মসজিদ, হাজারদুয়ারি প্যালেস এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক নিদর্শন। স্মার্ট সিটি প্রকল্প এই ঐতিহ্যকে ডিজিটাল ট্যুরিজমের সঙ্গে যুক্ত করে পর্যটন শিল্পকে আরও অন্য উচ্চতায় পৌঁছে দিতে পারে বলেও প্রশাসনের কর্তাদের অনুমান। জেলা প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, বর্তমানে বহরমপুর পুরসভায় ২৮টি ওয়ার্ড থাকলেও শহর ক্রমশঃ পঞ্চায়েত এলাকায় বেড়ে চলেছে। ভাকুড়ি-১ পঞ্চায়েতকে বহরমপুর পুরসভার অন্তর্গত করার জন্যই ইতিমধ্যেই প্রশাসনিক তৎপরতাও শুরু হয়েছে। জেলা প্রশাসনের আধিকারিকদের বক্তব্য, বহরমপুর শহর স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে উঠলে উত্তর এবং দক্ষিণ বঙ্গের সংযোগস্থলে ব্যবসায়িকারী মানুষদের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে বহরমপুর পুরসভার চেয়ারম্যান নাড়ুগোপাল মুখার্জি বলেন, বহরমপুর শহর স্মার্ট সিটি হিসেবে গড়ে উঠলে এখানকার মানুষের জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পাবে এর পাশাপাশি ব্যবসা- বাণিজ্য প্রচুর বৃদ্ধি পাবে ভিন রাজ্য এবং জেলা থেকে প্রচুর বিনিয়োগকারী এই জেলায় ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করবেন। তার ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। নাড়ুগোপালবাবু বলেন, বহরমপুর স্মার্ট সিটি হবে সরকার এর জন্য হয়তো আলাদা করে অর্থ বরাদ্দ করবে। এর পাশাপাশি স্মার্ট সিটি হলে এই জেলায় একটি বিমানবন্দর গড়ে ওঠার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে।

নদী তীরবর্তী এলাকায় পাওয়ার সাবস্টেশন, উপকৃত হবে তিনটি ব্লক

নিজস্ব প্রতিনিধি, দাঁতন, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ সুবর্ণরেখা নদী তীরবর্তী এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধান হতে চলেছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন এক নম্বর ব্লকের এক বিস্তীর্ণ এলাকা, যা এতদিন নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিল, সেখানে এবার পৌঁছে যাবে আধুনিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থা। দীর্ঘদিনের লোডশেডিংয়ের সমস্যা এবং ভোল্টেজের ওঠানামা বন্ধ করতে দাঁতনের পুঞ্জা এলাকায় শুরু হল এক নতুন বিদ্যুৎ সাবস্টেশন তৈরির কাজ। রাজ্য সরকারের অর্থ বরাদ্দে খুশির হাওয়া এলাকাবাসীর মধ্যে। প্রায় ৯ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে গড়ে উঠতে চলেছে এই অত্যাধুনিক বিদ্যুৎ সাবস্টেশনটি। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থা ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ দফতরের যৌথ উদ্যোগে এই বিশাল কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সুবর্ণরেখা নদীর পাশ্ববর্তী গ্রামগুলোতে বিদ্যুৎ বিভ্রাট মেটাতে এই প্রকল্পটি অত্যন্ত কার্যকরী হবে। ১২.৬ মেগাওয়াট ক্ষমতা সম্পন্ন এই সাবস্টেশনটি বেলদা ডিভিশনের অধীনে পরিচালিত হবে। দাঁতন এক নম্বর ব্লকের সবকটি অঞ্চল, দাঁতন দু'নম্বর ব্লক ও নারায়ণগড় ব্লকের একাধিক গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা এই প্রকল্পের আওতায় থাকবে। প্রশাসন সূত্রে খবর, অন্যান্য সাব স্টেশনে বিদ্যুতের লোড কমাতে এই সিদ্ধান্ত। ইতিমধ্যেই এলাকা পরিদর্শন সম্পন্ন। তৈরি হয়েছে লে আউট। বরাদ্দ হয়েছে অর্থ। দাঁতনের পুঞ্জা এলাকায় তৈরি হবে অত্যাধুনিক এই সাবস্টেশন। যা দাঁতন ব্লকের নদী তীরবর্তী এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহ করবে। যার ফলে প্রান্তিক এলাকায় লোডশেডিং কিংবা ভোল্টেজ ওঠানামা সমস্যা দূর হবে। বিদ্যুৎ দফতর সূত্রে খবর, দুটি ৬.৩ মেগাওয়াট ক্ষমতার ইউনিট বসান হচ্ছে। বর্তমানে দাঁতন এক নম্বর ব্লকের শরশঙ্কা এলাকায় একটি সাবস্টেশন থাকলেও দাঁতনের মতো বিশাল ভৌগোলিক এলাকায় বিদ্যুৎ পৌঁছাতে মাঝেমধ্যেই যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিত। বিশেষ করে নদীর ধারের এলাকাগুলোতে ঝড়-বৃষ্টির সময় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে দীর্ঘক্ষণ অন্ধকার থাকত। পুঞ্জা এলাকার এই নতুন প্রকল্পটি সেই সব সমস্যার চিরস্থায়ী সমাধান করবে। এই নতুন সাবস্টেশনের ফলে নদী তীরবর্তী চাষাবাদ থেকে শুরু করে ছোট ব্যবসায়ী এবং পড়ুয়াদের জীবনে এক নতুন গতি আসবে। স্বাভাবিকভাবে রাজ্য সরকারের অর্থ বরাদ্দে এমন এক উন্নয়নমূলক প্রকল্প আগামীতে যে বেশ উপকারে লাগবে সাধারণ মানুষের তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শ্রমিক সন্তানদের জন্য রাজ্যের নতুন প্রকল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, জলপাইগুড়ি, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ স্বনির্ভর করবে শ্রম দফতর! যুবসমাজকে স্বনির্ভর করে তুলতে অভিনব উদ্যোগ এই দফতরের। কী কী প্রশিক্ষণ মিলবে, কোথায় আবেদন করবেন জানুন বিস্তারিত। রাজ্যে যুবসমাজকে স্বনির্ভর করে তোলার লক্ষ্যে একের পর এক প্রকল্প চালু করেছে সরকার। সেই ধারাবাহিকতাতেই চা বাগান অধ্যুষিত এলাকার তরুণ-তরুণীদের জন্য বিশেষ উদ্যোগ নিল পশ্চিমবঙ্গ শ্রম দফতর। এই উদ্যোগের আওতায় আলিপুরদুয়ার এবং জলপাইগুড়ি জেলার বিস্তীর্ণ চা-বাগান এলাকার শ্রমিক পরিবারের ছেলে-মেয়েদের জন্য চালু করা হচ্ছে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। লক্ষ্য একটাই-প্রশিক্ষণের অভাবে যাতে আর কোনও পড়ুয়াকে কর্মসংস্থানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে না হয়। শ্রম দফতর সূত্রে জানা গেছে, চা-বাগান এলাকায় বহু পড়ুয়া মাধ্যমিক পাশ করার পর উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে কর্মজীবনে প্রবেশ করতে পারে না। সেই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই এই কর্মসূচির রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। মূলত চা-বাগানের শ্রমিক পরিবারের মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছেলে- মেয়েরাই এই প্রশিক্ষণে অংশ নিতে পারবে। প্রশিক্ষণের তালিকায় থাকছে কম্পিউটার ট্রেনিং, মোবাইল রিপেয়ারিং, ডেটা এন্ট্রি অপারেটর, হোটেল ম্যানেজমেন্ট- সহ একাধিক কর্মমুখী কোর্স। শুধু প্রশিক্ষণই নয়, কোর্স শেষ হওয়ার পর চাকরি কিংবা স্বনিযুক্তির সুযোগ তৈরি করতেও দফতরের পক্ষ থেকে সহায়তা করা হবে বলে জানানো হয়েছে। এই বিষয়ে এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জ, জলপাইগুড়ি বিভাগের অতিরিক্ত অধিকর্তা শুভম দত্ত জানান, চা-বাগানের শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের স্বনির্ভর করে তোলাই এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাঁদের দক্ষ করে তুলে ভবিষ্যতে কর্মসংস্থানের পথ তৈরি করাই আমাদের লক্ষ্য। কীভাবে যোগাযোগ করবেন? যোগাযোগের ক্ষেত্রে জলপাইগুড়ি জেলার বাজার এলাকায় অবস্থিত শ্রম দফতরের অফিসে সরাসরি যোগাযোগ করা যাবে। পাশাপাশি ডুয়ার্স কন্যা-তে অবস্থিত শ্রম দফতরের কার্যালয় থেকেও প্রয়োজনীয় তথ্য মিলবে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জানানো যাইতেছে যে, আমার মক্কেল হাসিবুর রহমান পিতা মহঃ হোসেন সাকিম- পাথরা পোঃ- স্বাধীনপুর থানা- রামপুরহাট, জেলা-বীরভূম, মহাশয় বিগত ইং - ২৯।০৪।২০২৫ তারিখ রামপুরহাট এ ডি এস আর অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত ।-৫৪৮৭/২০২৫ নম্বরযুক্ত একখানি কোবলা দলিল ১) বনলতা ব্যানার্জী স্বামী- মৃত প্রদীপ কুমার ব্যানার্জী ২) প্রনয় ব্যানার্জী পিতা- মৃত প্রদীপ কুমার ব্যানার্জী উভয় সাকিম চাঁদপাড়া পোঃ-চাঁদপাড়া, থানা- মাড়গ্রাম, জেলা- বীরভূম, এবং ৩) পারমিতা ব্যানার্জী স্বামী- কাঞ্চন কুমার পণ্ডিত সাকিম- তৈলপাড়া, পোঃ- বড়লা থানা - নলহাটি জেলা -বীরভূম এদের পক্ষে নিযুক্ত বিগত ইং ০১।১২।২০১৯ তারিখে রামপুরহাট রেজিস্ট্রি অফিসে বুক ফোর ২৯৬ নং আমমোক্তার দলিল মূলে সহি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার মহঃ শাহজামান সেখ পিতা - মৃত আব্দুর রসিদ সেখ সাকিম- তপন পোঃ- কালুহা থানা- মাড়গ্রাম জেলা- বীরভূম এর নিকট হইতে বীরভূম জেলার অন্তর্গত রামপুরহাট থানার অধীন ৪৩ নং জে. এল, ভুক্ত লক্ষ্মীবাটী মৌজার এল.আর, খতিয়ান ৪৪৩, সাবেক / হাল দাগ নং-১৪৯৬ চৌদ্দ শত ছিয়ানব্বই শ্রেণি দোয়েম মোট পরিমান ১২ শতক মধ্যে ০.৫০০০ বিক্রিত পরিমান ৬ ছয় শতক। চৌহদ্দী- যাহার উত্তরে দূর্গা শঙ্কর রায়, দক্ষিন, দাগ নং ১৪৯৭- পূর্বে দাগ নং ১৪৯২ পশ্চিমে, দাগ নং- ১৪৯৮ সাবেক / হাল দাগ নং-৮৭১ আট শত একাত্তর শ্রেণি দোয়েম মোট পরিমান ১২ শতক মধ্যে ০.৫০০০ বিক্রিত পরিমান ৬ ছয় শতক। দক্ষিন ছ্যা। ২ টি দাগে মোট বিক্রিত পরিমান ১২ বারো শতক। চৌহদ্দী- যাহার চারি দিকে ফাকা জমি অবস্থিত। স্থিতিবান স্বত্ব জমার যোগ্য, সম্পত্তি খরিদ করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তি রেজিস্ট্রি করিবার জন্য উক্ত ১) বনলতা ব্যানার্জী স্বামী মৃত প্রদীপ কুমার ব্যানার্জী ২) প্রনয় ব্যানার্জী পিতা- মৃত প্রদীপ কুমার ব্যানার্জী ৩) পারমিতা ব্যানার্জী স্বামী- কাঞ্চন কুমার পণ্ডিত মহাশয় বিগত ইং ০১।১২।২০১৯ তারিখে রামপুরহাট রেজিস্ট্রি অফিসে বুক ফোর ২৯৬ নং আমমোক্তার দলিল মূলে সহি করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত আমমোক্তার মহঃ শাহজামান সেখ পিতা- মৃত আব্দুর রসিদ সেখ সাকিম- তপন পোঃ- কালুহা থানা- মাড়গ্রাম জেলা- বীরভূম মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন, যাহা আইন মতে সিদ্ধ হইয়াছে। এক্ষনে আমার মক্কেল রামপুরহাট ১ বি.এল.এন্ড এল.আর.ও অফিসে তাহার নাম নথিভুক্ত করিবার জন্য দরখাস্ত দায়ের করিবেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো আপত্তি থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পনের (১৫) দিনের মধ্যে রামপুরহাট ১ বি.এল.এন্ড এল.আর.ও নিকট লিখিতভাবে উপযুক্ত কারণ সহ জানাইবেন। অন্যথায় যথাযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

SAMSUL ALAM
ADVOCATE,
RAMPURHAT COURT
EN NO - 1411/78

Namkhana Gram Panchayat

Shibnagar Abad, Namkhana
Mail-namkhanagp@gmail.com

Office of the Namkhana Gram Panchayat, Namkhana, South 24 pgs, Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website.

NIeT No	Closing date & Time	Opening Date & Time
65/NAMGP/26 (2025-2026)	19/02/2026 16:00 PM	21/02/2026 16:00 PM
66,67,68,69/NAMGP/26 (2025- 26)	24/02/202616:00 PM	26/02/2026 16:00 PM

For details Pl. contact the Office of the Namkhana Gram Panchayat, South24PGS,.or Visit:**https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Pradhan
Namkhana Gram Panchayat

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER HARIPAL DEVELOPMENT BLOCK

HARIPAL, HOOGHLY, PIN 712405

TENDER NOTICE

The Block Development Officer, Haripal Development Office, Hooghly invites e-Tender in on percentage basis in the prescribed form for TWELVE(12) nos works vide **E-NIT No:54/APAS/B.D.O/HPL/2025-2026,, Dated-16/02/2026 of Dwarhatta Gram Panchayat** For more information visit **www.wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer
Haripal Development Block

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে ডেপুটি চিফ সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার/সিগন্যাল, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা কর্তৃক ওপেন টেন্ডারের প্রেক্ষিতে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি ১২.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয় খোলা হবে। এই টেন্ডারের পরিপ্রেক্ষিতে হাতেহাতে দরপ্রস্তাব দাখিল অনুমোদিত নয় এবং এরূপ হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হলেও গ্রাহ্য হবে না। **কাজের নামঃ** ''কালীঘাট মেট্রো স্টেশনের পুনরুন্নয়ন''-এর পরিপ্রেক্ষিতে সিগন্যালিং-এর কাজ সহ ''কেকেভিএস স্টেশনের পুনর্বাসন''-এর ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ সম্পর্কিত সিগন্যালিং-এর কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৩৫,৭৮,৬৮৮.৩৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৭১,৬০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ মাস। টেন্ডারটি **https://www.ireps.gov.in**-এ দেখা যাবে। টেন্ডারদাতাগণ/দরপ্রস্তাবদাতাগণের ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার সার্টিফিকেট থাকা বাধ্যতামূলক এবং তাঁদের আইআরইপিএস পোর্টালে অবশ্যই নথিভুক্ত হতে হবে। কেবলমাত্র নথিভুক্ত টেন্ডারদাতা/দরপ্রস্তাবদাতারাই ই-টেন্ডারিং-এ অংশগ্রহণ করতে পারবেন। ই-টেন্ডারে অংশগ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট সকল প্রয়োজনীয় নথিপত্র আপলোড করতে হবে।

ওপেন টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসঅ্যান্ডটি/ওয়ার্ক/০৮-২০২৬

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ /metrorailwaykol /metrorailkolkata

দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে ১৭.০২.২৬ তারিখে দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ের সদর দপ্তরে, গার্ডেন রিচ-এ ৭০তম রেল সপ্তাহ- 'বিশিষ্ট রেল সেবা পুরস্কার', ২০২৫ উদ্‌যাপন করেছে।

পরীক্ষার্থীর পাশে দাঁড়ালেন ট্রাফিক ওসি মৃন্ময়

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ১৭ ফেব্রুয়ারি ঃ আবারও মানবিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন বিরহাটা ট্রাফিকের ওসি চিন্ময় ব্যানার্জী শহরবাসীর কাছে তিনি 'দাবাং চিন্ময়' নামেই বেশি পরিচিত। উচ্চ-মাধ্যমিকের ফিজিক্স পরীক্ষার দিন বিপাকে পড়া এক পরীক্ষার্থীকে সময়মতো পরীক্ষাকেন্দ্রে বসার সুযোগ করে দিয়ে তিনি ফের নজির গড়লেন। এদিন সকালে পরীক্ষার্থী মহাশ্বেতা নিয়োগী কেন্দ্র নেহেরু বিদ্যামন্দির হাইস্কুল এ পৌঁছে বুঝতে পারে, তার অ্যাডমিট কার্ড বাড়িতেই ফেলে এসেছে। পরীক্ষার্থীর বাড়ি ছোটনীলপুরের জোড়াপুকুরে- কেন্দ্র থেকে বেশ কিছুটা দূরে। হাতে সময় কম, উপরন্তু তাৎক্ষণিকভাবে কোনও যানবাহনও মিলছিল না। চরম উদ্বেগে পড়ে যান মা কৃষ্ণা নিয়োগীও। ঠিক সেই সংকটমুহূর্তে এগিয়ে আসেন চিন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। পরিস্থিতি বুঝে নিজের বাইকে পরীক্ষার্থীর মাকে নিয়ে দ্রুত বাড়িতে পৌঁছে অ্যাডমিট কার্ড সংগ্রহ করেন। তারপর নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সেটি পরীক্ষার্থীর হাতে তুলে দেন। ফলে মহাশ্বেতা নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষার হলে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়। এটি অবশ্য প্রথম ঘটনা নয়। উচ্চ-মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম দিনেও একইভাবে বিপদে পড়েছিল আর এক ছাত্রী নন্দিনী চ্যাটার্জী। তার পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল বাণীপীঠ স্কুল। সেবারও এক মহিলা কনস্টেবলকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি গিয়ে অ্যাডমিট কার্ড এনে যথাসময়ে কেন্দ্রে পৌঁছে দেন ট্রাফিক ওসি। নির্বিঘ্নে পরীক্ষা দিতে পারে ওই ছাত্রী।

NABASTHA-II GRAM PANCHAYAT

PALSIT: BARDHAMAN-II P.S: PURBA BARDHAMAN

Notice Inviting e-Tender/NIT No. 32/NAB-II/2026, Dated-16/02/2026

"The Prodhan, NABASTHA-II Gram Panchayat." Invites e-tender for the 2(Two) different works at different places.
Last date of submission of Bid on **23/02/2026 up to 01.00 am.** Date of opening of tender (online): **25/02/2026 at 02.00 Pm.** For details please visit website **https://wbtender.gov.in**

Sd/- Prodhan
Nabastha-II Gram Panchayat

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী তপতী ভূঁইয়া স্বামী- তপন ভূঁইয়া। তপন ভূঁইয়া, পিতা-সুনীল ভূঁইয়া গত ১৯।০৮।২০২৫ তারিখে হাওড়া A.D.S.R হাওড়া অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I-9473 (বুক নং-I) নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটনী বা আমক্তানামা দলিল বলে শ্রী নিতাই সাহা, পিতা- রামচন্দ্র সাহা নিকট হইতে কোনা মৌজায় হাল 683 নম্বর দাগে হাল 12020, 12021 নম্বর খতিয়ানে কমবেশি 0.0495 শতক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোন প্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা B.L. & L.R.O অফিসে 1 মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

বৈদ্যুতিক কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এপি/ইএল/২৩/২৫-২৬। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং. ১, টেন্ডার নং.ঃ** এপি/ইএল/২৩/২৫-২৬, **কাজের নামঃ** বৈদ্যুতিক কাজের জন্যঃ আরপিএফটিসি-ডিওআই-তে অফিসার্স রেস্ট রুমে-এর নির্মাণ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ৫,৪৯,১৭৪.৩৪ টাকা, **বায়নার ধনঃ** ১১,০০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার ০৯-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং ০৯-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/আলিপুরদুয়ার জং. কার্যালয়ে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট. (জি)/আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সার্বজনীন বিজ্ঞপ্তি

এই মর্মে সাধারণ জনগণকে অবগত করা যাচ্ছে যে MATUA LEAGUE দলের নামে একটি রাজনৈতিক দল নিবন্ধনের প্রস্তাব করা হয়েছে। কার্যালয়ের ঠিকানাঃ ডাঃ সি. এস. মীড মতুয়া নগর, পোস্ট অফিস বেয়াড়া, থানা- বাগদা, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩২৫১
উক্ত দলটি গণপ্রতিনিধিত্ব আইন, ১৯৫১-এর ধারা ২৯-এ অনুযায়ী রাজনৈতিক দল হিসেবে নিবন্ধনের জন্য ভারতের নির্বাচন কমিশন, নয়াদিল্লিতে আবেদন জমা দিয়েছে।
দলের পদাধিকারীদের নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
সভাপতি - অনুপ বিশ্বাস
সাধারণ সম্পাদক - কৃশানু দাশ
কোষাধ্যক্ষ-তাপস কুমার বাগচী
যদি কারও MATUA LEAGUE-এর নিবন্ধন সম্পর্কে কোনো আপত্তি থাকে, তবে তিনি / তাহারা বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে আপত্তির কারণসহ লিখিতভাবে সচিব (রাজনৈতিক দল), নির্বাচন কমিশন অব ইন্ডিয়া, নির্বচন সদন, অশোকা রোড, নয়াদিল্লি ১১০০০১ ঠিকানায় প্রেরণ করতে পারেন।

Notice Inviting Tender

Sealed Bid are hereby invited by the undersigned against N.I.T. NO:- **06/AE/ARG of 2025-2026** for the works: [SL No- 01 to 05] Deployment of Security Guards & Arrear Payment of Valve Operators under Arambagh Sub-Division of Hooghly Division, P.H.E. Dte. Last date of Application:- **23.02.2026 up to 01.00 P.M.** Last date & Time for submission of Tender documents:- 27.02.2026 upto 02.00 P.M. Detailed information may be obtained from the office of the undersigned in any working days and in the website : **www.wbphed.gov.in**

Sd/-
Assistant Engineer
Arambagh Sub-Division
P.H.E. Dte.

নোটিশ

আমার মক্কেল সুফেরা বেগম সেখ, স্বামী- সেলিম সেখ, ঠিকানা- SR No.- 43/3, Block No.- 208, Somnath Nagar, Wadgaon Sheri, Near Shivraj Vidyamandir School, Wadgaon Sheri, Pune City, P.S.- Shivajinagar, Dist.- Pune, Maharashtra-411005, মুর্শিদাবাদ জেলার রঘুনাথগঞ্জ থানার অন্তর্গত **১১০ নং জরুর মৌজাস্থিত এল. আর. ১৯৫৬, ১৯৫৭, ১৯৫৮, নং দাগের এল. আর. ১১৩৪৮, ৮৮৭৪, ৮৮৪৬, নং খতিয়ান ভুক্ত মোট ৮.৭০ শতক** সম্পত্তির বর্তমান রায়তঃ তাপস কুমার দাস, পিতা- শশাঙ্ক কুমার দাস, সাং- গোপালনগর, পোঃ- ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২২৩৫, এর নিকট হইতে খরিদ করিবেন বলিয়া **১৬।০২।২০২৬** তারিখে বায়না নামা করিয়াছেন।
উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে কোন Dispute থাকলে বা কাহারো কোন দাবিদাওয়া, ইত্যাদি প্রকারের অভিযোগ থাকিলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ১৫ দিনের মধ্যে আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় পরবর্তীতে কোন অভিযোগ আইন ও ন্যায়মতে গ্রাহ্য হইবে না।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ এসইআর-ওএইচই-বিএনডিএম-জেএসজি-২x২৫ কেভি, তারিখ ১৬.০২.২০২৬। ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে, চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (প্রোজেক্ট), দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, ১১, কনভেন্ট লেন, বেলেঘাটা, কলকাতা-৭০০০১৫ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **স্থানসহ কাজের নাম ঃ** ৩০০০ এমটি বোঝাই-এর লক্ষ্য পূরণের জন্য দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের চক্রধরপুর ডিভিসনের বণ্ডামুণ্ডা (ব্যতীত)-ঝাড়সুগুদা (সমেত) শাখায় ১ x ২৫ কেভি থেকে ২ x ২৫ কেভি ট্র্যাকশন সিস্টেম-এ বৈদ্যুতিক ট্র্যাকশন সিস্টেম উন্নীত করতে ডিজাইন, সরবরাহ, প্রতিষ্ঠা, পরীক্ষা এবং সূচনার কাজ। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদঃ** ২৪ মাস। **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১৫৫,৯১,২৩,৭৮৪.৪৬ টাকা। **দরপ্রস্তাব জামিনঃ** ৭৯,৪৫,৬০০ টাকা। **প্রস্তাবের বৈধতা ঃ** টেন্ডার খোলার তারিখ থেকে ১২০ দিন। **অনুসন্ধান সংক্রান্ত প্রশ্ন গ্রহণের শেষ তারিখ ঃ** ০৪.০৩.২০২৬। **প্রাক্-দরপ্রস্তাব সভা ঃ** ০৬.০৩.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা ৩০ মিনিটে। **সকল নথির বাস্তব দাখিল ঃ** ০৬.০৪.২০২৬ তারিখ। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ঃ** ০৭.০৪.২০২৬ (ভারতীয় প্রমাণ সময় দুপুর ২টো)। যে ওয়েবসাইট থেকে সম্পূর্ণ বিশদ দেখা যাবে ঃ **www.ireps.gov.in টেন্ডার নথির মূল্য ঃ শূন্য।**

(PR-1197)

NIeT No. 070(06)/NIT/15th FC/Tied/BGP/25-26

The Prodhan, Bhabanipur Bidhichandrapur Gram Panchayat invites tender for 2(Two)Nos. different works. Source of Fund: 15th FC Untied. Bid Submission upload end date(Online) 25.02.2026, 1.00 PM. Technical Bid Opening Date (Online) 27.02.2026, 1.00 PM. For Details visit website https://wbtender.gov.in

Sd/- Prodhan
Bhabanipur Bidhichandrapur Gram Panchayat

SRIRAMPUR GRAM PANCHAYAT SRIRAMPUR, PURBA BARDHAMAN

1. Tender notice No:- Tender Reference **No.-69/SGP/15Th CFC/TIED/2025-26, Dt:16.02.2026.** Last Date of Bid Submission as on **23.02.26 upto 5.00 PM.**

Sd/- Prodhan
Srirampur Gram Panchayat

Khandari Gram Panchayet.

Jambedia , Barjora, Bankura

Notice Inviting e-Tender No –17/APAS/2025-26. Date-16/02/2026.
Pradhan Khandari GP has invited percentage rate e-Tender for total 1 (one) no work. Last date of documents downloads and bid submission is 24 th February, 2026 at 09:00 hrs & for. For details, please visit website **https://wbtenders.gov.in.**

Sd/-
Pradhan
Khandari Gram Panchayat

ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের লোকো বডি, ফিল্টার ওয়াশিং এবং পরিষ্কারকরণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এনজিসিডি-ডব্লুও-ই এলওসিও-বিএফডব্লুওসিএল-২৫-২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **টেন্ডার নং.** এনজিসিডি-ডব্লুও-ইএলওসিও-বিএফডব্লুওসিএল- ২৫-২৬। **কাজের নামঃ** ০২ বছর (২৪ মাস)-এর জন্য ডিজেল লোকো শেড, নিউ গুয়াহাটিতে ইলেকট্রিক লোকোমোটিভের লোকো বডি, ফিল্টার ওয়াশিং এবং পরিষ্কারকরণ এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম। **টেন্ডার মূল্যঃ** ৪৪,১৬,২২১.৮০ টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ৮৮,৩০০.০০ টাকা; **ই-টেন্ডার** ০৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে** এবং টেন্ডার বন্ধের পরে **খোলা হবে।** উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৩-০৩-২০২৬ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিনি. ডিএমই/ডি/এনজিসি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

PWD (GOVT. OF W.B.) TENDER NOTICE

EE, PWD, Hooghly Construction Division invites online e - Tender for the following: Tender ID(s): 2026_PWD_1009012_1
NIET No.: WBPWD/EE/HCD/ NITe-42/2nd Call of 2025-2026
Bid submission start date (online): **18.02.2026 from 11:00 AM** Bid submission closing date (online): **24.02.2026 up to 2:00 PM**
Corrigendum if any will be published in website only. Details of NIQ/NIT and other documents may be downloaded from: **http://wbtenders.gov.in**

Sd/- J.P.Dhar
Executive Engineer, PWD
Hooghly Construction Division.
Chawkbazar, Hooghly

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল শ্রী শচীন সামন্ত পিতা- শ্রীকান্ত সামন্ত গত ১২।০২।২০১৮ তারিখে হাওড়া A.D.S.R হাওড়া অফিসে রেজিষ্ট্রিকৃত I-77 (বুকঃ-IV) নম্বর পাওয়ার অফ এ্যাটনি বা আমোক্তানামা দলিল বলে শ্রী মানস গাঙ্গুলী পিতা-নির্মল গাঙ্গুলী নিকট হইতে দেবীপাড়া মৌজায় হাল 1409 নম্বর দাগে হাল 60, 12,27 নম্বর খতিয়ানে কমবেশি 33.50 শতক জমি বিক্রয় করিবার জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কারো কোনপ্রকার আপত্তি থাকে তিনি বালী জগাছা B.L.& L.R.O অফিসে 1 মাসের মধ্যে যোগাযোগ করিবেন।

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly

The Assistant Engineer, PWD Hooghly Construction Sub Division No II, Arambagh, Hooghly invites Tender vide **NIQ No-4/Sub-II of 2025-2026** from bonafied resourceful agency having technical and financial capability of performing the job. The details will be available in the office notice board and from office within office hour.
Last date of application of NIQ:- **23.02.2026**
Last date of dropping:- **25.02.2026**

Sd/- S.Chakraborty
Assistant Engineer
(PWD)
Hooghly Construction Sub Division No-II
Arambagh Hooghly

NOTICE FOR PUBLICATION

IN THE COURT OF THE LEARNED CIVIL JUDGE (SENIOR DIVISION) AT JALPAIGURI
MISC JUDICIAL CASE-04 OF 2025
IN THE MATTER OF:
Paramita Sarkar
Vs.
Santanu Sarkar and others

To,
PUBLIC IN GENERAL,
Hereby notice is given to Public in General that under section 276 of the Indian Succession Act, 1925 for grant of probate of will in favour of petitioner, namely, Paramita Sarkar, W/O Sri Tanoy Sarkar, D/O, Late Gobinda Chandra Sarkar, by religion Hindu, aged about 35 years, resident of Bairatiguri, Ward No. 7, Dhupguri, PO & PS- Dhupguri, District- Jalpaiguri-735210, a petition has been filed on account of death of Gobinda Chandra Sarkar who died on 23.01.2023.
This petition for probate of will is filed based upon a notarized will dated 13th day of July, 2021 (Authenticated on 19.07.2021).
That the petition grant of probate of will is in connection with below mentioned immovable property (estate) of the deceased:

Immovable Property (Estate)

District: Jalpaiguri, P.S: Dhupguri, J.L no. 223 (LR-98), Mouza: Bairatiguri, R.S Khatian no. 241/11, R.S plot no. 2052, 2053, 2054, total land measuring 15 decimal.
Bounded By:
In North- Land of Subal Sarkar,
In South- Land of Purna Laxmi Dutta,
In East- Common Road and thereafter land of Nitish Das,
In West- Land of Swapan Kumar Kundu.
HEREBY NOTICE IS GIVEN TO PUBLIC IN GENERAL that any person claiming to have any Interest/right/title/claim in the above-noted immovable property (estate) of the deceased, shall appear before this Ld. Court on .... day 2026 at .... O clock in person or through his pleader, otherwise the matter will be decided in accordance with law.
Given under my hand and seal on this 29 th day of January, 2026.

By Order
(SUBHAMOY ROY)
SHARISTADAR
CIVIL JUDGE, SENIOR DIVISION
JALPAIGURI

Hooghly-Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

SHORT TENDER NOTICE

E-Tenders are invited from the bonafide authorized dealer for the supply of 02 numbers front end loader attachment as per specification. Last date of submission of E-tender is. 02.03.2026
Tender ID No. 2026_MAD_1008772_1
NIT No. **WBMAD/C/HCM/SWM/NIT1/2e/26**
For more details please visit the website i.e. **wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman
Hooghly Chinsurah Municipality

Office of the Block Development Officer

e-TENDER NOTICE

Digitally signed and encrypted e-Tender is invited from the eligible Bidder for online submission for tender reference no: **664/BDO**, Singur dated 16.02.26 and **717 & 720/BDO**, Singur dated 17.02.202 for 54 nos. Civil & Electrical works under APAS and MPLADS within Singur Development Block, Hooghly, WB. **Last date for the online Bid submission is 25/02/26,** Detail will be available at the website: **www.wbtenders.gov.in** (tender ID: 2026 _ZPHD_ 1008478_ 1 to 18, 2026_ ZPHD_1008814_ 1 to 4 & 2026_ZPHD_1008619_1 to 32)

Sd/- Block Development Officer
Singur Development Block

Office of the Executive Officer Bagnan-I Panchayat Samity, Howrah

E mailed:bagnan1.bdo1@gmail.com
Ph.No.266-275

NIT No: WB/HZP/BAG-I/NIET-29/2025-26, dated: 16.02.2026

Following e-tender notices regarding various construction works in the area of Bagnan-I Panchayat Samity under MPLADs fund, has been published as per NIETs referred above. Details are available in **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Officer
Bagnan-1 Panchayat Samity
Bagnan, Howrah

OFFICE OF THE J.B.PUR PANCHAYET SAMITY HOWRAH

E-TENDER NOTICE

E-TENDERS are invited from the bonafide contractors vide Notice no- : NIT-104, Dated- 10.02.26 & NIT-178, Dated-13.02.26 29 NOS OF WORKS (BEUP/SBM/ 15 TH FC) & 15 NOS OF WORKS (BEUP/SBM/ 15 TH FC) RESPECTIVELY

SD/-
Executive officer
JB PUR Panchayet Samity
Munshirhat, Howrah

Hooghly-Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist.-Hooghly
Tel.: 2680-2899/2319, Telefax:-2680-6092

Notice for invitation e-Tender

e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/Eng /NIT6/2e/26
Memo No- 708 /Eng/S.D Dated: 17.02.2026

e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for Civil & Electrical works under this Municipality. **Vide e-Tender ID No. 2026_MAD_1008484 _01-13**
Closing date of Bid submission is **25.02.2026 up to 12.00 hours.**
Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit website- **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Chairman/Executive Officer
Hooghly Chinsurah Municipality

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড

CIN: L15495WB1911PLC002275
নিবন্ধিত অফিসঃ স্যার আরএনএম হাউস (৪র্থ তলা), ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০ ০০১
ফোনঃ (০৩৩) ৪০৬৬ ১৫৯০-৯৩, ফ্যাক্সঃ(০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেইলঃ contactusdianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

ভৌত শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ
পুনঃলজেন্সির জন্য বিশেষ উইন্ডো

৩০ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখের **SEBI** সার্কুলার নং. **HO/38/13/11 (2) 2026-MIRSD-POD/I/3750/2026** অনুসারে, কোম্পানিটি শেয়ার হস্তান্তরের জন্য পুনঃলজমেন্ট অনুরোধ জমা দেওয়ার জন্য প্রকৃত শেয়ারহোল্ডারদের জন্য এককালীন বিশেষ সময়সীমা প্রদান করতে পেরে আনন্দিত। বিশেষ সময়সীমাটি ০৫ ফেব্রুয়ারী, ২০২৬ থেকে ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৭ পর্যন্ত এক বছরের জন্য খোলা থাকবে এবং ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে মূল শেয়ার হস্তান্তরের অনুরোধ জমা দেওয়া হয়েছিল এবং ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে ফেরত / অবহেলিত বা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল এমন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। স্থানান্তরের জন্য পুনঃলজ করা শেয়ারগুলি এই সময়কালে কেবলমাত্র ডিমেটিরিয়ালাইজড আকারে প্রক্রিয়া করা হবে।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তর অনুরোধ কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (RTA) এর কাছে জমা দিতে পারেন।
উপরোক্ত প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুনঃ

চিঠিপত্রের ঠিকানা	
সচিবালয় বিভাগ, ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড, ৩বি, লাল বাজার স্ট্রিট স্যার আরএনএম হাউস (৪র্থ তলা), কলকাতা-৭০০০০১ ফোনঃ (০৩৩) ৪০৬৬-১৫৯০৩ ইমেলঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in	মেসার্স মহেশ্বরী ডেটামেটিক্স প্রাইভেট লিমিটেড ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড ৫ম তলা, কলকাতা-৭০০ ০০১ ফোনঃ (০৩৩) ২২৪৩-৫০২৯, ২২৪৮-২২৪৮ ফ্যাক্স (০৩৩) ২২৪৮৪৭৮৭ ইমেলঃ mdpldc@yahoo.com ওয়েবসাইটঃ https://www.mdpl.in/

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেডের জন্য
স্বা / -
নম্রতা সরফ
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
M. No. A40824

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ফেব্রুয়ারি ১৮,২০২৬

বিশ্বকাপের সুপার এইটে নিশ্চিত ভারত-সহ ৬ দল

নিজস্ব প্রতিবেদন

একেবারে শেষ পর্বে এসে গিয়েছে টি-২০ বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্ব। দুরন্ত পারফরম্যান্স করে সুপার এইট নিশ্চিত করে ফেলেছে ভারত। মেন ইন ব্লুর পাশাপাশি চলতি বিশ্বকাপে অপরাজিত থেকেছে প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন শ্রীলঙ্কা এবং ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তারাও জায়গা করে নিয়েছে সুপার এইটে। কিন্তু টি-২০ বিশ্বকাপের আরও দুই প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়া এবং পাকিস্তান আদৌ পরের পর্বে যেতে পারবে কিনা, সেই নিয়ে যথেষ্ট সংশয় রয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ষষ্ঠ দল হিসাবে বিশ্বকাপের সুপার এইটে জায়গা করে নিল নিউজিল্যান্ড। এদিন কানাডার বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছিলেন মিচেল স্যান্টনার। দুর্বল প্রতিপক্ষ হলেও প্রথমে ব্যাট করে ১৭৩ রান তোলে কানাডা। কনিষ্ঠতম হিসাবে টি-২০ বিশ্বকাপে সেঞ্চুরি করেন যুবরাজ সামরা। এই বিশ্বকাপের প্রথম সেঞ্চুরিটিও এল তাঁর ব্যাট থেকে। তবে কানাডার

অন্যান্য ব্যাটাররা সেভাবে রান তুলতে পারেননি। ১৭৪ রানের টার্গেট তা৷৷ করতে নেমে শুরুতেই দুই উইকেট হারায় কিউয়িরা। ওপেনার টিম সাইফার্ট এবং ফিন অ্যালেন ফিরে যান প্যাভিলিয়নে। কিন্তু কিউয়ি ইনিংসের হাল ধরেন রাচীন রবীন্দ্র এবং গ্লেন ফিলিপস। দু'জনেই হাফসেঞ্চুরি হাঁকান। শেষ পর্যন্ত ২৯ বল বাকি থাকতে ম্যাচ জেতে নিউজিল্যান্ড। চলতি বিশ্বকাপে চার ম্যাচ খেলে তিনটিতে জিতেছেন স্যান্টনাররা। ৬ পয়েন্ট নিয়ে সুপার এইট নিশ্চিত করে ফেলেছেন তাঁরা। কিউয়িদের গ্রুপ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকাও উঠে গিয়েছে সুপার এইটে। ফলে গতবারের সেমিফাইনালিস্ট আফগানিস্তানের যাত্রা এবার গ্রুপ পর্বেই শেষ। অন্যদিকে, ধুঁকতে ধুঁকতে হলেও সুপার এইট নিশ্চিত করে ফেলেছে ইংল্যান্ড। কিন্তু জটিল হয়েছে অস্ট্রেলিয়া এবং পাকিস্তানের অঙ্ক। শ্রীলঙ্কা এবং জিম্বাবোয়ের কাছে হেরে অজিদের বিশ্বকাপ স্বপ্ন প্রায় শেষ। অঙ্কের বিচারে টিমটিম করে কিছুটা সম্ভাবনা রয়েছে তাদের। তবে তুলনামূলক সহজ অঙ্ক পাকিস্তানের সামনে। শেষ ম্যাচে নামিবিয়াকে হারালেই সুপার এইটে জায়গা করে নেবেন বাবর আজমরা। তবে হারলেই বিশ্বকাপ থেকে বিদায়। উল্লেখ্য, গতবারেও সুপার এইটে উঠতে পারেনি পাকিস্তান। আমেরিকার কাছে হেরে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যায় পাক ব্রিগেড।

গম্ভীরকে 'ঈর্ষণীয়' অফার রাজস্থান রয়্যালসের!

সংবাদ সংস্থা, জয়পুর, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ আইপিএলে বড় চমক! ভারতের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরকে দলে টানতে মরিয়া রাজস্থান রয়্যালস। ফ্র্যাঞ্চাইজির মালিকানায় রদবদলের মধ্যেই গম্ভীরকে নাকি 'গুরুত্বপূর্ণ' ভূমিকায় দলে যোগ দেওয়ার প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে। তবে আপাতত তাতে ইচ্ছে থাকলেও 'হ্যাঁ' বলার সম্ভাবনা খুবই ক্ষীণ। কারণ মূলত জাতীয় দলের দায়িত্ব ও স্বার্থের সংঘাতের জোড়া বাধা। ২০০৮ সালের আইপিএল চ্যাম্পিয়ন রাজস্থান রয়্যালস এই মুহূর্তে মালিকানা কাঠামোয় পরিবর্তনের পথে। নতুন বিনিয়োগকারী যোগ দেওয়ার কথা। সেই প্রেক্ষাপটে ক্রিকেট পরিচালনায় শক্ত ভিত গড়তে চাইছে ফ্র্যাঞ্চাইজি। সূত্রের দাবি, গম্ভীরের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে মেন্টর, সিইও বা কৌশলগত উপদেষ্টা-এমন কোনও গুরুত্বপূর্ণ পদে যুক্ত হওয়ার বিষয়ে। বিশেষজ্ঞদের নজরে, আইপিএলে গম্ভীরের ট্র্যাক রেকর্ড তাঁকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে। কলকাতা নাইট রাইডার্সকে দু'বার অধিনায়ক হিসেবে শিরোপা জিতিয়েছেন। পরে মেন্টর হিসেবেও ঈর্ষণীয় সাফল্য। লখনউ সুপার জায়ান্টসের সঙ্গেও তাঁর ভূমিকা নজরকাড়া-টানা দু'মরশুম প্লে-অফে ওঠে দল। সমস্যা একটাই-গম্ভীর আপাতত ভারতীয় দলের প্রধান কোচ। বিসিসিআইয়ের সঙ্গে তাঁর চুক্তি

২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত। জাতীয় দলের দায়িত্বে থেকে কোনও আইপিএল ফ্র্যাঞ্চাইজির সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে যুক্ত হওয়া সরাসরি স্বার্থের সংঘাত ঘনিয়ে তুলবে। তার উপর চলছে টি-২০ বিশ্বকাপ। ভারত ইতিমধ্যে সুপার এইটে উঠেছে। টুর্নামেন্টের শেষ পর্যায়ে দলকে গাইড করাই এখন গম্ভীরের একমাত্র লক্ষ্য। সামনে ২০২৭ বিশ্বকাপ চক্র, তারপর ২০২৮ অলিম্পিকে নামার সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। সব মিলিয়ে আগামীতে ভারতীয় ক্রিকেটের রীতিমতো ব্যস্ত সূচি। ফলে জাতীয় দায়িত্ব থেকে সরে এসে ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে ফেরার সুযোগ আপাতত নেই বললেই চলে। রাজস্থান হয়তো দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় ভাবছে। গম্ভীরের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেট-মস্তিষ্ক থাকলে ফ্র্যাঞ্চাইজির কাঠামো শক্তিশালী হবে-এটা স্বাভাবিক হিসেব। তবে বর্তমান প্রেক্ষিতে তিনি ভারতীয় ক্রিকেটেই মন দিতে চাইবেন। ফলে গুঞ্জন যত জোরাল হোক, এখনই রাজস্থানের ডাগআউটে গম্ভীরকে দেখার সম্ভাবনা ক্ষীণ। জাতীয় দায়িত্বই তাঁর অগ্রাধিকার-এটা সাফ। ভবিষ্যতে পরিস্থিতি বদলালে আইপিএলে 'গম্ভীর অধ্যায়'ফের খোলা হবে কি না, সেদিকে নজর থাকবে।

সামির ৮ উইকেট কাজে দিল না, ব্যাটিং ধসে কোণঠাসা বাংলা, বন্ধ ফাইনালের দরজা!

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণী, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ একদিকে আগুনঝরা স্পেল। অন্যদিকে ব্যাটিং ধস। কল্যাণীর বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি গ্রাউন্ডে রঞ্জি ট্রফি সেমিফাইনালে তৃতীয় দিনে নাটকীয় মোড়। মহম্মদ সামির ৮ উইকেটেও ঘোর বিপাকে বাংলা। প্রথম ইনিংসে লিড নিয়েও দ্বিতীয় ইনিংসে টপ অর্ডারের ধস। যা ফাইনাল ওঠার স্বপ্নে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিল। প্রথম ইনিংসে বাংলা তোলে ৩২৮। নেপথ্যে সুদীপ ঘরামির দুরন্ত ১৪৬ রানের ইনিংস। জবাবে জম্মু ও কাশ্মীর লড়াই করলেও সামির গতির সামনে দাঁড়াতে ব্যর্থ। ৯০ রানে ৮ উইকেট-বাংলার পেসারের রঞ্জি কেরিয়ারের সেরা বোলিং ফিগার। আজ সকালের আর্দ্রতা কাজে লাগিয়ে সুইং ও নিখুঁত লেংথে ভেঙে দেন প্রতিপক্ষের মেরুদণ্ড। শুরুর ধাক্কা, মাঝে ব্রেকথ্রু, শেষে টেল-এন্ড সাফ-সবটাই সেরে ফেলেন নিখুঁতভাবে। অবদুল সামাদ ৮২ ও অধিনায়ক পরস দোগরা ৫৮ রানে কিছুটা প্রতিরোধ গড়লেও ৩০২ রানে থেমে যায় জম্মু। ফলে গুরুত্বপূর্ণ প্রথম ইনিংস লিড পায়

বাংলা। সেই সময় ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ ছিল পুরোপুরি বাংলার হাতে। কিন্তু আজ দ্বিতীয় সেশনে ছবিটা পুরোপুরি পাল্টে যায়। দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাট করতে নেমে বাংলার টপ অর্ডার কার্যত তাসের বাড়ির মতো ভেঙে পড়ে। আকিব নবি ও সুনীল কুমারের শুরুর স্পেলে বিপর্যয়। সুদীপ ঘরামি গোল্ডেন ডাক। অভিমন্যু ঈশ্বরন ইনসুইংয়ে পরাস্ত। অনুষ্টুপ মজুমদার এলবিডব্লিউ। স্কোরবোর্ডে ৯৯ রানে অলআউট বাংলা। হঠাৎ করেই ম্যাচে কামব্যাক জম্মু ও কাশ্মীরের। পিচে বাড়তি বাউন্স ও মুভমেন্ট কাজে লাগিয়ে বোলাররা বাংলার ব্যাটারদের চাপে রেখেছেন। লিড থাকলেও তা যথেষ্ট নয়-এটা এতক্ষণে স্পষ্ট। তাই সব মিলিয়ে প্রশ্ন উঠছে সামির ৮ উইকেট আখেরে ফল দেবে? নাকি ব্যাটিং ব্যর্থতায় সব পরিশ্রম মাঠে মারা যাবে? দিনের শেষে কাশ্মীর ২ উইকেট হারিয়ে ৪৩ রান তুলেছে। জিততে আর দরকার মাত্র ৮৩ রান। একদিকে সামির নির্বাচকদের উদ্দেশে জোরালো বার্তা, অন্যদিকে বাংলার ব্যাটিং লাইন আপে ভাঙন। সেমিফাইনালের তৃতীয় দিনের লড়াইয়ে মানসিকভাবে এগিয়ে জম্মু। বাংলার সামনে লড়াই কঠিন। ফাইনালের দরজা এখনও বন্ধ না হলেও প্রায় আশার আলোটুকু নিভে গেছে বলা যায়।

অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে, শ্রীলঙ্কার সতর্কবার্তা

সংবাদ সংস্থা, কলম্বো, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ যে দেশ বিশ্বকাপের আয়োজক হয়, তাদের খেতাব জয়ের অন্যতম দাবিদার বলে ধরা হয়। সে দিক থেকে ভারতের মতো যুগ্ম আয়োক শ্রীলঙ্কাও বিশ্বকাপের হট ফেভারিট। ঘরের মাঠে কিন্তু শ্রীলঙ্কা দুরন্ত পারফর্ম করছে। তাঁর মতে, বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা পারফরম্যান্স এটি। ভালো বোলার না থাকা সত্ত্বেও বাকিরা অভাব পূরণ করার চেষ্টা করছেন। সেটাকেই সাফল্যের চাবিকাঠি বলে মনে করেন তিনি। ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা ও মাথিশা পাথিরানার মতো বোলারদের অনুপস্থিতিও

হাসারাঙ্গার মতো তারকা ছিটকে গিয়েছেন দল থেকে। তাও পুরো টিম দারুণ ছন্দে। দাপুটে পারফরম্যান্সের জোরে শ্রীলঙ্কা পৌঁছে গিয়েছে সুপার এইটে। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞরা তাদের দেখতে পাচ্ছেন সেমিফাইনালে। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শ্রীলঙ্কার দুরন্ত জয়ের পর যেন এ নিয়েই বেশি চর্চা। ১৮২ রানের লক্ষ্য থাকলেও ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতেছে তারা। আয়ারল্যান্ড এবং ওমানের বিরুদ্ধের জয়ের পর অস্ট্রেলিয়া বধ। ফর্মে রয়েছে দল। শ্রীলঙ্কার সাফল্যের কারণ কী? দলের ভারসাম্য। তারুণ্য। এবং দীর্ঘদিন পর বিশ্বকাপ জিততে মরিয়া একটা দল। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ম্যাচের পর অধিনায়ক দাসুন শানাকা নিজের দলের পারফরম্যান্স নিয়ে উচ্ছ্বসিত। শ্রীলঙ্কাকে থামানো যায়নি। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাথুম নিশঙ্কার নট আউট সেঞ্চুরি করেছেন, যা টুর্নামেন্টের প্রথম শতরান। এই ইনিংস শুধু ম্যাচ জেতায়নি, বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কার ক্ষমতাও দেখিয়ে দিয়েছে। নিজেদের মাঠে ম্যাচ খেলাটাই শ্রীলঙ্কার জন্য বাড়তি অ্যাডভান্টেজ। পরিচিত পিচ, সমর্থকদের উচ্ছ্বাস সব মিলিয়ে পরিস্থিতি তাদের পক্ষেই। বহু বছর পর নকআউট পর্বে পৌঁছেছে শ্রীলঙ্কা। এত দূর এসে শ্রীলঙ্কা যে এখানেই থামতে চায় না, সেটাও তাদের খেলায় স্পষ্ট। বর্তমান ফর্ম ও দলের আত্মবিশ্বাস যদি একই রকম থাকে, এই বিশ্বকাপে শ্রীলঙ্কাকে আটকানো সব দলের কাছেই বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে।

কানাডাকে হারিয়ে সুপার এইটে নিউজিল্যান্ড, বিদায় আফগানিস্তানের

সংবাদ সংস্থা, চেন্নাই, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ চেন্নাইয়ের মাঠে শেষমেশ অভিজ্ঞতার বাজিমাত। কানাডাকে ৮ উইকেটে হারিয়ে টি-২০ বিশ্বকাপের সুপার এইটে জায়গা করে নিল নিউজিল্যান্ড। ১৭৪ রানের লক্ষ্য ১৫.১ ওভারেই তুলে নিল ব্ল্যাক ক্যাপসরা। আর সেই সঙ্গেই টুর্নামেন্ট থেকে ছিটকে গেল আফগানিস্তান। স্কোরবোর্ডে কানাডার ১৭৩৪। লড়াইয়ের মঞ্চ তৈরি হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত গ্লেন ফিলিপস ও রাচিন রবীন্দ্রর জোড়া আক্রমণ সব হিসেব পালটে দিল। ম্যাচের শুরুতে কিন্তু ফার্গুসন ছুটিতে-এই অবস্থায় নিউজিল্যান্ডের বোলিং অ্যাটাক খানিক নড়বড়ে দেখাচ্ছিল। কিন্তু সামরার ইনিংস যতটা দাপুটে, ম্যাচের ভাগ্য ততটা কানাডার জন্য মজবুত ছিল না। ১৭৪ রানের তাড়া করতে নেমে ধাক্কা খায় নিউজিল্যান্ড। টিম সাইফার্ট মাত্র ৬ রানে ফিরলে কানাডা শিবিরের আশা বাড়তে থাকে। কিন্তু তারপরই ঘুরে যায় ম্যাচের মোড়! গ্লেন ফিলিপস ও রাচিন রবীন্দ্র ১৪৬ রানের জুটি গড়ে তোলেন। রবীন্দ্র ব্যাট হাতে সাবলীল, স্ট্রাইক রোটেশন করে চাপ কমাতে

অন্য গল্প! ১৯ বছরের যুবরাজ সামরা চিপকে ঝড় তুললেন। ৫৮ বলে শতরান-টি-২০ বিশ্বকাপে কনিষ্ঠতম সেঞ্চুরিয়ানের তকমা অর্জন। আজ ৩৬ বলে পঞ্চাশ ছুঁয়ে গতি বাড়ান তিনি। কাইল জেমিসন, ম্যাট হেনরি-কাউকেই রেয়াত করেননি। অধিনায়ক দিলপ্রীত বাজওয়ার সঙ্গে ১১৬ রানের জুটি কানাডার ইনিংসের পালা হাওয়া জোগায়। ১৭৩ রান মোটেও সহজ লক্ষ্য নয়। বিশেষ করে চেন্নাইয়ের ধীর উইকেটে। উপরন্তু কিউয়ি শিবিরে অধিনায়ক মিচেল স্যান্টনার নেই, লকি থাকেন। অন্যদিকে ফিলিপস শক্তির প্রদর্শনে বাউন্ডারি ও ছক্কায় লক্ষ্য ক্রমশ ছোট করে আনেন। যার সুবাদে শেষ পর্যন্ত ১৫.১ ওভারেই ম্যাচ শেষ। এই ফলাফলের সুবাদে গ্রুপ 'ডি' থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সুপার এইটে উঠল নিউজিল্যান্ড। আর বিদায় নিশ্চিত আফগানিস্তানের। যারা গতকাল সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে হারালেও দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে পরাস্ত হয়েছে। মাত্র দুই পয়েন্ট ঝুলিতে নিয়ে রশিদ খানদের অভিযান শেষ।

ইমরানের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন

পাক সরকারের কাছে আবেদন সানি-কপিলদের

সংত্রাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি ও ইসলামাবাদ, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ অধিনায়ক হিসেবে দেশকে জিতিয়েছেন ১৯৯২ বিশ্বকাপ। সেই ইমরান খানই এখন জেলে। অন্ধ হতে বসেছেন তিনি। অসুস্থ ইমরান খানের চিকিৎসা যেন যথাযথভাবে হয়, সেজন্য আর্জি জানালেন প্রাক্তন পেসার ওয়াসিম আক্রাম। এমনকী সুনীল গাভাসকার, কপিল দেবের মতো ভারতীয় কিংবদন্তিরাও পাক সরকারের কাছে আবেদন করেছেন যেন ইমরানের প্রতি সঠিক আচরণ করা হয়। গত কয়েকদিন ধরেই শোনা যাচ্ছিল জেলে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ইমরান। শোনা যাচ্ছে, ৮৫ শতাংশ দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন ইমরান। তাঁর শারীরিক অবস্থা ঠিক কতটা গুরুতর, সেই নিয়ে পাক সরকার মুখে কুলুপ এঁটেছে। ইমরানের দল পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ বলছে, কাপ্তানের জীবনের ঝুঁকি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পাঁচটি দেশের ১৪ জন প্রাক্তন অধিনায়ক যৌথভাবে চিঠি লিখেছেন পাক সরকারকে। গাভাসকার-কপিল ছাড়াও সেখানে সই করেছেন মাইকেল আথারটন, অ্যালান বর্ডার, মাইকেল ব্রিয়ারলি, গ্রেগ চ্যাপেল, ইয়ান চ্যাপেল, বেলিন্ডা ক্লার্ক, ডেভিড গাওয়ার, কিম হিউজ, নাসের হুসেন, ক্লাইভ লয়েড, স্টিভ ওয়া, জন রাইটরা। তাঁদের বক্তব্য, ''ক্রিকেট দুনিয়ায় ইমরান একজন কিংবদন্তি। তাঁর চিকিৎসা এবং অন্যান্য ইস্যুতে যেসব খবর শোনা যাচ্ছে সেটায় আমরা

অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আমরা তাঁর বিরুদ্ধে খেলেছি, আবার তাঁকে আদর্শও মেনেছি। রাজনৈতিক মতাদর্শ যাই হোক না কেন, মানুষের ভোটে জিতে গণতান্ত্রিকভাবে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।'' ওই চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, ''সম্প্রতি ইমরানের স্বাস্থ্য নিয়ে যা খবর ছড়িয়েছে, বিশেষত জেলে থাকাকালীন তাঁর দৃষ্টিশক্তি কার্যত শেষ হতে বসেছে-সেসব শুনে আমরা অত্যন্ত উদ্বিগ্ন। আমরা মনে করি ইমরানের মতো বড়মাপের মানুষকে সম্মান এবং মৌলিক অধিকার দেওয়া অবশ্যই উচিত। পাক সরকারের কাছে আমাদের আবেদন, অবিলম্বে ইমরানের যথাযথ চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবারের সদস্যদের ইমরানের সঙ্গে দেখা করতে দিতে হবে।'' ওই চিঠিতে পাক সরকারের সদিচ্ছার উপর আস্থা রেখেছেন প্রাক্তন ক্রিকেটাররা।

আতলেতিকোর পর জিরোনার মাঠেও হারল বার্সেলোনা

আতলেতিকো মাদ্রিদের বিপক্ষে বিধ্বস্ত হওয়ার পর, ইয়ামাল-লেভানডফস্কিদের মাঝে ঘুরে দাঁড়ানোর তাড়না দেখতে চেয়েছিলেন হান্সি ফ্লিক। কোচের ডাকে সাড়া দিতে পারলেন না তারা। বরং জিরোনার বিপক্ষে প্রথমে এগিয়ে গিয়েও, পথ হারিয়ে আবার হেরে বসল বার্সেলোনা।

সংবাদ সংস্থা, জিরোনা, ১৭ ফেব্রুয়ারিঃ প্রতিপক্ষের মাঠে সোমবার লা লিগার ম্যাচটি ২-১ গোলে হেরে গেছে শিরোপাধারীরা। পাও কুবার্সির গোলে পিছিয়ে পড়ার পরপরই সমতা টানেন তমাস লেমা। এরপর শেষদিকে ব্যবধান গড়ে দেন ফ্রান বেলত্রান। কোপা দেল রে সেমি-ফাইনালের প্রথম লেগে গত বুধবার আতলেতিকোর মাঠে ৪-০ গোলে পর্যদুস্ত হয় বার্সেলোনা। সেই ধাক্কা সামলে জয়ে ফেরার চ্যালেঞ্জে পেরে উঠল না তারা। উল্টো লা লিগায় টানা তিন জয়ের পর, হেরে বসল এখানেও। ফলে লিগ টেবিলে শীর্ষে ফেরাও হলো না বার্সেলোনার। আসরে চতুর্থ হারের পর, ২৪ ম্যাচে ১৯ জয় ও এক ড্রয়ে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আছে দলটি। তাদের চেয়ে ২ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে রিয়াল মাদ্রিদ। বার্সেলোনার আক্রমণে চেনা ধার তেমন ছিল না বললেই চলে। ৭০ শতাংশ সময় বল দখলে রেখে গোলের জন্য তাদের ২৬ শটের কেবল চারটিই লক্ষ্যে ছিল। ভাগ্যও তাদের সহায় হয়নি দলটির তিনটি প্রচেষ্টা পোস্টে লাগে, এর মধ্যে একটি আবার স্পট কিক। বিপরীতে আগের তিন রাউন্ডে জয়হীন জিরোনার ১৩ শটের ৯টিই লক্ষ্যে থাকে। দারুণ এই জয়ে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে ১২ নম্বরে উঠেছে তারা। ম্যাচের আগে চোট কাটিয়ে পেদ্রির ফেরার সম্ভাবনার খবর এলেও, শেষ পর্যন্ত মাঝেমাঠের বড় ভরসাকে ছাড়াই মাঠে নামে বার্সেলোনা। তবে হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যা কাটিয়ে প্রত্যাশিতভাবেই ফিরলেন রাফিনিয়া। ম্যাচের ষষ্ঠ মিনিটে রাফিনিয়াই প্রথম সুযোগটি তৈরি করলেন, বাইলাইনের কাছ থেকে ডি-বক্সে ফাঁকায় খুঁজে নিলেন ইয়ামালকে। তবে তরুণ স্প্যানিশ ফরোয়ার্ড শটটা লক্ষ্যে রাখতে পারলেন না। ১০ মিনিট পর কাছ থেকে

রাফিনিয়ার শট পোস্ট ঘেঁষে বেরিয়ে যায়। পরের মিনিটে নিশ্চিত এগিয়ে যাওয়ার আরেকটি সুযোগ নষ্ট করেন ইয়ামাল। বল পায়ে ডি-বক্সে ঢুকে গোলরক্ষক বরাবর শট নেন তিনি। পাল্টা আক্রমণে উঠে ২৩তম মিনিটে গোলের জন্য প্রথম শট নেয় জিরোনা। যদিও ভ্লাদিস্লাভের ওই প্রচেষ্টা কঠিন পরীক্ষায় ফেলতে পারেনি বার্সেলোনা গোলরক্ষককে। ছয় মিনিট পর ভ্লাদিস্লাভের আরেকটি শট পা দিয়ে আটকান গোলরক্ষক হোয়ান গার্সিয়া। ৪৩তম মিনিটে দুর্ভাগ্যও বাধা হয়ে দাঁড়ায় বার্সেলোনার সামনে রাফিনিয়ার শট পোস্টে প্রতিহত হয়। লিগে এই নিয়ে চলতি মরসুমে তাদের ২৪টি প্রচেষ্টা পোস্ট বা ক্রসবারে লাগল, অন্য যেকোনো দলের চেয়ে ছয়টি বেশি। এক মিনিট যোগ করা সময়ে দানি ওলমো ডি-বক্সে ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পায় বার্সেলোনা। কিন্তু, ইয়ামালের নেওয়া স্পট কিকও পোস্টে লেগে ফিরে আসে। অবশেষে ৫৯তম মিনিটে কুবার্সির নৈপুণ্যে ডেডলক ভাঙতে পারে বার্সেলোনা। ডান দিক থেকে জুল কুন্দের ক্রস পেনাল্টি স্পটের কাছে পেয়ে, দারুণ হেডে ঠিকানা খুঁজে নেন তরুণ ডিফেন্ডার কুবার্সি। লা লিগায় এটাই তার প্রথম গোল। তাদের এগিয়ে যাওয়ার আনন্দ অবশ্য দুই মিনিটেই হতাশায় রূপ নেয়। বল ক্লিয়ার করার সুযোগ পেয়েও পারেননি কুবার্সি। বরং আবার বল পেয়ে এবার গার্সিয়াকে ফাঁকি দিয়ে গোলমুখে সতীর্থকে খুঁজে নে ভ্লাদিস্লাভ এবং বিনা বাধায় জালে বল জড়ান তমাস লেমা। ৭১তম মিনিটে গার্সিয়ার দারুণ দুই সেভে সমতায় থাকে বার্সেলোনা। চার মিনিট পর পাল্টা আক্রমণে দ্রুত ডি-বক্সে ঢুকে জোয়ের রোহার শটও পা দিয়ে রুখে দেন গার্সিয়া। ৬৩তম মিনিটে রাফিনিয়ার জায়গায় রুনি বার্দগি ও ৭৩তম মিনিটে ফেররান তরেসকে তুলে রবের্ত লেভানডফস্কিকে নামান বার্সেলোনা কোচ। ৮৬তম মিনিটে সতীর্থের ছোট কাটব্যাক ধরে ডি-বক্সে ঢুকেই নিচু শটে ব্যবধান গড়ে দেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার বেলত্রান। যোগ করা সময়ের পঞ্চম মিনিটে একবার জালে বল পাঠাতে পারে বার্সেলোনা, অফসাইডে ছিলেন লেভানডফস্কি। একটু পর ইয়ামালকে বিপজ্জনক ফাউল করে সরাসরি লাল কার্ড দেখেন জিরোনার তরুণ ফরোয়ার্ড রোহা। তবে সেই সুযোগ কাজে লাগানোর যথেষ্ট সময় আর পায়নি বার্সেলোনা।

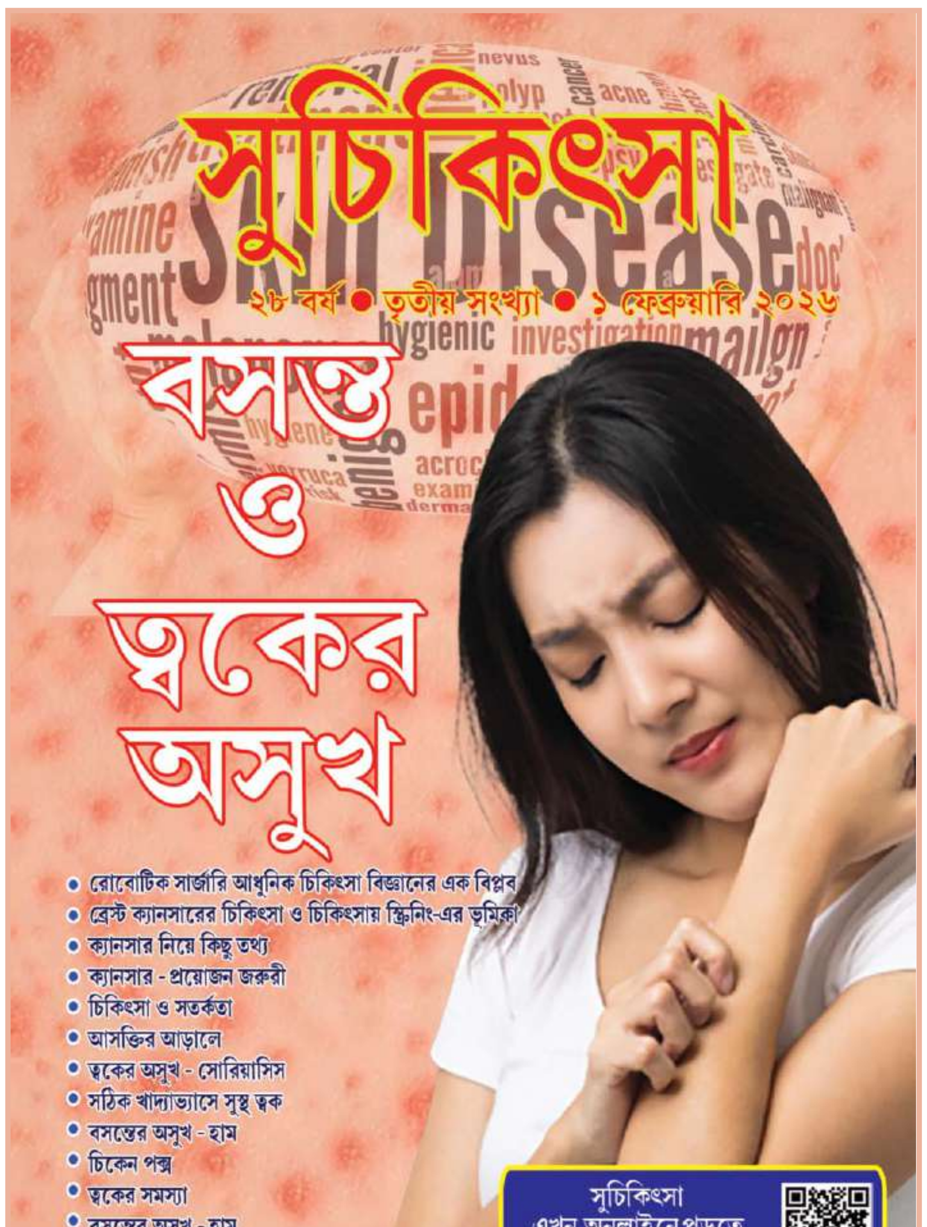

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com